CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

বিচিত্রা শ্লোক-মঞ্জরী

প্রথম স্তবক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্নেহাং ডাঃ প্রেমলতা শর্মা—
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
২০/৩/৭২

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

বিচিত্রা শ্লোক মঞ্জরী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, कचौड़ी
वाराणसी-5

स्वामी প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय, भरतनिधि, कचौड़ी गली, वाराणसी-5

উৎসর্গ পত্রম্

॥ শ্রীশ্রীসীতারামদাস—ওঁকারনাথায় ॥

শ্রীযুগলসুধাবল্লীবেষ্টিতে কল্পপাদপে।
সীতারামানুদাসাখ্যে চৌঙ্কারনাথ (নাদ) ভাস্কর ঃ।
পূর্ণকলেন্দুকৌমুদীং পরিণেতুং সহোদিত ঃ ॥১
যোগত্রয়ত্রিশাখস্য তস্যোদারতরো ঃ পদে।
লাঘবে গৌরবংতস্মান্ ন্যস্তেয়ং দীনমঞ্জরী ॥২

এক কল্পপাদপে, 'শ্রীশ্রী'—রূপা দুই অমৃতবল্লরী,
নিত্য রয় আলিঙ্গিয়া।
সে পাদপনাম 'সীতারাম'; বড়ই অদ্ভুত! 'ওঁকার নাথ'
সাক্ষাৎ নাদভাস্কর,
সে পাদপ রয় উজলিয়া!
আর, শুধু একলাতো নয়? পূর্ণকল চন্দ্রমাকৌমুদীরে;
যেন পরিণয়ডোরে বাঁধি,
সমুদিত একসাথে সব হৃদয় ব্যাপিয়া!
কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান—শ্রুতিসিদ্ধ এই তিন যোগ, যেন তিনটি
শাখার মতো;
সে পাদপস্কন্ধে, পূর্ণ মহিমায় স্থিত প্রাণরস প্রসারিয়া।
সে কল্পপাদপ উদার পাদপীঠে, লাঘবেও অশেষ গৌরব;
এই স্থির জানি, এ দীন 'মঞ্জরী' সেবা কিঙ্করী গৌরব
পাবে, তাই এরে দিনু লুটাইয়া।

——o——

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিবেদন

বার্ধক্যে দৃষ্টিক্ষীণতা এবং আনুষঙ্গিক অপরাপর কারণবশতঃ 'বিচিত্রা শ্লোকমঞ্জরী' বইখানি নানা রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতে অপারগ হইয়াছি। নানা কারণে, স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ডাঃ গোবিন্দগোপাল বা অপর কাহারও দ্বারা প্রুফ দেখাইয়া লওয়াও সম্ভবপর হয় নাই। এই সব বিবেচনাপূর্বক সুধী সহৃদয় পাঠক, আশা করি, লেখককে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। অবশ্য, একটি শুদ্ধিপত্রও সন্নিবেশিত হইল। যাহাদের উদ্যোগে এবং শ্রমে এ গ্রন্থ প্রকাশন ঘটিল, তাঁহাদের অন্তরের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই।

ইতি

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিচিত্রা শ্লোক মঞ্জরী

আম্নায়—গ্রন্থালয়, শরনিধি, কবীরী বারাণসী-5

জগন্মাতস্তেপাদকমলয়ো দীনকুসুমং
প্রদাতুং গুল্মে জাতমবরগুণং যা মম মতিঃ
(মলিনরুচিং)
জগন্নাথে বা কণ্টকিতকুসুমৈঃ কণ্ঠবলয়ং
শিবে বিশ্বেশে পঙ্কমলিনরজো ভাললসনে
সিতে বিশ্বেসে বাংসিতপথরজো ভালশশিনে (বিধবে) ।
(শিবে) (শিব)
(শুচৌ) (শুচি)
তথাপীয়ং ন্যস্তাংকৃপণকরুণে মঞ্জরীকৃতিঃ ।।
(চিতিঃ)

অয়ি জগৎ জননি ! হরিহরবিরিঞ্চিবাঞ্ছিত তোমা ঐ পাদসরোজেতে
তুচ্ছ কোন্ বনগুল্মজাত এ দীন কুসুমে. কোনো রুচি বাস নেই যার,
তাই রাখিবারে কেন মতি দিলে ?
ওহে জগন্নাথ, তুমি অকলঙ্ক শ্যামশশী,
তোমা প্যারী পেলব ভুজবল্লরী নিরুপমা, যে কণ্ঠবলয়,
সে কণ্ঠেতে পরাইতে কেন এ সাধ মোর হ'ল,
কণ্টকিত ; ধূলিধূসরিত পথেতে কুড়ানো এবুনো ফুলদলে ?
আর ; তুমি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ; তোমা দিব্যভালে,
বিমলিন পঙ্ক দিয়া ইন্দুকলা রচিবার কেন লোভ জাগাইলে বলো ?

ঠিক, বড়ই যে প্রগল্ভ এ কর্ম,
তথাপি শুনেছি যে অকৃপণ অহেতুক করুণা তোমার,
তাই এই কোন গুণ-নাই শ্লোক মঞ্জরীর মালাটিরে
ও চরণে দিতে ভরসাও প্রাণে হ'লো ।।

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

জন্মাষ্টমী, ১৩৭৯
'সারস্বত-আশ্রম'
গড়িয়া
২৪-পরগণা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভীতি র্নো রুধিরাক্ত খড়্গমহসা মাতস্ত্বয়া তায়তে
(ভূর্শং)
স্থানে (বাঢ়ং) দুর্জয়দৈত্যসূদনমখে শোণাজ্যমেবার্পিতম্।
লোলা তে রসনা রিপোরশনতো রক্তানুলিপ্তা যদি
(নিরসনে)
দোর্ভ্যাং তে করুণাহভয়ং শিববরং তত্রৈব ধত্তে সনাৎ।।
হে মাতঃ কালিকে !

তব চণ্ড করে রুধিরাক্ত খড়্গছটায়,
শুধু কি মোদের ভয়টিরে সর্বগ্রাসী করিয়া দেখাও ?
তাতো নয় মাগো !
দুর্জয় যে দৈত্যরিপু, তারি নিসূদন যাগে
ও যে তব শোণ আজ্যাহুতি, ভুবনমঙ্গল তরে,—
এই সত্য ভালমতে বুঝিবারে দাও।
আর, রক্তবীজ রিপুনিরসনে,
রক্তলিপ্ত তব ঐ লোল যে রসনা,
সে রসনা, ও-চরণ প্রপন্নেরে কি বাণী শোনায় ?
অমোঘ, অগাধ করুণার বাণী,—
সেই বাণী সমৃচ্ছ্রিত আর দুই করে,
শিব বরাভয় মুদ্রারূপে, ডেকে কয়—
"বাছা ভয় নেই, সত্যশিব পদ হ'তে চ্যুতি নেই তব,
এই পদচ্ছায়ে স্বচ্ছন্দে লুটাও !"

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কষিতকনকতা নৌর্দারুভূঃ স্পর্শরত্না
দৃপলতনুরহল্যা স্ত্রীষু রত্নোপমাহভূৎ।
অবরজশবরী বা পক্ষিজন্মা জটায়ু
র্বরমুকুটমণিঃ শ্রীরামপাদাব্জ ধাম্নঃ ॥

দারু নির্মিত যে তরী,
সে তরী কি অদ্ভুত পরশরতন পরশে,
নিমেষেতে হইল কাঞ্চন!
অভিশপ্তা অহল্যা পাষাণী,
কোন্ স্পর্শমণি ছোঁয়া পেয়ে,
নারীমাঝে রত্নোপমা চিরদিন!
অবর কুলেতে জন্ম যার, সেই শবরী বনচরী,
আর তির্য্যক্ পক্ষিকুলে জন্মিয়া জটায়ু,
কোন্ স্পর্শমণি স্পর্শ করি লাভ,
ত্রিজগতে বরণীয় যারা, তাদেরও মুকুটমণি গণ্য হ'ল!
সেই অদ্‌ভুত পরশমণিরে চিনিলে না—
তার নাম শ্রীরামের চরণ কমল পরাগরেণু!
যুগে যুগে ইতিকথা মাঝে,
সে পরশপাথর খুঁজে ক্ষ্যাপা হয়রাণ,
নিভৃতে নিজ মণিকোঠা মাঝে,
খুঁজিলে না একবার, যে তোমার নিজ চিরন্তন!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্পো যোঽনৃজুগঃ খলো বিষধরো যাবচ্চ জীবংশ্চরঃ
শেতেঽধশ্চ বিলে রহো বিচরতো হিংসৈব যস্য ব্রতম্।
শম্ভোর্মৌলিবরে বিভূষণবরো ধত্তেঽপি স স্বর্ধুনীং
মাতুঃ স্বে চ ভুজে হৃতা ভুজগতা তস্যৈব রোষোঽসুরে ॥

যতক্ষণ জীবন ধরিয়া
চরিতেছে সর্প বিষধর।
ততক্ষণ বক্রগতি ধরি,
খল হ'তে খল স্বভাবটি তার ॥
কভু নিরালায় গর্ত্তে বাস,
অতর্কিতে দংশন যারে তারে,
তার ব্রত।
তবু দেখো, শম্ভুমৌলিবরে,
সেও কখনও দোদুল, কখনও বলয়,
হরজটা জালে সুরধুনী,
বিভূষণবররূপে রাখিল বেষ্টিত ॥
আরও দেখ—সেই ভুজঙ্গম,
মায়ের আমার করাব্জ পীযুষ পরশে।
নিজ বক্র ভুজগতা ত্যজি,
কোনো দেবতায় নয়, শুধু ঐ অসুরের বুকে,
রোষস্ফীত ফণা মেলে মৃত্যুবিষশ্বাসে ॥

নয়সি যদি তরীং তে বৈপরীত্যেঽনিলাপাং
প্রভবতু তব যত্নো বাধাঃ ক্ষমো বিজেতুম্।
অনবসরকৃতিশ্চেদ্ ভালঘাতঃ কিমর্থং
পরিকুরু নিজনাবং ত্যাঞ্চ পৃথ্বীং বৃণুষ্ব ॥
(যোগসন্ধানদক্ষঃ)
(সন্ধিসন্ধানশূরঃ)

তটিনীর জলধারা আর গগনেতে বায়ু,
কেউ নয় তব অনুকূল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবু যদি নিজ যাত্রায় আগ্রহী, খোল তরী,
বাধাজয়ে তব কপালেতে ঘাম ঝরিবে প্রতুল ॥
বুকেতে সাহস আর কলিজায় বল,
যদি না পারো যোগাতে, তবে কি করিবে ?
শুধু তটবালুকায়, কিংবা নাও-পাটাতনে,
এ-পাশ ও-পাশ ঘুমাইয়া দিন গোঁয়াইবে !
কিংবা কপালেতে ব্যর্থ করাঘাত করি,
'গোণ' ব'য়ে গেল ব'লে আক্ষেপ করিবে ?
'গোণ' চ'লে যায়, ফের ফিরে আসে—
আরও অনুকূল হ'য়ে—ভুলোনা একথা।
তাই, এই অবসরে, তরীটি তোমার,
ভালমতে দেখেশুনে ঠিক ক'য়ে রাখো,
ভরসায় বুক বাঁধি, রাখি ঠাণ্ডা মাথা ।।
ঐ যে—দেখিতে দেখিতে আসিতেছে 'গোণ',
অনুকূল স্রোত, সহায় বাতাস।
তবে, আর দেরি কেন বলো—'জয়দুর্গা' ব'লে,
খোল নাও, সন্ধির সন্ধানী দক্ষমাঝি,
এইবার বাদামটি তুলে, হালে হাত রাখি,
ফেল দেখি স্বস্তির নিঃশ্বাস !

ভীতিঃ কা মে বদেদ্ যো গুরুচরণগতোঽপ্যন্ত্যজো বংশশিল্পী
সঙ্গী নিত্যং সহায়োঽবতি পথি বিপদীত্যজ্ঝি্ কামোঽস্মি তস্য।
যা দাসী হীনভাগ্যাঽপনয়তি চ রুজং কেবলং পুণ্যমূর্ত্তি
স্তস্যা ধন্যব্রতায়াঃ পদযুগলরজঃ ক্ষালনেঽস্মি ধন্যঃ ॥

খ'ড়ো ঘরের ঘরামি, বাঁশ চিরে চেঁচে তার দিন গুজরান।
হয়তো জাতিতে অন্ত্যজ, বর্ণজ্ঞান হীন, তবু কাজে নাই ফাঁকিটুকু দান ॥
সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের ঘরে কাজ, ঠিক সময়েই আসে, কাজ সেরে নিত্য তার ঘরে ফিরে যায়।
একদিন বিকেল বেলায়, কাল বোশেখীর ঝঞ্ঝাঝড় এই উঠলো বলে—সবে ত্রস্ত আশঙ্কায় ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফাঁকা মাঠে আ'ল ধরে বহুদূর, যেতে হবে তার,
সাঝের ঘোরালো আঁধারে নিজ ঘর।
গৃহস্বামী বলে—'ওগো বাছা, আজ রাতটুকু এখানেই না হয়
থেকে যাও, দেখছো তো, ঘরে ফিরে যেতে বিপদ বিস্তর।।
ঘরামি হাসিমুখে কয়—'বাবুজী, ঘরে ব'সে একাজ তো চলেনা
আমার, তাই রোদবর্ষা ঝড় মোর হ'ল যেন সহচর।'
গৃহস্বামী তবু বলে—নিতান্তই যদি যাবে, একটা আলো লও,
এঁকা বেঁকা মেঠো পথ, আর, বড় যে আঁধার!
তাতেও অ-রাজি ঘরামি, নিজ লাঠিখানা তুলে নিয়ে হাতে,
বলে—'লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে শুধু বিব্রতই হওয়া হবে সারা,
মুনিবেরে প্রণাম জানিয়ে, ঘরে ফিরে চলে, ঘোর দুর্য্যোগের মাঝে,
সেই ভিন গাঁয়ের ঘরামি।
পরদিন সকাল বেলায়, ঠিকমত কাজে এলে সে, ব্রাহ্মণ তাহারে কয়—
'তোমা লাগি বড় ভাবনায় কাল রাত গোঁয়াইনু আমি!'
শান্ত দুটি আঁখি, ঘরামি মুখ তুলে কয়—'কী ভয় ঠাকুর। গুরু যে আমার
সব সময়ের সাথী, গুরু সত্য সত্য সত্য এই মাত্র জানি!'
আড়ালেতে থাকি, শুনি তব এই তিন সত্যি-দেয়া বাণী,
এক স্থবির 'সন্ন্যাসী.' কি গোপন কথাটি কহিল তোমারে,
তাকি তুমি শুনিলে ঘরামি?
"টেনে ফেলে 'তেয়াগীর' যত সব ভেকভুষা,
তোমা ঐ ধূলায় ধূসর পদযুগ সেবিবার ভাগ্য যদি
দিত মোরে বিধাতা লেখনী"!
গেরস্ত ঘরের বউ অল্পবয়িসী,
এক ভদ্র ঘরে করে দাসীপনা।
সিঁথিতে সিঁদুর তবু ভাগ্যহীনা, বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ছিম ছাম কাজকর্ম
চাল চলনেতে নেই এতটুকু বেহায়াপনা।।
এই সেদিন বিকেলে, কাজ সাঙ্গ করি,
বলে- চোখে মোর লেগেছে বুঝি বা দেশজোড়া ব্যয়রামের হাওয়া!
ঘরে ফিরে গেল, এদিকে তো ভদ্রগিন্নী ভেবে হন সারা,
ঝিয়ের অসুখ হ'ল কী ক'রে কী হবে ইহাই ভাবিয়া।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজেরো অসুখ, তারপর, ছেলেমেয়ে দুটি, তারাও রোগা,
ভারি কাজে কম্মে মোটেই গা সহ্য তো নয় !
ঠিক সকাল বেলাতে ঝী আসিয়া হাজির, গিন্নির স্মিত
বিস্মিত দৃষ্টিপাতে বলে—
"মা, আমার চোখের অসুখ বেমালুম নিয়েছে বিদায় !"
হ্যাঁগা, তাই নাকি, বলো কোন ডাক্তার দেখালে, সে ডাক্তার
সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, মা শুধান তায় ।
দিন খেটে খাই, ডাক্তার কোথায় পাব মা—ঐ শেতলাতলার মাটি শুধু
চোখে বুলাইনু,
আর চোখ সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় ।
এবারো আড়ালে থেকে সেই গেরুয়াপরণে 'সাধুবাবা'
দাসীটিরে সকাতরে কয় কাণে কাণে ।—
"মা-টি শোনো, তুমি তো ধন্যা আছো আপন খাঁটি বিশ্বাসের
মহিমার বলে,
ভাব নিষ্ঠাহীনে, এই ভাব ভিখারীরে, করিবে না তুমি ধন্য,
তোমা ঐ পদযুগরজ: আঁখিজলে ধোয়াইবার ভাগ্যটুকু দানে !"

———

আম্নায়—গ্রন্থাগার,
অরবিন্দ, কাশী
বারাণসী-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নক্তং ঘোরে বিদীর্ণ কথমিব গগনং রোদনেন ত্বয়োচ্চৈ
র্গীনং কিং রোদনং স্যাৎ কথমপলয়সি প্রত্যবাদীৎ সা হসন্তী।

(যে)

আর্ত্তৌ যদ্ রোদনং তন্ ননু রুতিমুখরং ছদ্মহাস্যে বিকারে

(ব্যঙ্গ)

সম্বন্ধে সামরস্যং রুদিতহসিতয়ো র্যো ন মত্তঃ স বেত্তি ॥

ঘোরা যামিনীতে নিদ্রালস কাণে
এলো কোথা হ'তে,
গগন ফাটানো ঐ একটানা আর্ত্তনাদ !

পাশের বাড়ীতে কেউ বুঝি মারা গেল ? কৈ—পাই নাই তো
সেরকম কোন সঙ্গীন সংবাদ !

না—না, তাতো নয় ; ঐ যে ওধারে রাস্তায় ব'সে তারস্বরে কাঁদে
এক নারী আলু থালু বেশা।

কাছে যেয়ে শুধাই তাহারে, কেন বাছা ফুটপাতে ব'সে, এত রাতে
কেঁদে তুমি হ'তেছ' বিবশা ?

অট্ট অট্ট হেসে কুটপাট, বলে —কোন্ দুখে কাঁদতে যাব আমি,
নিশুতি রাতেতে আপনার মনে, হাসি আর গাই
এই মোর নেশা !

ভালো এক পাগলীর পাল্লায় প'ড়ে, শেষরাতের মিঠে ঘুমরত্তি
খোয়াইনু বুঝি !

এই ভেবে ঘরে ফিরে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে, মাথাটারে
ঠাণ্ডা ক'রতে চাই সোজাসুজি !

কিন্তু সাচ্চা বলো—সত্যি ঠাণ্ডা হবার মতো ঘাড়ে ঐ মাথাটা,
আছে কি তোমার !

গভীর আর্ত্তিতে, ব্যথায় রোদন কভু মূক কখনো মুখর, এতো জানা
আছে ভবে সবাকার !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু, কেবল কি ঐ পথের বাতুলে, সে মূক বেদন, ঐরূপ ব্যঙ্গ হাস্যে
(ছদ্ম)
হইল মুখর!
আপন অন্দরপানে কাণ পেতে শোনো, ঐ তো—কান্নায় হাসিতে;
রোদনে ও গানে, পাল্লাপাল্লি করে নিরন্তর!
তুমি ঘরের খবর খাসা লুকাতে শিখেছ বুঝি তাই না, ভাবো,
ও মাগীটা আকাট্ পাগলী।
ওর মতো ঘরের খবর ফাঁস ক'রে নিলে নিতান্তই চলে না
যে এ হাটেতে ঘরগেরস্তালী!
তাই, শোনো ভিতরের ধ্রুব শান্ত সত্যবাণী,
"হাঁসিকান্না—এ দোঁহার লুকোচুরি, পাল্লাপাল্লি
দেখে, 'আপনা" 'সাচ্চা আমিটি' ভুলিয়া,
এ ভবের খেলায় হ'য়োনাকো কেবলি বাজিমাৎ।
আপন গভীরে সর্বদ্বন্দ্ব সংঘর্ষেরে তলে, নিরন্তর খোঁজো,
খুঁজে চলো—
সেই হাসিকান্না, সুখদুঃখ, এ সবের সামরস্য ঠাঁই,
যার মাত্র পরশটি পেলে,
তব চোখে মুখে ফোটে একমাত্র বোল—'সব কুছ্ ঠিকই হ্যায়—
কেয়াবাৎ'॥

———•———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ষাম্বুপ্লাবনে তে সকলসহকৃতা বারি বধ্নাতি চেষ্টা
ধৃত্বা কুদ্দালকং ত্বং স্বয়মতিমতসে ক্ষেত্রসেচায় শৌণ্ডো।
জোষং সজ্ঘাতশক্ত্যা বিপদপনয়নং বাত্মশক্ত্যা কদাচিদ্
দুর্য্যোগোঽপি প্রকামং ভবতু তব সুহৃৎ কর্ম্মযোগে সুযোগঃ ॥ ১
সমবেতাং বিনা চেষ্টাং গেহদাহো ন শাম্যতি।
স্বীয়যত্নৈকসাধ্যং তে বস্ত্রাঞ্চলাগ্নিশাতনম্ ॥ ২

(শাসনম্)

বর্ষাম্বুপ্লাবনে তব ক্ষেত্রগৃহাঙ্গন
সবি জলে জলময় যবে।
বাঁধ বাঁধি, কিংবা খাল নালা কাটি,
তায় ঠেকাইতে একার চেষ্টায় কি হবে?
কিন্তু, তব ধানখেত গৃহকূপ যবে শুখাইয়া মরে,
তখন আপন হাতে কোদাল লইয়া,
বারি আনি তারে বঁাচাইতে, তোমাকেই হ'বে॥
জীবনে সাধনে কখনও বা সমব্যথী সকলের সাথে
কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া হ'তে হবে আগুয়ান।
কখনও বা নাই তার অবসর অথবা সুযোগ,
আপনিই আত্মশক্তিতে নির্ভর হ'তে হবে যত্নবান
মহিষাসুর বধের বেলায় চণ্ডিকা যেমন,
দেবগণ সমূহ মূর্ত্তিটি ধরিলা।
শুম্ভাসুর বধ উপক্রমেতে আবার,
নিজ সকল বিভূতি আপনায় সম্বরিলা॥
তাই বলি—হে উদ্যোগী কর্ম্মযোগিন্!
যতই ভয়াল হোক্ আপাত দুর্য্যোগ।
যুদ্ধক্ষেত্রে সেই বীর অর্জুনের মতো, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সহায়,
মহারিপু যে দুর্য্যোগ, তারে ক'রে নাও;
একান্ত সুহৃৎ সুযোগ। ১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তোমা গৃহ চালে দাউ দাউ আগুন নিভাতে,
হইবে উদ্যোগী পাড়াপরশী সবাকারে ডাকি।
তব বাসাঞ্চলে আগুন ধরিলে,
ছাড়ি মিছে হাঁকডাক, আপন চেষ্টায়,
সদ্য সদ্য তারে নিভাইবে না কি? ২ ॥

স প্লাবিনি রিপূচ্ছ্বাসে সতাং সমাশ্রয়ো বলম্।
ক্ষুদ্রে হৃদয়দৌর্বল্যে ত্যক্তোত্তিষ্ঠত তু স্বয়ম। ৩

সব বাঁধ ভাঙ্গা তোড়ে গর্জ্জে এল যবে রিপুভয়,
তখন, সন্তমহাজন যাঁরা তাঁদের পদতরণী
সমাশ্রয় বিনা নাইকো সম্বল।
কিন্তু আপনার অন্তস্তলে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য
আকারে আসে যেবা চোরা রিপুভয়।
তারে নিবারিতে, কুরুক্ষেত্র সমর উপক্রমে,
অর্জুনের মতো, তোমাকেই আত্মবলে, সে দৌর্বল্য ত্যজি
বর্মে বুক বেঁধে দাঁড়াবার তাঁর সেই বাণীটিই বল ॥

বিহায় পূতিগন্ধং ভজতি পরিমলং মধুনিট্ ফুল্লপুষ্পে
দদাতি তৃপ্তিতোয়ং নভসি জলমুচামুদয়ো নির্বিশেষম্।
সুধাংশুকৌমুদী মোদয়তি কুমুদিনীং রবিভাঃ পদ্মিনীং বা
সমঃ সমীরহিল্লোল পরিবহনতঃ শ্বসতাং শ্বাসবায়ুঃ ॥

পূতিগন্ধ আবর্জ্জনা, তায়, কৃমিকীট রসাল উল্লাস;
কিন্তু সুরভিত পরিমল লভি, মধুকর করে ফুল্ল ফুলের তল্লাস।
ঠিক, তবু দেখ—মুক্ত গগনের মেঘ, তৃপ্তিভরা বারি বরষিল,
কেদারে কান্তারে, সব ঠাঁই, সমভাবে উদার নির্ব্বিশেষ।
নিশায় সুধাংশুকৌমুদী, একি সরসীতে, কুমুদিনী প্রিয় নর্ম-সখী,
কিন্তু কমলিনী বিরহ বিধুরা,
তায় তরপিতে; বিনা দিবাকর কর, আর
কেবা আছে বল দেখি!
এও ঠিক, তবু দেখ—একি সমীরহিল্লোল ব'হি চারিভিতে,
সর্বপ্রাণ নাসাপুটে হ'ল তুল্য শ্বাসবায়ু!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0- In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেবা যার অভিরুচি ল'য়ে মাগে, খুঁজিয়া বেড়ায় নানা ঠাঁই,
তার আত্ম-আপ্যায়ন ;
কিন্তু এত সব বহুমুখী বিবাদী অন্বেষণে,
কেন ভুলে গেলে, সে চির উদার, বিপুল মহান্,
সমভাবে, সবা তরে, যার সব প্রাণ ভ'রে দেয়া
চির স্নেহদান !

হা দেহো বনিতাত্মজো ধনযশোভাগ্যামিতি ক্রন্দসে
শ্রুত্বা শৈলকুটেঽপি কম্পনমহো দৃষ্ট্বা ঝরী লজ্জতে। (ব্যাকুলা)
যো মাতা চ পিতা সখা চিরসুহৃৎ সর্ব্বার্থকল্পদ্রুম
স্তস্মৈ হা ন কথং হৃদো বিগলিতো নেত্রাশ্রুবিন্দুস্তব ॥

হায়! এই দেহ বলি, জায়াসুত বলি, ধনযশভাগ্য বলি—
হ'লে কেঁদে কত সারা !
তব আর্ত্তিনাদ শুনি শৈলশিখরও ওঠে কেঁপে,
দেখে চোখে কান্নার বহর, উছল নির্ঝর মরে লাজে !
কিন্তু বলো, যেবা একাধারে একমাত্র তব মাতা পিতা সখা ও সুহৃৎ
চিরতরে, সর্বার্থের যেবা সত্য কল্পতরু,
একবার তাহারে ডাকিতে—
একটি ফোঁটা হৃদয় নিঙড়ানো নয়নাশ্রুপাতে,
তুমি কেন এতই কৃপণ, এত অবলা বেচারীর সাজে !

পাদম্ভোজপরাগরেণুসুরভিঃ পাপমাময়ে ভেষজং
কিং তর্হি ক্ষণমেকমুত্থিতমনা নো যাসি দুষ্টব্রণাৎ।
মন্দোঽহং মলালপ্তপক্ষযুগলঃ ক্লেদেম্বিতি ক্রন্দসে
ধ্যায়েঃ কিং ন সতাং ক্ষণং পদসরঃ-পূতাম্বু ধৌতৈর্মলম্ ॥

হে মনমক্ষীটি আমার,
জানো নাকি, তাঁর পাদাম্ভোজ পরাগ সুরভি
সর্ব পাপমাময় সারাবার একমাত্র অমোঘ ভেষজ।
তবে কেন বলো—পচা দুষ্টব্রণ হ'তে,
একটি ক্ষণ তরে, মনটি তোমার তুলিবে না,
যেথা সদা বিকশিত তাঁর দিব্য চরণ সরোজ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"হায় মন্দভাগ্য আমি;
আমার পক্ষদুটি পূতি-পঙ্ক মেখে, সেঁটে গেছে
উড়িব কেমনে-বলো, তাঁর ঐ পাদপঙ্কজ উদ্দেশে ?"
ঠিক, তবু একটি বারও স্মরিবে না,
সে পাদপঙ্কজ বিলাসী যাঁরা সাধুসন্ত,
তাঁদের চরণ সরসি পূতনীর ;
যার শুধু স্মরণেও তোমা পূতিপক্ষ, পূত হবে, মুক্ত-দীপ্ত
হবে, একটি নিমেষে॥

তব কৃতিমনপেক্ষ্য স্বীয়মূর্ত্তিং প্রদায়
পরমকরুণয়া তে মন্দিরং চেৎ পুনাতি।
কথমকৃপণসেবা-ভক্তি-গন্ধাঢ্য-ধূপৈ
রনলস-চরিতার্ঘ্যৈঃ শোধয়ের্ন স্বভাবম্ ॥

এতটুকু চেষ্টা তব নাই,
তবু দেখ—অহেতুক পরমদয়াল।
নিজ শ্রীমূর্ত্তিটি করে নিয়ে,
তব মন্দির পবিত্র ক'রে এলেন ঠাকুর।
তুমি অকৃপণ সেবাভক্তি—
ছুয়ে সুরভিত ধূপে সাঁঝ ও সকাল।
অনলস চারু চর্য্যা অর্ঘ্য দিয়ে,
নিজ ভ্রষ্ট স্বভাবের শতগ্লানি করিবে না দূর।

(ত্যাং)

শ্রদ্ধাবেদৌ সমানীতাঃ সমিধঃ সর্বকর্মণাম্।
অধ্যাত্মস্রুবয়া প্রাস্তং স্বভাব এব যদ্ হবিঃ।
'স্বো ভাবস্তং স্বভাবস্থ বহ্নিসখোঽনিলঃ কৃপা ॥

আপনার শ্রদ্ধাবেদী,
তাতে যতনে সাজাও, সর্বকর্ম; সমিধের মতো।
তোমার আপন স্বভাবে,
অধ্যাত্মস্রুবায়, জ্ঞানদীক্ষাদীপ্ত সে সমিধে,
অভিস্রুত করো আহুতির মতো।
তার ফলে, স্বভাব 'স্বোভাবঃ' রূপ হবে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন বুঝিবে, বঙ্গিসখ অনিলের মতো

তাঁর কৃপা চিরন্তনী কতো !

কার্পণ্যং তে যদাস্তে নিয়তমুপচিতং বিত্তলৌল্যাং স্বগেহে (ভাণ্ডে)
যক্ষ্মাব্যাধিস্বরূপং বিশরতি নিতরাং তেন চিত্তং সদা তে।
চিত্তস্যাঙ্কুঞ্চনাত্তে বিরমতি চ মতিঃ পূজ্যপূজাদিকৃত্যে
কিং তর্হি ব্রূহি লাভো মণিময়নিগড়শ্বাসরুদ্ধস্য জন্তোঃ ॥
(কনকবলিতক্ষৌমপাশে স্বকণ্ঠে) ॥ ১

যাসি ক্ব ব্রহ্মবর্চোবলিতবরতনো কাননাদ্ ব্যাসসূনো !
তুল্যোপাদানহান !   নগরমভিমুখং ধাবসে ত্বং কিমর্থম্।
(ক্ষিপ্রপাদঃ)

"কৌপীনং মেহস্তি বৃক্ষে জলতি চ মিথিলা রক্ষণে তস্য যামি।
দগ্ধায়াং স্বর্ণপুর্য্যাং কিমপি দহনভাগব্যয়োঽদাহ্য আত্মা ॥ ২

হে কৃপণ !   তুমি তো তোমার ভাণ্ডারে,
কত ক্লেশ সহি, পুঁজিটি তোমার ব্যস্ত বাড়াইতে।

কিন্তু, একটিবারো ভেবেছ কি,
ধনলৌল্য এই যে তোমার,
যক্ষাব্যাধিটির মতো,
দিবানিশি চিন্তাজর হ'য়ে তোমায় জারিছে ?
চিত্ত দিন দিন বুকটার মতো হ'য়ে সঙ্কুচিত,
শ্রেয়স্কর পূজ্যপূজাদিতে মতি তব রত ছিনাইতে।
এই যদি হ'লো, তবে বলো কি লাভ তোমার,
পশুর মতন মণিময় শিকলেতে রুদ্ধ নিজ কণ্ঠশ্বাসে ?
অথবা, সোনার জড়োয়া ক্ষৌমবাসে ফাঁস দেয়া কণ্ঠ দেশে ?
"অহে ব্যাসনন্দন শুক,
ব্রহ্মবর্চে উদ্ভাসিত তনুটি তোমার,
বন ছাড়ি ত্রস্তব্যস্ত কোথা ছুটে যাও বলো দেখি ?"
ধাবমান শুক, একটিবার মুখ ফিরাইয়া বলে—
"মিথিলায় জ্বলেছে আগুন, কৌপীন আমার সেখানেতে বৃক্ষে
আছে শুকাইতে দেয়া—"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ফেরো, শোন এক কথা—স্বর্ণপুরী মিথিলানগরী
যত্তপি পুড়িয়া যায়,
সে দহনে দগ্ধ হবে কি সত্য আত্মা—
যাহা অশোষ্য, অদাহ্য, অব্যয় ব'লে
শ্রুত ও সাক্ষাৎ প্রতীত ?"

অঙ্গং চেদ্ বিমলং সুচারুচিকুরং দূরাচ্ছিশোঃ ক্রীড়তো
দৃষ্ট্বা হৃষ্যতি মাতুরন্তরমতি-স্নেহার্দ্রনেত্রোৎসবে।
ভূম্যাং তং পতিতং রজোবিমলিনং দৃষ্ট্বা তু সা ব্যাকুলা
দাতুং ন্যস্ত-নিজোরসি স্তনসুধাং রোরুদ্যমানে মুখে ॥ ১
দূষণং ভূষণং মাতুরঙ্কে হঞ্চল প্রসাধনাৎ।
গঞ্জনা সান্ত্বনা (বন্দনা) মাতুর্মুখাচ্চ স্নেহচুম্বনাৎ ॥ ২

নিজ করে শিশুটির চারুকেশদাম বিনাইয়া,
নিজ বাসাঞ্চলে করি,
সে নধর অঙ্গ প্রসাধন।
জননী তাহারে গৃহাঙ্গনে,
সাধের খেলাটি সুখে খেলিবারে দিয়া।
গাঢ় স্নেহরসভরা অন্তরেতে,
সেই নেত্রমহোৎসবে, কী হরষ সুধা করে আস্বাদন ! ॥
খেলিতে খেলিতে শিশু মাটিতে লুটালো
বিমলিন অঙ্গ হ'লো ধূসর ধূলাতে।
তখন জননী অমনি ব্যাকুলা,
কেঁদে-সারা শিশুটিরে বক্ষে তুলে নিতে।
আর, আপন অঞ্চলে তার অঙ্গধূলা যতনে মুছাতে
কান্নাভরা মুখটিতে স্তনসুধারত্তি ঢেলে দিতে ॥

(২)

তাই শোনো—দূষণ ও ভূষণ হ'লো মার কোলে তারি
স্নেহাঞ্চল প্রসাধনে।
গঞ্জনা সান্ত্বনা (বন্দনা) হ'লো, মার মুখামিয়ভরা এক সোহাগ চুম্বনে ॥
ধ্বংসে কিংনো নিজকরপুটৈর্দৃষ্ট তৌলায় দণ্ডং
সংস্কারৈর্নঃ। প্রচিতগুণতাধর্মভাগ্ ভোগভারঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈবাগ্যং চেদ্‌তিলঘুলবং (লবঃ) ভোগবৈগুণ্যভারে
ভোগং যোগং কুরু সমতুলং ত্বয়িনিষ্টৈকযোগাৎ ॥ (সর্ব্বমেবত্বদীয়ম)
(কেবলং হ্যাহৃতং তে)

তুমি কর্মাধ্যক্ষ, কর্মফলদাতা—বেদে শুনি ;
ভোগ কিংবা যোগ—যাই করি,
তার যেটি 'অপূর্ব', 'অদৃষ্ট'—তার তুলাদণ্ড ধৃত তব করে।
কিন্তু অদৃষ্টে আমার কি দেখি নিয়ত ?
জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কারচালিত মোর কর্ম,
ক্লেশভোগভার পাল্লাটিরে ক্রমাগত দাবায় গুরুভারে ॥
এও শুনি তুমি লীলাময়,
আমায় তোমার লীলাসহচর করিবে বলিয়া
সংগোপনে আমাতে কোথাও যোগের মিলনের পাল্লাটি পাতিলে।
তাই বুঝি কদাচিৎ কোন এক ফাঁকে, আসে যবে মনে
একরত্তি মিথ্যা ভোগবৈরাগ্য পরশ,
তখন, সে ক্ষণিক মোর যোগ সুখলব, বিয়োগের গুরুব্যথাভারে
দাবাইয়া দিলে !
তাই মাগি, ওগো ভোগ যোগ সর্বস্ব আমার।
ভোগযোগ যাহা কিছু আসে ভাগ্যে, সবি যেন একনিষ্ঠ
তোমা সমর্পণে রহি আমি নিত্যযুক্ত তোমাতেই যোগেশ্বর।
ভোগে যোগ, যোগে ভোগ—দোঁহারে করিয়া একরস,
কভু খরা কভু ছিটেফোঁটা—এ দ্বন্দ্বের পারে, তোমাতেই রহিওগো
ভূমা রসের সায়র।

—০—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্রোতস্বিন্যাস্তটস্থাম্বৃজুসুখগমনাং তে তরীং চেন্ নিনীষুঃ
পারেঽন্যস্মিন্ স্বগেহং বিরম যতমনা ধীরনীরা ন যাবৎ।
যাবদ্ দুর্বারবেগা কুপিতপবনতশ্চোর্মিসঙ্ঘাতঘোরা
তাবত্ত্বং তিষ্ঠ ধীরঃ পরিকুরু তরণীং কর্ণমস্থা বহিত্রম্ ॥ ১
শ্বাসে স্পন্দে চ চিত্তে নিয়তমপি ন বাঽঽবর্ত্তনং দ্বন্দ্বভাজাং
নৈরন্তর্যেঽপি তস্য ক্বচিদুপশমনং বেগবংহিষ্ঠতায়াঃ।
শ্বাসাদীনাং কদাচিদ্ ভবতি সুষমতাঽঽপেক্ষিকী স্বানুভূতৌ
বৈগুণ্যে সত্ত্বসন্ধিঃ প্রভবতু ধৃতধীঃ সন্ধিসন্ধানদক্ষঃ ॥ ২

নদীর এপারে বাঁধা তব তরী,
    এপারের হাটে এসেছিলে করিবারে বিকিকিনি।
তবে সাঁঝগোণে হে রিক্ত পশারী!
    ও-পারে আপনঘরে ফিরিবারে চলেছ এখনি॥
তোমার ঐ স্থির স্নেহ ভালবাসা নীড়,
    ঐ তো ওপারে চেয়ে আছে তোমা পানে ঠিক সোজাসুজি।
কিন্তু, তুমি অবুঝ গরজী অধীর,
    ভাঙ্গা নাও খুলিবারে ব্যস্ত, এইদণ্ডে পারে যাবে বুঝি!
চেয়ে দেখো—নদীবুকে কী বেজায় টান,
    সত্যি, ভাটারই জবর টান, ক্ষেপা হাওয়া জোট বেঁধেছে
        তার সাথে!
এখন ছাড়িলে তরী হবে হয়রাণ,
    কোথা ভেসে যাবে, কোন কূলহারা অতলের মোহনার মাথে!!
তাই, ভাই! বলি শোন, হও ধীর,
    একটু সবুর কর, হাল দাঁড় পাল সবি পরখ কর ভালোমতে।
তারপর, নদী যবে থমথমে হবে,
    ক্ষেপা হাওয়া ক'রে মাতামাতি শোবে আঁচলের পাতে।
তখন, সেই শুভ সন্ধি গোণে, 'জয়গুরু' বলে,
    ছেড়ে দিও তরী, সোজাসুজি ভিড়িবে সে ঘাটে ;

২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘর হ'তে আপনজনটি এসে হাতটি বাড়ালে
তুমি ক্লান্তিহীন হাসিভরা মুখে যাবে নিজ বাটে।
এইবার গুরুমুখে শোন' গুহ্যকথা—
এ আজব কায়াযন্ত্রে শ্বাস আর চিত্ত স্পন্দে গাঁট ছড়া বাঁধা।
তবু বনিবনা নেই তো এঘরে—শুধু 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'!
সুষমে বিষমে, ভালোয় 'মন্দোয়', হানাহানি চলে অবিরাম!
এই নিত্য ঝামেলায়, তুমি বেশ শেয়ানাটি হ'য়ে চোখ বুজে রও,
শুধু ঝুঁটার হিসেবী, ঘরে সাচ্চা কিবা এল গেল তার নাইকো হদিশ!
কিন্তু, হিয়ামাঝে জেগে রন গুরু, তাঁর দৃষ্টি দীপ অনির্ব্বাণ!
শ্বাসে চিত্তে সবতাতে, ঐ যে অতর্কিতে আসে মাঝে মাঝে,
উদাসীন, শান্ত আর ধীরতার ঠাঁই—
সারাক্ষণ 'বেগোণেতে ফাঁকে ফাঁকে,
ঐ যে 'গোণ' কটাক্ষেতে উঁকি দিয়ে যায়—
এত হাঁফ ফেলা দাপাদাপি মাঝে,
কে যেন একরত্তি খাঁটি জিরেনের দেয় স্নিগ্ধ বায়!
ওৎ পেতে রও—ঐ শুভসন্ধির সন্ধানে,
অশুভলগনের মাঝে অমৃত মাহেন্দ্র যোগের যোগানে।
মহাসন্ধিতে পূজায়, 'মা' যেমন কটাক্ষেতে হন সদ্য-আবির্ভূত,
তুমিও ঘরসন্ধিতে কুশলী,
ঋজু-ঋত ছন্দেতে আপন স্বরূপে হও প্রতিষ্ঠিত !!
আর—যতক্ষণ বোঝ সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসে নাই,
ততক্ষণ, তব এই 'নাজেহাল নাও' টিরে দেখেশুনে,
সেরেসুরে নাও ঠিকমতো ॥
কিম্ পুনরুদপানে ক্লিন্নতোয়ে মতির্মে
সদয়করধৃতশ্চেৎ পূতগঙ্গাম্বুনীতঃ।
মধুসুরভিসরোজং প্রাপ্য সদ্যঃ ক্ব যাসি
কৃমিবিলসিতকূপং ক্লেদমক্ষীব ভৃঙ্গ! ॥
কত করুণায় হাতখানি ধরে মোরে,
আনিল যে সে আমারে,
পূতনীরা জাহ্নবীর তটে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবু পোড়া মন,
তেয়াগিয়া স্নিগ্ধ পুণ্যতট,
ক্লেদময় ঘরের সেই ডোবাপানে ছোটে ॥
এই ব'লে—"ঘরে কত কাজ ! নাইকো সময় গঙ্গাতটে শ্বাসরত্তি
নেবার আমার !"
মধুসুরভি কমলে, তার করুণায় অমরার মধুপান ভাগ্যটি যদি বা পেয়েছ,
নানা ছলাকলা ফেঁদে, ছাড়ি সে স্বরগ কমল, ঘরবোলা মাছিটির মতো,
ক্রুমির বিলাস পূতি ক্লেদপানে কেন অতো মরিয়া ছুটেছ' !
এই ব'লে—"হায় মিষ্টি খাঁটি মধুর তল্লাসে ঘরের পচা গুড়টুকু দিনু
পিঁপড়ের পেটে ।"

ঘনঘটাচ্ছন্নযামিন্যাং চকোরঃ কিং জিজীবিষেৎ ।
ক্ষণমাত্রং লসদ্ধাসা ন চেৎ সুধাংশুকৌমুদী ॥১
দর্দ্দুরশ্চাতকো বাপি কালং বঞ্চয়তে কথম্ ।
নিদাঘদাহচূড়ান্তে দামিন্যাশ্বাসয়েন্ ন চেৎ ॥২

ঘনঘটাচ্ছন্ন যামিনীতে, কি আশায় বাঁচিতে চাহিবে চকোরী ।
যদি না সুধাংশু কোনো ফাঁকে, তার পানে কৌমুদী হাসিতে
নাহি চায় ফিরি ॥১
নিদাঘদহনজ্বালা যখন চূড়ান্ত, শুষ্কবারি পঙ্কেতে দর্দ্দরী রুক্ষবৃক্ষশাখে
অথবা চাতকী,
কি আশায় কাল গোঁয়াইবে, যদি সীমন্তে সিঁদূর সৌদামিনী, চকিত ইঙ্গিতে,
শ্যামজলধর বঁধুয়ার তার না হইবে অভিসার দূতী ॥২

কৃপণমুদপানং বাধনিবহপরিবেষ্টিতং
শুষ্যতি খরগমণিপীতনিজতোয়ম্ ।
অতিবিপুলবারি-রাশিরটনবহুভাষিতঃ
বারিতৃষিতহৃদি, ন কিঞ্চিদপি হৃষ্যম্ ॥১
অপি নিকটবাসে পঙ্কমলিনজললুণ্ঠিতং
সাগরবরমিলনে ন হি বরভাগ্যম্ ।
বৃণু জলদতোয়ং প্লাবিতসকলনিজদৈন্যং
সিন্ধুস্পৃশস্মিতসরিতা সহ সুসৌখ্যম্ ॥২
(সহ সমমৃগ্যম্ ॥)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে কৃপণ ক্ষুদ্র জলাশয়! তুমি তো দেখিতেছি কত শত বাধায় পরিবেষ্টিত হইয়া আছ, আর তোমার স্বল্প সলিলটুকু নিদাঘের খররবি পান করিয়া শুখাইয়াও দেয়। তখন যদি কেহ আসিয়া তোমার কানে বহুবার শোনায় বিপুল বারিরাশির স্বমহিমায় রটন, তবে বল সে বাণী শুনিয়া তোমার বারি-তৃষিত প্রাণ কি একটুখানিও জুড়ায়? কৈ তা তো জুড়ায় না! আবার যদি সেই বিপুল বারিরাশির নিকটে গিয়াও তুমি বাস কর; আর আপন পঙ্কমলিন জলটুকুতে লুটাইয়া পড়িয়া থাক তবে বল—তাতেও কি সাগরবরমিলনে যে বরভাগ্য সেটি তোমার মিলিবে? না, তাতো হইবে না বুঝিতেছি। তবে আমি কি করিব বল! সাগর যখন সজল জলদরূপে উত্থিত হইয়া তার বারি বর্ষণ করে তখন, আপন সকল দৈন্য কার্পণ্য ভাসাইয়া দিয়া অঝোর বারিদ বারি বর্ষণকেই বরণ কর না কেন! বরণ করিলে কি হইবে বল? সিন্ধু অভিসারিণী যে সরিৎ আপন দুটি তটের বন্ধন হারাইয়া অসীম সিন্ধুবক্ষেই সুশায়িত হইতে চলে, সেই সিন্ধুগামিনী সরিৎ এর সাথেই তোমার সখ্য এবং তজ্জনিত সৌখ্য অবশ্যই হইবে! অতএব তুমি সকল প্রাণ দিয়া চাও—কিসে গগনের অকুণ্ঠ উদার বর্ষণে তোমার সকল দৈন্যের গণ্ডী ভাসিয়া যায়! আর তুমি তোমার ক্লিষ্ট স্বল্প পরিসরটি ছাপাইয়া সিন্ধু গমনা সরিতের সাথে সখ্য পাতাইতে পার!

বদ্ধে কূপে যদি নিবসনং কণ্টকে পঙ্কতল্পে
কূপাধস্তে নিয়তবহনা ভোগবত্যম্বুধারা।
বাসশ্চেত্তে সরসি কৃপণে বারিদাম্বু প্রকামং
স্রোতস্বিন্যাং প্রচুরমিলিতং বারি চান্যোপনত্যাঃ ॥১

কূপে পঙ্কাদিজনিতমলং স্বাত্মকৃত্যাপসার্য্যা
কর্মাপাস্তং প্রকটিতফলং ফল্গুকারুণ্যমন্তঃ।
বৃষ্টিঃ সাক্ষাৎ পরমকরুণা বারিদঃ সদ্গুরুর্যো
মিত্রং যা তে হ্যুপকৃতি সরিৎ যোজয়েদ্ যৎ সুযোগ্যম্ ।২

কর্মদোষে হে জীব! তোমার নিবাস যদি বদ্ধ কূপে কণ্টকাকীর্ণ পঙ্কশয্যায় হইয়াই থাকে, তবে সেজন্য হতাশ হইও না; কেননা তোমার কূপের অধঃস্তলে ভোগবতীর ফল্গুধারা নিয়ত বহমানা রহিয়াছেন। যদি বল ঠিক বদ্ধকূপে আমি তো বাস করিনা, ক্ষুদ্র এক সরোবরে আমি বাস করি, তবে তোমারই বা হতাশ হইবার কারণ কি? কেননা তুমি যাহাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুকাইয়া না যাও সেইজন্য গগনের বারিদ তোমার সরোবর বারি বর্ষণে ভরিয়া দিতে তো সদাই প্রস্তুত। আবার যদি বল আমি কূপেও নয় তড়াগেও নয়, কোন এক স্রোতোস্বতীতে বাস করি তবেই বা সে স্রোতস্বতীর শুকাইয়া মরিবার ভয় কি? তুঙ্গ গিরি তুষার বিগলিত হইয়া কত না উপনদী হইয়া আসিয়া তোমাকে ভরণ করিবে!

আচ্ছা, কূপে পঙ্কাদি নিমিত্ত যে মল সঞ্চিত রহিয়াছে সে মলের অপসারণের নিমিত্ত তোমাকেই উপযুক্ত কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যার ফলে সেই পঙ্করূপ প্রকটিত মল বিদূরিত হইতে পারে এবং সেইটি হইলে তোমার কূপের অন্তস্তলে চির বহমানা করুণার ফল্গুধারা তোমার কূপটিকে স্বাদু স্বচ্ছ সলিলে ভরিয়া দিবে। আবার শুষ্কপ্রায় তড়াগ যে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে সে বৃষ্টি হইল সাক্ষাৎ তাঁহার পরম করুণা, আর সেই করুণাই সদগুরুরূপ ঘনীভূত বারিদরূপে সমুদিত হইয়া তোমার তড়াগটিকে আবার স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জলে ভরিয়া দিবে। আর শেষকালে গিরি তুষার বিগলিত যে উপনদী আসিয়া তোমার সাথে মিলিত হইবে, সেই উপনদী কি জান? সেই উপনদী হইল তোমার সাধন পথের সহায় ও সুহৃৎ যে মিত্রসঙ্গতি তাহাই। সেই মিত্র তোমার সুহৃৎ এবং সহায় হইয়া তোমার পক্ষে যেটি সুযোগ্য সেইটিই যোজনা করিয়া দিবেন।

প্রবহতু বহমানা হৃৎসরিৎ শুদ্ধবেগা
বিরমতু রমমাণশ্চিত্তভৃঙ্গঃ কষায়ে।
বিশতু নিবিশমান ধীখগী চাত্মনীড়ং
(ধৃতপক্ষা)
জয়তু বিজয়মানা শ্রীপদাঙ্কা পতাকা॥
(যাহনুকল্পা পতাক্ষা)॥

হৃদয়সরিৎ আমার
বহমানা তব অভিমুখে,
শতেকবাধায় আজি শুদ্ধবেগা,
আবারো বহিয়া যাক্ তোমা মিলনের ডাকে।

মোর চিত্তভৃঙ্গ ভুলি মধু তব,
কষায় কুরসে শুধু করিল রমণ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আজ তারে, হে মধুরের মধু,
বিরত হইতে দাও, যায় শুধু মত্ততামরণ!
আমার এই বুদ্ধি বিহগীটি,
ব্যর্থ জল্পনাকুহকে ইতি উতি ধেয়ে,
ধৃত পক্ষপুট, খুঁজিতেছে আজ,
আত্মনীড়, হে আত্মদিশারী। তারে পশিবারে
দাও আপন নিশ্চিন্ত কুলায়ে।
হে প্রভুদয়াল! তব শ্রীপদঅঙ্কিত পতাকা,
মোর সর্ব্বপরাজয়ে, অবমানে,
নেপথ্য যার বিজয় গৌরব,
সে,করুণা পতাকা আজ মোর
সারাপ্রাণ অঙ্গীকারে রচিবেনা তব
চির সমুদ্দীপ্ত বিজয় বৈভব!
(স্বভোগশেষ) (ভুক্তাবশেষ)
(পর্য্যুষিতেন) ভোগেন ভস্মশেষেণ ধূপতঃ।
ধূমশেষেণ দীপেন কৃতমিষ্টার্চনং ত্বয়া ॥ ১
শ্রেয়শ্চেদ্ বঞ্চিতং নিত্যং শিশ্নোদরনিষেবণাৎ।
জানীহি বঞ্চনা সা তে নিতরামাত্মবঞ্চনা ॥ ২
তব ইষ্টদেবতা সম্মুখে,
সাজাইয়া পর্য্যুষিত তুচ্ছ ভোগরাগ।
ভস্মশেষ ধূপদানী, আর,
ধূমশেষ আরতির দীপে করিলে তো
দায়সারা ইষ্টের অর্চনা।
কিন্তু একটিবার ভাবিলে কি,
তব এই ভূয়া ফাঁকি ইষ্টপূজা,
কোন্ যোগ-বিয়োগের কাঁচাখাতা হ'তে
বসাইল তব, নিট পাকা খাতে, যেটি
সাচ্চা যোগ!
অসংযত শিশ্নোদর নিষেবণে,
যদি সত্যিকার প্রেয়োবস্তু করিলে বঞ্চনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে ঠিক জেনো, সে বঞ্চনাটি তব,
একান্তই তব নিজ খাঁটি-আত্মপ্রবঞ্চনা ॥

রসয়সি রসস্থনির্ঝর! রসনাং মম নীরসাং
কলয়সি রুচিনবাঙ্কুরমরুচৌ মম নামনি।
লসয়সি মনসি সুন্দর-কুসুমাং রতিবল্লরীং
ফলয়সি মদনভঞ্জন বিমলং মধু রাগজম্ ॥ ১

সতাং সঙ্গঃ ক্ষেত্রে সুসারদানং
কচির্নাম্নি প্রাপ্তা প্রদত্তবারি।
রতির্ধ্যানোপাস্তৌ সমীরসেবা
তদীয়ং মৎ সর্ব্বং ময়ুখিনো ভাঃ ॥ ২

হে আমার রস সুনির্ঝর! আমার এই বিরস বিষয় রস ভোগে নীরস রসনাকে তব রসে সরস করিলে। তার ফলে, তোমার নামে অরুচি আমার চলিয়া গেল! এবং রসনার সরস মৃত্তিকায় তব নামে রুচিরূপ নবাঙ্কুরটিও তুমি কলাইয়া দিলে! এত গেল রসনায় রসায়ন। মনের মাটি তো রসনার মাটির তলায়! সেখানে কি করিবে তুমি? রসনায় দিলে রুচি, আর মনে কি দিলে? রতি। মনের সরস মাটিতে রতি লতিকা কি সুন্দর কুসুম সম্ভারে সাজাইলে তুমি। কিন্তু হে আমার পরম-সুহৃৎ! কুসুমের সেই রূপসজ্জার আড়ালে কি মধুরের মধু ফলটি ফলাইলে তুমি বলো?

সে ফল হইল—সম্ভোগে মত্ত করে যে মদন, সে মদনের ভঞ্জন (অর্থাৎ, ইতর কামগন্ধহীন), রাগজ যে সুবিমল মধু, কিনা, শুদ্ধপ্রেম প্রীতি তাহাই। এই শুদ্ধ প্রেমের বড় আর কিছু নাই।

আচ্ছা, ক্ষেতের উপমা দিতেছ। এখন, ক্ষেতে সুসার দিতে হয়; আপন যত্ন লব্ধ বারিও সেচন করিতে হয় (যতক্ষণ ভাগ্যে বারিদের বারি বর্ষণ না মিলিতেছে); নিখিল প্রাণীর প্রাণ যে সমীরণ, তারও সেবা মিলাইতে হয়; এবং সর্ব্বপ্রাণের উৎস ('ভুবনস্য রেতঃ') যে প্রত্যক্ষ ভগবান্ ভাস্কর (ময়ুখী), তাঁরও ওজোময় কিরণ নিষ্ণাত হইতে হয়।

এই চারিটি যথাক্রমে—(১) সতাং সঙ্গঃ—সৎসঙ্গ; (২) তৎপ্রসাদে লব্ধ নামে ও সাধনে রুচি; (৩) অন্তরে ধ্যানোপাসনার যে রতি; (৪) 'আমার সর্বস্বই তোমার'—এই একান্ত অনুরাগময়ী প্রীতি তাঁহাতে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুচিসৌরভে! রুচিগৌরবে! শৃণু শেফালিকে!
বৃন্তে তব পীতভাঃ পীতবাসসোঽনুরঞ্জনম্।
লঘুগুঞ্জিতং মধুবাঞ্ছিতং ন হি তে রোচকে
চাঙ্গে তব শুভ্রধাম দন্তভাসোঽনুবিম্বনম্॥ ১
ন সহসে নিজ ভাব-তরুষু তব ত্রোটনম্।
প্রবৃণুষে ভুবি ভক্তপদরজসি লুণ্ঠনম্। ২

শেফালিকে! তুমি তো শুচি-সৌরভা এবং রুচি-গৌরবা দেখিতেছি। শোন, তোমাকে একান্তে একটা কথা বলি—তোমার বৃন্তে যে পীত আভা সেটা হইল যিনি পীতবাস তাঁর বাসেরই অনুরঞ্জন অর্থাৎ সেই পীতবাসের অনুরাগেই তোমার বৃন্ত অমনধারা সুন্দর পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। আবারও শোন—তুমি তো চপল ভৃঙ্গের গুঞ্জন আর তার একরত্তি মধু কামনা ভালবাস না; কি-না সে দুয়ে তোমার রুচি নেই; এই জন্য তোমার শুচিশুভ্র অঙ্গে যে শুভ্রকান্তি সেটা হইল সেই মদনমোহনেরই মুক্তাধবল দন্তপাঁতিরই ছটায় অনুবিম্বিত। আবারও বলি শোন—তুমি তোমার আপন ভাবতরু থেকে কেউ তোমাকে ছিঁড়িয়া লউক এটা চাও না। এইজন্য তুমি নিজেই ভূতলে লুটাইয়া পড়, ভক্তরসিকের পদরজঃ যেখানে পতিত!

চিত্রং বর্ণালিকুহকং তনোতি যদুপলং তটে সৈকতে
মুক্তামাণিক্যরজতভ্রমেণ কিমটসি দ্রুতং বাতুল!
সিন্ধৌ গাঢ়ং ন গমনং বিনা মণিবরঃ করে লভ্যতে
যস্য স্পর্শাৎ কনকতাং চ যাতি তদুপলং মণি-ব্যাকুল!!
শ্রীরামপাদাব্জপরাগরেণুং
স্পৃষ্ট্বাঽপ্যহল্যোপলদেহমুক্তা।
রামেতি রত্নাকর এব নাম্নাঽ
ভূদ্ দেববন্দ্যোঽপি কবির্মহর্ষিঃ॥ ২

রত্নাকরের সৈকত বেলাভূমিতে ঐ উপলখণ্ড (দিনমণি ও চন্দ্রমা কিরণে) কি বিচিত্র বর্ণালিকুহক বিস্তার করিয়াছে! হে বাতুল! তুমি সেই কুহকে মণিমাণিক্যরজতাদিভ্রমে পতিত হইয়া সে উপল কুড়াইতে দ্রুত চলিয়াছ দেখিতেছি! কিন্তু হে মণিব্যাকুল! তুমি জান কি—ঐ সিন্ধুর 'অতলে' গাঢ়ভাবে ডুব দিতে না পারিলে তো কোনমতেই সে মণিবরটি করগত হয় না, যে স্পর্শমণির স্পর্শমাত্রেই তোমার কুড়ানো আবার ফেলে-দেয়া ঐ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপলও সদ্য কাঞ্চন হইবে। কেন বল ক্ষ্যাপার মতো তপ্তবালুকায় পরশ-মাণিক খুঁজে খুঁজে সারা, চকচকে পাথরের নুড়ি কুড়াইয়া হয়রাণ হইতেছ।

পরশমণি? শোন নাই কি—শ্রীরামের পদপঙ্কজের পরাগরেণু স্পর্শ মাত্রেই পাষাণী অহল্যা তার উপলতনু থেকে মুক্ত হইয়াছিল। আবার শুধুই কি সাক্ষাৎ স্পর্শ। দস্যু রত্নাকর (তার জড় রসনায়) 'রাম' এই মহানাম নেবার চেষ্টা করিয়াই দেবতাদেরও বন্দ্য আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি হইলেন—ইহাও শোন নাই, পাথরের নুড়ি-পাগল, অথচ পরশরতন-কাঙাল, ওগো আমার অবুঝ-সেয়ানা না ঘরের না পরের 'আমিটি'!

জিহ্বা যদি নামরসেন ন সদা সুমিষ্টা
প্রাণা যদি নামজপেন ন সদা সুভদ্রাঃ।
(সদাসুকূলাঃ)।
চিত্তং যদি নামসুধাকররুচো হ চকোরো
ব্যর্থং মম ভেকশিলাদিসদৃশং নৃ জন্ম (জাতম্)।।১

প্রেমা যদি ন মে সর্ব্বজীবেস্বাত্মদৃষ্টা
সেবা যদি ন মে জীবতাং গোবিন্দবৃদ্ধ্যা।
নীরং যদি ন মে নেত্রয়োঃ কীর্টার্ত্তিতোঽপি
মন্যে সকলশৌচাদিকর্ম্ম ক্লেশমাত্রম্।।২

ব্যোমাতীতেঽপি খলু ভাতি খদীপমালা
শান্তাম্বোধৌ চ লহরীচয়মঞ্জুদোলঃ।
মুক্তোঽসঙ্গোঽপি পবনোঽব্জপরাগলিপ্তো
ব্রহ্মানন্দোঽপি নিখিলে মধুকৃৎকুলাম্নী।।৩

(যন্নৈষ্কল্যং তদপি বিশ্বকলাসুসারম্।।)
(যন্নৈষ্কল্য তদপি শম্ভুললাটসোমঃ।।)
ভূষা
চন্দ্রকলাশুতোষে।।

রসনা আমার যদি নামরসে
মজি না হ'ল মিষ্ট প্রিয়ংবদা,
প্রাণানিল নাম জপিতে জপিতে,
যদি না হ'ল সুমঙ্গলা (অনুকূলা)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামসুধাকর গলিত অমৃত,
পান তরে মন যদি না হ'ল চকোর,
তবে ভেক ভস্ত্রা অশ্মসার সম,
নরজন্ম মম শুধু ব্যর্থ বোঝা ভার ! ১

সর্ব্বজীবে করি আত্মদৃষ্টি,
যদি মোর না হ'ল প্রেম সর্ব্বজীবে,
সর্ব্বজীবে গোবিন্দ বুদ্ধিতে,
যদি সেবা না দিলাম ঢালি সবে,
ক্ষুদ্র এক কীটে আর্ত্তি হেরি,
যদি মোর দুনয়ন না অশ্রুতে ভরিল,
তবে, মোর শৌচাদি সকল কর্ম,
শুধু ক্লেশমাত্র, আর কোন্ কাজেতে লাগিল ! ২

ব্যোমাতীত আমি নিরঞ্জন,
তবু চিদাকাশে ভাসে খদীপের মালা.
শান্তাদ্বৈত অম্বুধি, তবুও
বক্ষে তার ছন্দে দোলা দেবে কত সুষম লহরী.
মুক্ত আর অসঙ্গ সমীরণ
তবু সে বহিবে কত পদ্মমধুপরিমল,
কলাতীত ব্রহ্মানন্দ, তবু নিখিল হৃদয় মধু আহরিয়া.
সে সুপর্ণ কুলায়ী মধুকর,
(যাহা নৈষ্কল্যপরম.
তারে জানি সর্ব্বকলাসারাৎসার,
নিষ্কল পরমশিব,
ভালে তাঁর শোভে চন্দ্রকলা অলঙ্কার ॥) ৩

বিভুবিজয়পতাকা যোচ্ছ্রিতা দিব্যভাসাঃ
বনয়সি যদি নীচৈস্তাং স্বকীয়াপরাধাৎ।
ন তু তব নিজভগ্নস্তম্ভলগ্না হৃতশ্রীঃ
প্রভুপরমপদে সা লুণ্ঠতু প্রাপ্তসর্ব্বা ॥ ১
পুলকিতমপি ধাম্না চিন্নভশ্চন্দ্রিকায়া
বিমলিনমতিঘোরং ধূলিঝঞ্ঝাকুলং কিন্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তমপনয় দয়ালো ! ঘূর্ণিবাতং ভয়ালং
রচয় জলমুচং তং মেহশ্রুপাতৈঃ পদাব্জে ॥
বিদহতি যদি নিদাঘো বল্লরীমুগ্রশ্মি
র্ন পততি যদি বিন্দুর্বারিসেচায় পাত্রাৎ।
(লবমাত্রং বারিভৃঙ্গাররন্ধ্রাৎ।)
ভজসি বিরলপত্রাশ্বত্থমূলং তৃষার্তো
বিরমসি কথমাপ্তুং স্নেহকূপং তদীয়ম্ ॥ ৩
(প্রকামম্)
(গভীরম্)
নিভৃতহৃদয়বৃন্তে বীতবাসপ্রসূনং
পততি কিমু বিরূপং ভূতলে কীটভোগ্যম্।
পততু যদি পতেত্তৎ কালবাধ্যং তদাপ্তৌ
চিরমমলিনকান্ত্যৈ মণ্ডিতে শ্রীকরাভ্যাম্ ॥ ৪
ভজসি সুরধুনীং বা গোমুখীসঙ্গমেষু
স্নপয়সি নিজকায়ং সিন্ধুতীর্থোদকেষু।
সকলকৃতয় এতাঃ কুত্র তৃপ্যন্তি কামং
যদি সুকৃতিচয়াত্তে মঞ্জুষা স্বাস্তি রিক্তা (দীনা) ॥৫

(১)

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি"—
কবীন্দ্রের কণ্ঠে খ্যাত উদাত্ত এ বাণী !
হে বিভু তোমার চিরবিজয় পতাকা
রাখিবারে সমুড্ডীন দীপ্ত সমুজ্জ্বল,
দিলে যদি এই করে, আরো দিলে শকতি বহিবারে,
তবে কেন অবিশ্বাসে, তোমা নিজ দান অস্বীকারে,
নিজ অপরাধভারে, পঙ্গু করে,
ধূলিধূসর গ্লানিমায়, সে বিজয়কেতনে, তুমি নামাইলে।
তবু, অপহৃতাশ্রী সে পতাকায়,
আপনার অভিমান ভগ্নস্তম্ভগাত্রে বাঁধি কেনই বা লজ্জা বাড়াইলে !
প্রভুর পরমপদে একান্ত শরণ,
চরিতার্থ; সবি ফিরে পাবে যেথা,
সেথা, কুণ্ঠাহীন, কেন তারে নাহি লুটাইলে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২)

চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা প্লাবনে, পুলকিত মম উন্মুক্ত অন্তর,
যদি তায় ওঠে প্রভু, বিমলিন অতি ঘোর ধূলিঝঞ্ঝাবায়,
তবে হে দয়ালনাথ !
সে ঘূর্ণিবাত্যারে ভয়াল,
সরাইয়া তারি ঠাঁই রচিবে না.
উৰ্দ্ধে মেঘদাম,
এই মোর আঁখি দুটি অশ্রুপাতে,
অভিষিঞ্চিবারে তব চরণ কমল ?

(৩)

মোর এই জীবন বল্লরী,
উগ্ররশ্মি নিদাঘেতে যবে জ্বলে যায়,
মোর হাতে কুণ্ঠিত ভৃঙ্গারবারি
শুষ্ক বল্লীমূলে দিতে আর না কুলায় ,
রিক্তশ্রমে স্বিন্নকলেবর,
নিস্পত্র অশথতলে তৃষ্ণার্ত্ত লুটায়,
তখন—ভিতর বাহির সব ওষ্ঠাগত প্রাণ !
তাঁর অকৃপণ স্নেহরাশিভরা কৃপোদেক কেননা মাগিলে !

(৪)

নিভৃতে হৃদয়বৃন্তে তব,
সংগোপনে ফুটেছিল ফুল ;
আজ যদি লুণ্ঠিত সুরভি, রূপহীন, সে ফুল ঝরিয়া পড়ে.
তবে, সে কি ভূতলেই প'ড়ে,
কৃমিকীট ভোগ্য শুধু হবে ?
কালবাধ্য যদি তারে পড়িতেই হবে, তবে, সে কেনই না
পড়িবে না, তাঁরি পদে, যাহা লক্ষ্মী, চির অমলা সুষমার রাণী,
নিজ দুটি করে, করেন মণ্ডন, সংবাহন ?

(৫)

তব এই কায়া কত শ্রমে তুমি ল'য়ে চল
ভজিবারে সুরধুনী—গোমুখী হ'তে শুরু করি,
কত কত যুক্ত-মুক্ত বেণী আর সাগর সঙ্গমে ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কতবার তুমি সিন্ধুতীর্থোদকে,
পূরবে, দখিনে, পশ্চিমে নাহাইলে তব তনুটিরে।
তবু এত পুণ্যস্নান তর্পণেতে বল,
কতখানি তৃপ্তি ভ'রে দিলে তব পরাণীরে!
কোথা বা উদ্দেশ সেই শান্ত ঠাঁই,
যেথা সব কাজ, সকল কামনা বলে—তৃপ্ত মোরা,
আর কিছু নাহি চাহিবার।
পুণ্য আর তৃপ্তির যে ক্ষুদকুঁড়া কুড়ায়ে আনিলে,
তোমার আপন অন্তর মঞ্জুষা যদি রিক্তদীন র'য়ে গেল,
তবে, সে সবেতে, তব নিজস্ব ভাণ্ডার, যে উপোসী
কাঙ্গাল তাই র'য়ে গেল!

বধ্নাত্যুগ্রা ভুজঙ্গী দৃঢ়তনুনিগড়ৈঃ কুণ্ডলৈর্যং পিনষ্টি
পিণ্ডং তং ব্যাদিতাস্যা গিলতি কবলিতং জুষ্টকান্তারগেহম্।
(চর্য্যম্)
বিমুক্ত্যৈ সা প্রসন্না ফণিমণিকিরণা শ্রীগুরোর্ভালভাতি
গুর্হ্যং সৌযুম্নমার্গং নয়তি পরশিবং কুণ্ডলী শৈবমূলে॥
(দীপনী নো মহান্ধ্যে॥)

ঘোর এই করাল কান্তারে,
হিংস্র এক অজগর ভুজঙ্গীর বাস।
এ কান্তারচারী যেবা দিশেহারা
তারে গ্রাসিবারে, ভুজগীর বিনিদ্র প্রয়াস॥
হংসহারা পান্থটিরে নিজ
আপাত পেলব বাঁধি তনুর বন্ধনে।
ক্রমে তারে পিষ্ট করি লয়,
চূর্ণ অস্থিপিণ্ড যেন, কুণ্ডলী কসনে॥
সংসার কান্তারে কাল
এই ভুজগীর মায়াকুণ্ডলীর পাশ।
দুঃখজরা মৃত্যুরূপ যাহা,
কোন্ জন চিনি তারে এড়াইল ত্রাস॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুধু কালরূপে কেন দেখ,
　　মরণকুণ্ডলী দেখে শুধু ভয় পেলে।
সে যে শক্তি কুণ্ডলিনী,
　　প্রসন্ন বরদা হ'লে মণিপ্রভাভালে॥
গুরুশক্তি সে কান্তপ্রভায়,
　　সুষুম্নার গুপ্তদ্বার করে উদ্‌ঘাটন।
এ কান্তার হয় সহস্রার,
　　পরমশিবায় শিবে যত্র চির আলিঙ্গন॥
　　(শ্রীরাধামাধবে যত্র নিত্য লীলায়ন)॥

—৹—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মকৃপা পঞ্চকম্

কার্পণ্যং ভাস্বরে কিং কিরণবিকিরণে সর্বতোঽপি ত্রিলোক্যাং
কুণ্ঠা কা বা সমীরে য ইহ নিবসতাং জীবতাং প্রাণবায়ুঃ।
(শ্বাসবায়ুঃ)
মেঘানাং পক্ষপাতঃ কিমু ঘটতি কদা পল্বলে বা সমুদ্রে
সাধূনামাশিষোঽম্বু প্রপততি সুষমং ধারণে পাত্রভেদঃ॥ ১
আশীর্ব্বাদং বৃণীষে যদি কৃপণমতে। স্বাং কৃপাং প্রার্থয়াদৌ
দৌর্বল্যং ক্লৈব্যজাতং প্রথমমপনয় খ্যাতমুত্তিষ্ঠতেতি।
আর্দ্রঞ্চেন্ধনং তে হ্যনলসকৃতিভিঃ শুষ্কমাদৌ কুরুষ
বৈভাং হোমায় সর্বে হবিরনলকরা ইপেক্ষমাণাবরেণ্যাঃ॥২
(যাজকা আহ্বয়ন্তি)
যদ্ধংকুর্বাশিষং তে বদসি মৃদুগিরা পঙ্গুবৎ কায়চিত্ত।
শূরঃ শিশ্নোদরার্থং প্রতিদিনমটনে কুর্দনেভীমকর্মা।
নেত্রে ধারি ক্ষরত্তেমিলিত করপুট। ব্রূহি কিং বঞ্চনায়ৈ
শ্রেষ্ঠং যৎতৎতবেষ্টং, জহিহি কপটতাঃ স্বাত্মবঞ্চকাগ্রগণ্যঃ॥৩
সপদি বিজয়তাং যে হৃন্মঠে সংবিদাভাঃ
স্ফুরয়তু মমভালং স্বীয়পঞ্চপ্রদীপঃ।
(ভালঞ্চান্তরঃ পঞ্চদীপঃ)
বিলসতু হৃদয়ং সে স্বীয়গন্ধপ্রসূনৈঃ
(স্বীয় গন্ধাঢ্যধূপৈঃ)
চিরমকপটভাবো দক্ষিণা মেঽর্চনায়াম্॥৪
(দক্ষিণাস্বাত্মযাগে)
ধমতি বিজয়শঙ্খে রোদিমীবাহতঃ শ্বা
নদতি গুরুমৃগেন্দ্রে গহ্বরং বা বিশেম।
প্রভবতি দিবিভানৌ পেচকোঽস্ম্যন্ধকারে
পততি গগনতোয়ে স্যাং বিলামোদিভেকঃ॥৫
(স্যাং বিলালাপি=ভেকঃ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিভুবনে, আপন কিরণ বিতরণে, ভাস্কর কি কখনো কৃপণ ?
ভূমণ্ডলে সবাকারে প্রাণানিল দানে, কুণ্ঠিত কি কভু সমীরণ ?
বারিবরিষণে, গগনের মেঘে, নেই পক্ষপাত পল্বলে সাগরে।
সন্ত যাঁরা, তাঁদের করুণাবারি, সর্বত্রই ঝরে সমধারে, ভেদ মাত্র
পাত্র আর আধারে ॥১

সদ্গুরু পায়, যদি মাগো আশীর্ব্বাদ হে কৃপণ মতি! তবে, সকলের
আগে, মাগো আত্মকৃপা।
আপন অন্তরে, যে কৃপার বলে, দূর হবে ক্লৈব্য, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য,
দীপ্ত হবে, নির্বাণ-উন্মুখ, আত্ম ভরসার দীপশিখা!
ঐ শোনো, তব মন্দির গম্ভীরায়, বেজে ওঠে, মঙ্গলভৈরব নাদে,
সে শাশ্বত-বাণীর শঙ্খধ্বনি—
"ওঠো, জাগো, কেন প'ড়ে আছো, মিথ্যে মনগড়া অবসন্নতায়, বরণ
করিয়া লও, বরণীয় যিনি, আর, ঠিকমতো
লও আপনায় জানি!"
ভিজা তব হোমকাষ্ঠ, অনলস আপন যতনে, প্রথমেই শুষ্ক করি
লও দেখি তারে।
জীবনবেদীতে তোমার, চির স্বস্তি হোম করিবার তরে, ঐ দেখ র'য়েছেন
প্রতীক্ষায়
—আর ; ডাকেন তোমায়, এ প্রাণ যাগকুশল যাঁরা, সেইসব
মহাজন, হবিঃ, স্রুবা অনল ল'য়ে করে! ২
একি দেখি ভেল্কি ছলকলা! প্রভু মোরে কর আশীর্ব্বাদ বলি, মৃদু নাকি-
-সুরে, তুমি মাগো বর, দেহে আর মনে,
পক্ষাঘাত রুগীটির মতো!
কিন্তু, মহাশূর তুমি, ভীমকর্মা তুমি, শিশ্নোদর ভরণের তরে ;
ধাবনে কুর্দনে, কোনো শক্ত বাধা নাহি মেনে অবিরত!
সন্তগুরু সকাশেতে, চোখ দুটি রগ্‌ড়ে একটি ফোঁটা জল, আর আকিঞ্চনে
মিলিত বিষয়পঙ্কিল করপুট,—এসব, কারে
ছলিবার তরে ?
এ ছলাকলায়, জন্মসিদ্ধ তুমি, জানো নাকি, সে ছলনা তব নিজ
শ্রেষ্ঠ কাম্য যাহা, সেই পরমবরেণ্যে ছলিবারে! ৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেন তাঁতে সমর্পিত মনপ্রাণ, ভক্তটির মতো, অর্চনার তরে, হস্তে মম
দীপ, ধূপ, গন্ধপুষ্প, নৈবেদ্যের থালা।
কিন্তু বলো, এ সব সাজানো উপচারে, সত্যকার কার পূজা করি আমি,
ব্যস্ত অহরহঃ ভরিবারে তুচ্ছ, রাক্ষুসে এ লালসার জ্বালা!
খুলি দ্বার, মানসমন্দিরে, আত্মচৈতন্য আভায়, চির উদভাসিত হোক্
মম আত্মরিপু বিজয়গৌরব!
সমুজ্জ্বল হোক্, আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়, কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি পঞ্চপ্রদীপ
আভায়, মম মোহাচ্ছন্ন ছুটি দিঠি, আর,
মোর চিন্তাসঙ্কুচিত ভাল ম্লানভাব!
আপন মানস নন্দনে, যত সুর সুরভিত ফুলে, আর, ভাবঘন শুচিবাস
ধূপে, হোক্ মোর দেবতার ধেয়ান আরতি,
সর্বজীবে ভালবাসা দানে, হোক্ মোর এ আন্তরযাগে পূর্ণাহুতি ;
আর, চির অকপট ভাব হোক্, এ সকলি অর্চনায়,
দক্ষিণান্ত সর্বস্বান্ত এ যাগ-প্রপূরতি! ৪
একি দেখি তাজ্জব ব্যাপার! যবে তাঁর নিজমুখে বিজয়শঙ্খ হ'লো নিনাদিত,
তখনো যে তুচ্ছ আবর্জনা মাঝে, 'কেঁউ কেঁউ' কেঁদে উঠি আমি,
লগুড় আহত ঐ কুকুরের মতো!
মার পদাশ্রিত, সিংহ যবে করে 'জয়গুরু' এ গুরু গর্জন,
আমি ভীরু শেয়ালের মতো, শশব্যস্ত পশিবারে চাই
আপন গ্লানির গহ্বর!
মুক্ত দ্যুলোকেতে যবে তেজোমহিমায় দীপ্ত বরেণ্য ভাস্কর,
তখন পেঁচাটির মতো খুঁজি নিভৃত অন্ধকার!
সবি ধৌত তৃপ্ত করে যবে অমল পয়োদ অকুণ্ঠ বরিষণ,
তখনো যে আপন ক্লেদময় গর্ত্তটুকু মাঝে,
করি, ঐ ভেকটিরই মতো, মত্ত প্রলপন,
আর কামকেলি প্রমোদবিহার! ৫

'মরা মরা মরেতি' জপতি রসনয়া দস্যুরত্নাকরো য—
স্তথা চ সোঽপি কিং ন ভবতি চিরযশা আদিসূরি র্মহর্ষিঃ।
(আদিসূরিঃ কবীশঃ)

৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তরৌ তরৌ তরৌ চ লঘু চরতি কপি র্লঙ্ঘয়েৎ সোঽপি সিন্ধুং
(চরতি তরুমৃগো)
সহো লঘীয়সোঽপি সুবিপুলমহসে 'রামরামেতি' নাম্না ॥
(সুমহিমমহসে)
সেই দস্যু রত্নাকর, আড়ষ্ট রসনায়, 'মরা মরা মরা' শুধু এই জপে গেল।
তাও ক'রে সেও হোল দেখো, আদি কবি সুরিশ্রেষ্ঠ মহর্ষিমণ্ডলে ॥

যেই কপি এ-গাছে ও-গাছে লঘু লম্ফ মেরে ফেরে, সেই কপি বংশেতে জন্মিয়া
মহাবীর হনুমান্, কার নামে বলীয়ান্ অনায়াসে লম্ফ দিয়ে সিন্ধু উতরিলা ॥

তাই বলি শোনো, ছোট বড়ো, লঘুগুরু, বিচারেতে কেন মিছে মুহ্যমান।
রাম নামে বিশ্বাসের সম্বল মিলিলে, লঘু হ'তে যেবা লঘীয়ান্,
সেও হয় মহান্ হইতে মহীয়ান্ ॥

পূজা ন পূজা বিনা শুদ্ধভাবোপচারং
ধ্যানং ন সত্যং বিনা চিত্তবৃত্ত্যেকতানম্।
নৈবেদ্যদানং বিনাঽপ্যাত্মসমর্পণং ন
সর্বং সমাপ্তং হৃপামম্বুনাথে সমাপ্তৌ ॥ ২

রোগারোগ্য দ্বয়ং মে স্বচ্ছন্দতায়ৈ
যোগাযোগ-দ্বয়ং মেঽস্তু যোগ এব। (নিত্য যোগঃ)
শোকাশোক-দ্বয়ং মেঽস্ত্বন্তঃপ্রসাদো
মোক্ষামোক্ষ-দ্বয়ং মে স্বতঃ সিদ্ধমুক্তিঃ ॥ ২ (স্বতোঽদ্বৈতভানম্)
(স্বতোভূমভানম্)

রোগেঽপ্যরোগী (ঽপি ধীরঃ) প্রত্যগাত্মৈক দৃষ্টি
র্ভোগেঽপি যোগী মুক্তসঙ্গাত্মযুক্তঃ।
বাত্যাভিঘাত-ক্ষিপ্তঃ সিন্ধূর্মিভঙ্গে
সাধিষ্ঠ-কর্ণাশ্রয়-নাবো ন ভীতিঃ ॥ (সাধিষ্ঠপোতাশ্রয়ভাজাং ন ভীতিঃ)
(নির্দ্বন্দ্বপদাশ্রয়-ভাজাং ন চিন্তা ॥) ৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধন্যোঽস্মি শয্যান্বিতঃ কৃতাঞ্জলি
ধন্যোঽস্মি ভাবাৎ পুলকাশ্রুসম্বলঃ।
ধন্যোঽস্মি গঙ্গাম্বুশিলাম্বযাচকো (ধন্যোঽস্মি যাগেন্ধন-কুশাম্বযাচকো)
ধন্যোঽস্মি পাদে মনসাঽপি ষট্‌পদঃ॥

ধন্যোঽস্মি পাদাব্জপরাগষট্‌পদঃ॥ (ধন্যোঽস্মি চিত্তে তদঙ্ঘ্রি লালসঃ)
তৃপ্তোঽস্মি পাদে গলদশ্রুতর্পণঃ॥ ৪

(ত্বস্মৈ)

ধন্যৌ করৌ দ্বৌ কৃতাঞ্জলিস্থিতৌ
ধন্যে চ নেত্রে বহি র্ন ধাবিতে। (বহিরচঞ্চলে)
ধন্যা চ জিহ্বা ন ভেকতুল্যকা (ন দর্দ্দুরায়তে)
ধন্যে শ্রুতী যে রসায়নোৎসুকে॥ ৫ (ধন্যে শ্রুতী আন্তরধ্বনিশ্রুতৌ)
(ধন্যে শ্রুতী নাদসুধাভিষিক্তে)॥

সে পূজা তো নয় পূজা ; নাহি যাতে শুদ্ধ ভাব উপচার
সে ধ্যান তো ধ্যান নয়, নাহি যাতে একতান ভাবটি অন্তরে।
মিছে সেই নৈবেদ্যদান যাতে একান্তই না সঁপিনু আপনারে।
কোন কিছু নয় সমাপন, যতক্ষণ তটিনীর মতো নাথে পূর্ণসমাপন
না হোল আমার। ১

কবে কি ভাবেতে হবে, রোগারোগ্য দুয়েতেই স্বচ্ছন্দতাস্থিতি।
যোগ ও বিয়োগ, দুয়েতেই হবে, নিত্যযোগেরি বিবৃতি।
শোকাশোক দুয়েতেই, আলোছায়া দুয়েরি আড়ালে, রবে অন্তঃ
প্রসন্ন উজ্জ্বল।
বন্ধমুক্তি দুয়েতেই মোর, শিবাদ্বৈত সুখস্বরূপটি আমার, পরিবে না,
খসাবে না কোনই শৃঙ্খল॥ ২

শ্রুতিসিদ্ধ প্রত্যগাত্মায় দৃষ্টি রেখে, অমৃত অভিলাষী
কবে আমি রব রোগেও অরোগী,
আর, নানা ভোগমাঝে, রব মুক্তসঙ্গ নিত্য আত্মযোগী।
বাত্যাবিক্ষুব্ধ সিন্ধূর্মিবক্ষে ভীমোর্মি ভঙ্গেতে, কি ভয় রবে গো আমার,
সার্ধিষ্ঠধ্রুবৈক লক্ষ্য যার, এমন যে পোত, তাতেই আশ্রিত, আর,
শ্রীগুরু কাণ্ডারী যাহার॥ ৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রোগশয্যায় শায়িত, ধন্য আমি বুকে রাখি কৃতাঞ্জলি কর ;
ধন্য আমি, শুধু গাঢ় মৌনভাবে, পুলক আর অশ্রুটি মোর পাইনু সম্বল।
ধন্য আমি, পূত গঙ্গাজল, শিলা, কুশগন্ধধূপ. যাগের ইন্ধন,
কিছুই না যাচিয়া কাহারে
ধন্য আমি, শুধু মানসেতে, তাঁর পাদপদ্ম পরাগ সৌরভে মত্ত, সব ভোলা
যেন মধুকর। ৪

আজ কর দুটি ধন্য হ'ল মোর, হ'য়ে রোগেতে অসাড়, তবু
যুক্ত কৃতাঞ্জলি।
নেত্রযুগ ধন্য হ'ল মোর, পীড়াঘোরে আচ্ছন্ন, শুধু বাহিরেতে ধাওয়া
ছেড়ে, অন্তরের মণিপদ্ম ধ্রুব অন্বেষণে।
জিহ্বা মোর, নিরন্তর দাদুরীর বাচালতা ত্যজি, মৌন ঘন আন্তর
যে মধু তারি আস্বাদনে ;
আর কান দুটি মোর, আজ ধন্য হ'ল, হৃৎকর্ণরসায়ন সে 'ধুন',
সেই 'বংশীনাদধুনে'র সন্ধানে ॥ ৫

রুবন্তি প্রকৃতিপরবশা দর্দুরাশ্চাতকাশ্চ
(আবির্ভাবায় রৌতি হ্রসিতজলমুচাং দর্দুরশ্চাতকশ্চ ।)
হ্যেকে যাচন্তি মেঘং কৃতমরণপণা জীবনং তস্যৈব বারি ।
অন্যে ক্লিন্নাম্বুপ্রসক্তা বিমলিনবপুষো বর্ষণে কেলিকামা
যোগস্ত্যাগব্রতানামবরবিজহতাং ভোগ এবাপরেষাম্ ॥ ১
গচ্ছেদ্ধেয়ং পিকঃ কিং কদশনমভিতো বায়সৈঃ পালিতোঽপি
দূরাচ্চূতপ্রশাখামুকুলসুরভয়ে কূজিতং কোকিলস্য ।
জাতঃ ক্লেদাপ্লুতেঽপি প্রজননজঠরে ক্লেদলিপ্তঃ শুকঃ কিং
প্রব্রজ্যায়ৈ গতেঽস্মিন্ বিচলতি স শুচা যঃ স্বয়ং বেদবেত্তঃ ॥ ২

গগনেতে মেঘ আবির্ভাব যাচিবারে, নিদাঘের দিনে, ডাকে
কাতর মিনতিভরা সুরে, ঐ দুয়ে—দাদুরী চাতকী।
"জলদের জল বিনে আর কিছু না পিব আমি,
প্রাণ যায় যাক্—এই মোর পণ, এসো মোর
জীবনজলদ"—এই ব'লে
চাতকী যে সারা হ'ল ডাকি !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যদিকে দেখো—ক্লেদময় জলাশয়ে বাস, সদা বিমলিন বপু,
দাদুরী মেঘেরে ডাকে, বর্ষাজলে উল্লাসেতে কেলি তার করিতে
কৌতুকী!
তাই জেনে রাখো—অবর, অসার সব তেয়াগিয়া, তাঁরি অমল
যে পাদোদক, তাতেই একমাত্র ধৃতব্রত, যেই একনিষ্ঠ,
সন্ত যাঁরা, তাঁরাই তাঁহাতে যোগযুক্ত, অন্য সবাকারে ভোগের পঙ্কেতে
শুধু রকমারি মাখামাখি।
বায়সের নীড়ে যদিও পালিত, তবু পিক কভু তো যাবে না,
পূতিগন্ধ হেয় আস্তাকুঁড় কদন্নের পাশে।
দূরে কোন্ চৈত্র চূতশাখে, নবমুকুলমঞ্জরীসৌরভ, তাই পেয়ে
কূজনটি তার, শুধু—ঐ মধু সুরভি উদ্দেশে॥
ক্লেদময় জননীজঠরে, আর সবাকারি মতো, জন্মিয়া শ্রীশুক,
প্রথম যৌবনে তেয়াগিয়া গেহ; প্রব্রজ্যায় চলিলেন,
জন্মসিদ্ধ পারমহংস্য পদ প্রতিষ্ঠায়।
পুত্র পাছে পাছে, যেন শোকাকুল চিত, কেবা চ'লেছেন ঐ নিঝুম বনপথে,
বেদ বেদ্য যিনি, সেই মহাযোগী মহাজ্ঞানী বেদব্যাস, নয়?
একেরে কোকিল, অপরে বায়স, তুমি বলিবে না ঠিক;
তথাপি কুলায় সঙ্গদোষে, ঠিকেও যে হ'তে দেখি যেন বা বেঠিক!
ব্যাস আর বশিষ্ঠের মতো যাঁরা, তাঁদের দিব্য অঙ্গে, ঐ কুলায়ের সঙ্গ,
শুধু একটুকু ভোগগন্ধ, কখনো কখনো দিয়ে যায়,
চির জ্ঞানোজ্জ্বল তাঁদের দর্পণে, মায়া একরত্তি ম্লান ছায়া ফেলে,
তখুনি সে পালায় লজ্জায়!
অন্যদিকে কুলায় তেয়াগি যাঁরা মুক্ত গগনবিচারী বিহঙ্গম, তাদেরো তো
কদাচিৎ,
পরমপদের দিশারী স্থিরদৃষ্টি, উর্ধ্বলোকে, ঘোলাটেও হ'তে দেখি,
কোন্ এক কুহেলি কোয়াসায়!
নৈলে বলো, রাজর্ষি জনক সাথে সেই মৃগয়াকান্তারে, মিথিলায়
আগুন লেগেছে শুনে একখণ্ড কৌপীনের তরে,
কেন শুক, ধেয়ে যেতে চায়!

ওমিত্যেকাক্ষরপরগিরো ব্যাহৃতো যোঽসমর্থো
নানুস্মৃত্য ত্যজতি চ তনুং ব্রহ্ম সচ্চিৎ সুখং স্বং।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কা ভীস্তস্য প্রভবতি সদা তারকব্রহ্মনাম
রামেত্যেকং শ্রুতিপথচরং হন্তি হেয়ং সমূলম্ ॥
(স্মারং স্মারং রঘুপতিপদঃ যাতু পারং ভবাব্ধেঃ) ॥

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম ব্যাহরণ পূর্ব্বক তাঁকে (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্ব) অনুস্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি কলেবর ত্যাগ করেন, সে ব্যক্তি পরমা গতি প্রাপ্ত হন। সে তো অবিসম্বাদিত সত্য। কিন্তু যে ব্যক্তি সেরূপ ব্যাহরণে এবং অনুস্মরণে অসমর্থ হইয়াই তনুত্যাগ করিল (অর্থাৎ, একাক্ষর ব্রহ্ম ওঙ্কার ব্যাহরণ করিতে পারিল না এবং সচ্চিৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুও অনুস্মরণ করিল না) তার উদ্ধারের উপায় কি? তাই বলা হইতেছে—তারই বা কি ভয়? নিত্য অকুণ্ঠিত প্রভাব পরম দয়াল তারক ব্রহ্মনাম 'রাম' তো রহিয়াছেন! সেই এক রামনাম (ব্যাহরণ অনুস্মরণ তো পরের কথা) শ্রবণগোচর হইলেই মূল (অবিদ্যা) সহিত হেয় বা সর্ব্বপ্রকার দুঃখক্লেশ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে সামান্য জীব! তোমারই বা ভয় কি? জীবনে ও মরণে, শয়নে জাগরণে শ্রীরঘুনাথ পদকমল বারম্বার স্মরণ করিয়া এই দুস্তর ভবসাগর পারে অনায়াসে সে চলিয়া যাক্।

করযুগলমিদং যে নিত্যলগ্নং পদাব্জে
বদ কিমু করনাড়ীং প্রেক্ষসে বৈদ্যরাজ।
জপরতরসনা মে নামপীযূষমগ্না
বদ কিমু তব ঘৃষ্টং ভেষজং লেহ্যমানম্ ।
(লিহ্যমানা)

আমার এই করযুগল তাঁর চরণকমলে নিত্যলগ্ন; হে বৈদ্যরাজ! বল, তুমি কেমন করিয়া (কিমু শঙ্কায়াং) আমার কর-নাড়ী পরীক্ষা করিবে? তাঁর নাম জপরত আমার এ রসনা তাঁরি নামামৃত রসে চিরমগ্না; তবে বল, কেমন করিয়া তোমার (খলে মাড়া) ঘৃষ্ট ঐ ঔষধ সে রসনা লেহন করিবে?

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিদৃক্ষসে পারমপারেঽপি যাত্রিন্
ন পারদং নাবি বিজিজ্ঞাসসে কিম্।
স্বতারকে নামনি শুশ্রূষমাণো
দয়াঘনং চেতসি সুস্মূর্ষসে কিম্॥

হে ভবসাগর—পারযাত্রিন্! তুমি এ অপারেও পার দেখিতে ইচ্ছা কর; তবে পারের নৌকায় (নাবি) যে পারদ (কর্ণধার) রহিয়াছেন, তাঁকেই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কর না কেন? তিনি যে তারকনাম তোমার কর্ণে শোনান, সে নাম শ্রবণে ইচ্ছুক রহিয়া, সে নামের নামী যে করুণাঘন রাম ঘনশ্যাম, তাঁকে, তাঁর পাদাব্জ, মনেও স্মরণ করিতে ইচ্ছা করনা কেন?

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অলিমরালবিলাসসরোজিনী (মৃণালিনী)
কুমুদিনী চ চকোরবিনোদিনী।
শুচিসুভদ্রমুপেক্ষ্য সরোমধু (হ্যমৃতং)
মদিরশীকরলোল ইহাগতঃ ॥
(কিমু সুরালবলোল ইহাগতঃ) ॥১
পরভৃতস্য পিকস্য পরৈষণং (ণা)
মুকুলিতাম্রতরৌ ন বিনিন্দিতম্ (তা)। (জুগুপ্সিতং, তা)
অশুচিষু ভ্রমতোপ্যশনেষু স
ন পিশিতাশনকাক ইবোৎসুকঃ ॥২

হে অচ্ছোদ সরোবরে মধুপিপাসু! দেখ দিনমানে সে সরোবরে প্রফুল্ল সরোজিনী বিরাজিতা, যাহাতে অলি ও মরালের বিলাস। রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত কুমুদিনীতে চকোরের চিত্তবিনোদন। তবে তুমি কেন বল স্বচ্ছ সরোবরের শুচিসুভদ্র (সুধোপম) মধু উপেক্ষা করতঃ মদিরশীকরে অথবা সুরালবে (এতটুকু সুখের নেশা) লোল হইয়া এই মিথ্যা ভোগসুখ সংসার মদিরালয়ে আসিয়াছ ?

আবার দেখ—পিক বা কোকিল পরভৃত (শৈশবে কাক কর্তৃক) বটে, তবু মুকুলমঞ্জরীসুবাসিত আম্রতরু শাখায় তার 'পরৈষণা' (নিজ আহারের নিমিত্ত অপর কিছুর এষণা) তো বিনিন্দিত বা জুগুপ্সিত নহে, পরন্তু সুশোভন ও সমীচীন। শৈশবে যে কাকী তাকে ভরণ করিয়াছে, তার সঙ্গে পিকের তুলনা কর—পিক ভ্রমেও কখনও অশুচি অশনে উৎসুক হয়না, যেমন পিশিতভোজী কাক হইয়া থাকে। অতএব, পরভৃত পিক স্বয়ং যে 'পর' চায়, সে পর অবর নয়, পরন্তু বর বা উৎকৃষ্টই।

কূপে চেত্তব গেহমত্র কৃপণে হে জীব ভেকোপম
মুঞ্চাস্ফালনমম্বুনীহমলিনে স্বল্পে চ মন্দাশয়।
ভাগ্যং চেন্ন বিহায় কূপমচিরং যাতুঞ্চ সিন্ধুং সর
উদ্ধৃত্যাশু কথং ন পঙ্কমমলং ফল্গূদকং যাচসে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ভেকোপম জীব! কূপেই যদি তোমার নিজ ভাগ্য কূপণগৃহ ('এই এখানেই অবস্থান কর'—এ ভাবে) নির্ধারিত করিয়া দিয়া থাকে, তথাপি, হে মন্দাশয়! এই কূপগেহে মলিন স্বল্প সলিলে (মিথ্যামোহে) আস্ফালন ত্যাগ কর। আর, তোমার ভাগ্যে যদি এই (কৃপণমলিন) কূপ ত্যাগ করিয়া অসীম সিন্ধু (পারমহংস্য ব্রহ্মজ্ঞান) অথবা (উদার স্বচ্ছ) সরোবরে (বিশুদ্ধ ভাবময়ী বিমলা ভক্তি) যাওয়া সম্ভাবিত না হয় (অর্থাৎ, পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—এই এষণাত্রয় ত্যাগপূর্ব্বক বিবিদিষা সন্ন্যাসে অথবা ভক্তৈকনিষ্ঠ বৈরাগ্যে), তবে—তোমার এই কূপে (অশুভকর্মবাসনাসঞ্চিত) পঙ্কোদ্ধার কর্মটি (শুভকর্মানুষ্ঠান দ্বারা) করিতে কেনই বা যত্নপর হইতেছ না? এবং (সমুদ্ধৃতপঙ্ক) সে (গভীর) কূপে (ইষ্টের অহেতুক করুণারূপ) ফল্গুধারা (ভূমিতলে গভীরদেশে চিরবহমান স্বাদু সুবিমল অধঃস্রোতঃ) কেনই বা (প্রপত্তিযোগে) মাগিয়া লইতেছ না?

পিব রুচিসুখদং যদ্ হৃদ্যহৈয়ঙ্গবীনং
পততু তু গৃহমক্ষী পূতিগন্ধেঽপি তক্রে। (নিন্দিতোচ্ছিষ্টতক্রে)
বৃণু সবনসমাপ্তৌ পায়সঞ্চাজ্যগন্ধং (দেবভোগ্যং)
লিহতু পতিতপত্রং লোলুপঃ সারমেয়ঃ ॥

(প্রাঙ্গণে)

রুচিসুখপ্রদ হৃদ্য (সুস্বাদু, সুগন্ধ ইত্যাদি) হৈয়ঙ্গবীন (ঠিক আগের দিনে দুগ্ধ হইতে তৈয়ারী দধি তক্র প্রভৃতি) পান কর তুমি। আর, গৃহমক্ষিকা পতিত হইক পূতিগন্ধ (পচাবাসি) এবং নিন্দিত উচ্ছিষ্ট ঘোলে। যাগে সবনসমাপনে আজ্যগন্ধ, দেবভোগ্য যে পায়স (চরু, পুরোডাশ ইত্যাদি), সেইটি তুমি বরণ কর, আর তোমার উচ্ছিষ্ট গৃহপ্রাঙ্গণে পতিত হইলে লোলুপ সারমেয় তাহা লেহন করুক।

—০—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফলতি যদি গরলফলমিহ লালিতেঽপি পাদপে
বিফলমতিকুপিত ! তব তরুপল্লবেষু মর্যণম্ (ধর্ষণম্)।
নিয়তমপসরতু তব বহিরাময়ং যদাঙ্গিকং
সগরলরসনিরসনপটু মূলতো নিপাটনম্ ॥

তোমার কত সাধে লালিত পাদপে যদি গরলফলই ফলিতে দেখ তবে অতিকুপিত তুমি সে তরুর শুধু শাখাপল্লব মর্যণ বা ধর্ষণ করিয়া বিফলই হইবে। তোমার তরুর (কীটাদিজনিত) যে সব বহিরাগত আঙ্গিক আময় (রোগ), সে সব নিয়ত অপসৃত হউক, অর্থাৎ বহিরঙ্গ দোষ নিরসনে নিয়ত সজাগ যত্নপর হও। কিন্তু তোমার পাদপে যদি মূল হইতে গরলরস সঞ্চারিত হয়, তবে তার নিরসনপটু একমাত্র মূল সহ নিপাটন বা উৎপাটন। তখন যিনি মূলেরও মূল, তাঁর, 'শরণমন্বিচ্ছ'।

অয়ি বিহঙ্গ বিহায় বিহায়সং
বরবনস্পতিনীড়-নিবাসনম্ ।
কিমধুনা তব পক্ষবিধূননং
চরণশৃঙ্খলশিঞ্জিততালিকম্ ॥

অয়ি বিহঙ্গ ! তুমি দেখিতেছি উদার মুক্তাম্বরে বিচরণ ছাড়িয়াছ, এবং উত্তমবনস্পতিনীড়ে তোমার নিবাসও ত্যাগ করিয়াছ। তবে, এখন কি তুমি (বদ্ধ পিঞ্জরাবাসে) তোমার চরণশৃঙ্খলের শিঞ্জনের তালে তালে তোমার পক্ষপুট বিধূননই করিতেছ ?

বিভিন্ন অনুবন্ধে এই শ্লোকের নিগূঢ় ভাবযোজনা করিও। যেমন, উদার মুক্তাম্বর='সর্বং ব্রহ্মোপনিষদম্'—এই অনুভূতি ; বরবনস্পতিনীড়= মুক্তসঙ্গ হইয়া আত্মানুভূতির কোনও ঊর্দ্ধস্তরে অবস্থান ; বদ্ধপিঞ্জর=বদ্ধ সংসারী জীবের অবস্থা ; পক্ষপুট=প্রাণন ও মননবৃত্তি ; চরণশৃঙ্খল= ইন্দ্রিয়দাস্য ; আত্মবশ না রহিয়া ইন্দ্রিয়বশ হইয়া চলা ; ইত্যাদি।

সুমধুরবাসং ললিতবিলাসং
প্রবিশ মধুপ মুদা কেতককুঞ্জম্ ।
ভুজগবিহারং বিরহিতসারং
জহিহি বিহগ ভিয়া কণ্টকপুঞ্জম্ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুমধুরসৌরভ ললিতবিলাসস্থল যে কেতককুঞ্জ, তাতে মধুকণরসিক হে মধুপ! সানন্দে (মুদা) প্রবেশ কর। কিন্তু (মধুকণিকায় অরসিক ফলাদি-স্থূলভুক্) হে বিহগ! তুমি সে কুঞ্জ সভয়ে (ভিয়া) ত্যাগ কর; কেন না, সে কুঞ্জ তোমার নিকট মধুকুঞ্জ নয়, পরন্তু কণ্টকপুঞ্জ, যেখানে তোমার বৈরী ভুজঙ্গম বিহার করে, এবং যেটি তোমার পক্ষে (বিরহিত সারং) সারশূন্য।

অরসিকে বিশুদ্ধরসের নিবেদন (যথা, বৃন্দাবনে গোপীগণ সহ প্রেমবিহার) অযুক্ত (অকর্ত্তব্য), কেননা, অরসিক তাতে জড়ীয় রসাভাসে পাতিত হয়, এবং সেটি তার পক্ষে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সাক্ষাৎ আস্বাদন হয় না; আত্মেন্দ্রিয় তর্পণেচ্ছায় পর্য্যবসিত হয়। তাই না কবি বলিয়াছেন— অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং, শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

মা রোদী র্মে বিরহবিধুরা চক্রবাকি! ক্ষপায়াং
পদ্মিন্যোঽস্যাং রহিতরুচয়ো বীতভৃঙ্গপ্রমোদাঃ।
(বিরসবদনা)
নিত্যং দীপ্তাস্তি নখরবিভা যত্র পাদাম্বুরাশৌ
(ভাঃ পাদপীযুষরাশৌ)
যাবঃ প্রেমাজচিরলসিতস্যালয়ং হ্যাবরোর্যৎ॥
যাবঃ প্রেমাজমধুমিলনস্যালয়ং হৃচ্যুতং যৎ॥

আমার বিরহে বিধুরা হইয়া অয়ি চক্রবাকি! তুমি নিশায় আর রোদন করিও না। দেখ, তুমি তো একা বিয়োগবিধুরা নও। (এই ক্ষুদ্র সরোবরে) পদ্মিনীরাও যে নিশিতে ভৃঙ্গানুষঙ্গরহিতা হইয়া বিরসবদনে মুদিতদল হইয়া রহিয়াছে! আচ্ছা, তাই যদি—তবে, (উদার বিশাল) তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপাদরূপ যে অম্বুরাশি—যাহা পদনখররূপ দশরবিপ্রভায় নিত্যসমুজ্জ্বল, সুতরাং যেখানে ক্ষপার কোন (আবরণ-বিক্ষেপ) অবকাশ নাই—সেই মহামানসসরোবরে দুজনে যাই চল। সে চরণ সরোবর কমলের চিরবিলসিত আলয় যেমন বটে, তেমনি সেটি আবার আমাদের দুজনেরও চিরমিলনালয়ও বটে।

অলসিতজড়িমা চেদ্ দীপনী যাঽগ্নিমাত্রা
বিচলবিরসবৃত্তৌ সোমমাত্রা প্রশান্ত্যৈ।
অনলচয়নকৃদ্ যো রামনাম্নো রকারো
'ম' ইতি সবনকৃদ্ যঃ সোম আত্তো দ্বিসাম্যম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধারণ জীবে প্রায়শঃ তমোরজোগুণের প্রাদুর্ভাব থাকে; সত্ত্বগুণের বিশালতা কদাচিৎ দেখা যায়। তমঃ এবং রজঃ—এতদুভয়ের মধ্যেও কখনও তমঃ, কখনও বা রজঃ প্রবল হয়। গুণত্রয়ের এবম্প্রকার বৈষম্য স্বভাব পরিণামবশতঃই ঘটে। আচ্ছা, তমোগুণের আধিক্য নিবন্ধন যখন দেহে, প্রাণে ও মনে 'অলসিতজড়িমা' (আলস্য এবং জড়বৎ স্তব্ধভাব) আসে, তখন (সৃষ্টির সমস্ত কিছুতে, সুতরাং বাকেও) অন্তর্নিহিত যে অগ্নিমাত্রা, সেই অগ্নিমাত্রাকে দীপনীরূপে চেতাইয়া পাইতে হয়। আবার, যখন রজোবাহুল্য নিমিত্ত 'বিচলবিরসবৃত্তি' (বিশেষভাবে চঞ্চল এবং অস্বস্তিকর ভাব) দেখা যায়, তখন তার প্রশান্তির নিমিত্ত সোমমাত্রা সমাশ্রয় করিতে হয় কেননা, সোমমাত্রাই সর্বত্র শমনী, রঞ্জনী ও পোষণী (অগ্নি—দহনী, দীপনী, পচনী)। মনে রাখ যে—বৃহদারণ্যক শ্রুতি জগৎকে 'অগ্নীষোমীয়ং' বলিয়াছেন। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়েও পরপর দুটি শ্লোকে 'সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ' এবং 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা' ইত্যাদি বলা হইয়াছে দেখিও।

এইবার তোমার ইষ্ট রামনামে এই অগ্নীষোমীয় তত্ত্বের সন্ধান কর। 'রাম' নামের যে 'র'কার, সেটি বিশেষতঃ অগ্নিচয়নকৃৎ, অর্থাৎ, অগ্নিমাত্রার উদ্দীপক; 'মঃ' এই বর্ণ অগ্নিতে সবনকৃৎ যে সোম, অর্থাৎ সোমমাত্রার বাহক ও পরিপোষক। আর, 'আতো', কিনা, 'আ' (রামনামে মধ্যস্থিত এইবর্ণ) হইতে 'দ্বিসাম্যম্' কিনা, অগ্নীষোমীয় সমতা রক্ষিত হয়॥ এই সমতা না রহিলে অন্তর্বহিঃ সর্বত্র গুণমাত্রাবৈষমজনিত অস্বাস্থ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে।

অতএব, হে রামনামজাপক। তুমি সর্বপ্রযত্নে এই মাত্রাসমতা রক্ষা কর। গীতায় আছে—'সমত্বং যোগ উচ্যতে'। পুনশ্চ, 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'। রামনামে স্বতঃই এই সমতাবিধান করিয়া থাকে, সেটি এলে, কাঠ্যকোক্তে 'ধাতুপ্রসাদ' হইয়া 'মহিমানমেতি'।

মহাপ্রাণা বর্ণা পৃথগুদয়বৃত্তাঃ শষসহা
হকারে প্রাণেশে জনিলয়নিধানং হস্তভৃতান্।
দত্তা ছিন্নং তালৌ পুমরপি চ কেন্দ্রং তদয়তে
(ক্ষিপ্তং)
সমূহত্বাদ্ দক্ষং তদপি নয়েন্ মূর্ধ্নিপরমম্।
(সমূহে-সামর্থ্যং)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্করে ভুবনং যাতি জরামৃত্যুং পুনঃ পুনঃ।
শঙ্করে চ ভবেত্তস্য তত্তদ্‌গ্রন্থিনিপাটনম্॥
নীলকণ্ঠো বিষং ধত্তে যেন জারণমারণম্।
শেষত্বঞ্চ গতে সর্পে ক্ষীরোদো নির্বিষঃ পুনঃ॥

বর্ণমালার অন্তিম চারিটি বর্ণ—শ ষ স হ। প্রাণ প্রযত্ন বিশেষের জন্য তাদের উচ্চারণস্থান পৃথক্‌ও বটে। তথাপি, লক্ষ্য কর—অন্তিমবর্ণ যে হকার, সেটি 'প্রাণেশ' অথবা মহাপ্রাণবর। এই মূল অধিষ্ঠান হকারে আশ্রিত অপর ঐ তিনটি বর্ণও মহাপ্রাণ। মূল অধিষ্ঠান হকার কেবল এ তিনের নয়, পরন্তু নিখিল 'অসুভৃতাং', কিনা, প্রাণন ব্যাপার যাদের আছে তাদের, উদয়-বিলয়-নিধানের স্থান। তন্মধ্যে শ, ষ, স—এ তিনটিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় রেডিয়াম থেকে উৎসারিত আলফা, বিটা, গামা রেজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। উক্ত দৃষ্টান্তে যেমন, শ, ষ, স—এ তিনেরও বিশেষ রহিয়াছে। দন্ত্য 'স' সচরাচর তেজঃ বা শক্তিকে ছিন্ন ছিন্ন ভাবে ইতস্ততঃ সিঞ্চন করে। ফলে শক্তির বিস্তার বা তায়ন ঘটে; কিন্তু তাতে শক্তির ঘনতা (density) এবং সম্বেগমাত্রা (intensity), দুয়েই হ্রাস পায়। যথা, সৌরতেজের পৃথিব্যাদিতে নিপাতনে।

তালব্য 'শ'-য়ে ঐ সিঞ্চিত 'বিরল' শক্তিরেখাগুলির 'সঞ্চয়ন' এবং কেন্দ্রীকরণ (focussing) ঘটে। ফলে, শক্তি ধারাগুলির একমুখীনতা, এবং কেন্দ্রীণতা ঘটার ফলে, সামর্থ্যমান (efficiency valne) বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। ফলে সঙ্কর' হইল 'শঙ্কর'। কিন্তু শক্তির কেবল কেন্দ্রীণতার দরুণ ঘনীভাব এবং সামর্থ্যমান বিবৃদ্ধি হলেই তো হোল না। দৈত্য, অসুর, এরাও তপস্যা ইত্যাদি দ্বারা সেটি করিতে পারে। শক্তির উর্দ্ধায়ণ' (levelling up to the highest limits অথবা sublimation হওয়া আবশ্যক। নিম্নভূমিতে যেটি সঙ্কীর্ণভাবেও ক্রিয়াশীল, তাকে উর্দ্ধতর এবং উর্দ্ধতম ভূমিতে উন্নীত করা চাই। এইটি মূর্দ্ধন্য ষ এর কাজ।

অতএব জীবনে 'হ' বর্ণকে মূলার বা অধিষ্ঠানরূপে রাখিয়া, তা থেকে ঐ তিন (স শ ষ) এর সুসমঞ্জস এবং কাষ্ঠাভিমুখীন প্রয়োগই হইল সর্ব্ববিধ সাধন।

স এর অপপ্রয়োগে ভুবন জরা ও মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হয়। শ এর সমাশ্রয়ে (অর্থাৎ শক্তি-সঞ্চয়ন এবং একত্রীকরণে) এই জরা ও মৃত্যুপাশ পাটন কর। সঙ্কর হউক শঙ্কর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবুও দেখ নীলকণ্ঠ সমুদ্রমথনোত্থিত হলাহল নিজকণ্ঠে ভূষণ এবং ভুজঙ্গ দুইরূপেই ধারণ করিয়াও দ্বন্দ্বাতীত যে অভয়-অমৃতধাম তাতে আমাদের সরাসরি লইলেন না। তাঁর গলে সর্প যখন 'শেষ' (অনন্তনাগ) রূপটি পাইল, তখন সমুদ্র আর দ্বন্দ্বগর্ভিত তত্ত্ব রহিল না, হইল—নারায়ণের যোগনিদ্রার অনন্তশয্যা—ক্ষীরোদার্ণব। কথাটা ভাবিয়া দেখ। বিষে ও অমৃতে যে বিয়োগ ও বিরোধ, সেটিকে অতিক্রম (transcend) করার ভূমি পর্য্যন্ত যাওয়া চাই—সে ভূমির সাঙ্কেতিক নাম 'যোগনিদ্রা'। আর, জপাদি সাধনে সে ভূমিতে আরূঢ় হবার উপায়—অর্দ্ধমাত্রাসমাশ্রয়। নারায়ণের 'যোগনিদ্রা' থেকে উত্থান ব্যতীত মধুকৈটভের সমস্যাগ্রন্থির সমাধান হয় না। জীবের ভিতরে যে সঞ্চিত শক্তিরূপে হ বর্ণ রয়েছে, অনুস্বার যোগে কেন্দ্রীণ সে শক্তিকে আমরা স দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড ক'রে ক্রমশ:ই মৃত্যুরই পানে ধাবিত হইতেছি। সাধারণ জীব অবিরতই হংসঃ হংসঃ জপ করিয়া যাইতেছে। অথবা বিরাট্ আমিকে সে অবিরতই ছিন্ন করিয়া এই আত্মহিংসা করিয়া চলিয়াছে। 'হিংস' শব্দটিকেও বিশ্লেষণ করিলে হয়—মহাপ্রাণবর 'হকার' ইকারের দ্বারা ইদ্ধ হইয়া অনুস্বার যোগে যেন শক্তি কেন্দ্রীণ হইল এবং স দ্বারা সেই সঞ্চিত শক্তিকেই খণ্ড করা হইল। মৃত্যু হইতে অমৃতের পানে জীবনের গতি ফেরানো হইতেছে 'হিংস'কে উল্টে সিংহে রূপান্তরিত করা। সিঞ্চিতকে মহাপ্রাণবর হকারে সমর্পণ। অর্থাৎ দিতিকে অদিতির চরণে সমর্পণ। মায়ের পদতলে সিংহ যেমন। সে তখন দেবীপ্রতিমার এক অংশই। হংসঃ কে প্রণবপুটিত হোংস এবং উলটিয়ে সোঽহং জপ করার ব্যাখ্যা এইরূপেই করা যেতে পারে।

তাঁতেই তো তুমি আমি সকলেই একই সূত্রে বাঁধা আছি। কিন্তু ধারা উল্টো মুখে বইছে, তাইতো মরুপথে সে হ'ল আপনহারা। তাঁর জ্যোতির একটা কণা পড়ল তোমার বুকে, তোমার ভেতরের ঝরনা গেল খুলে, তোমার ভেতর হ'ল প্রকাশ সুন্দরের, মধুরের, সত্যের। তোমার সেই চৈতন্যের ভাণ্ডারটা একটু ফাঁক হ'ল—তাতেই তুমি দেখে নিলে, তুমি একেরই 'আপন' অংশ মাত্র।

ব্যবহারিক জীবনে তিনটি শ স ষ এর প্রয়োগ এইরূপে দেখা যাইতে পারে—সংসারে আমরা সচরাচর 'স' এরই পাল্লায় পতিত। ভাগার কারবারী। সব বস্তুকেই খণ্ড করিয়া দেখি এবং পাই। পুরার হিসাব রাখিনা। এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সীমিত জীবন হইতে 'শ' এ উন্নীত হওয়ার উপায় গুরুশক্তির সমাশ্রয়—শিষ্যত্ব গ্রহণ অর্থাৎ জীবনকে ছন্দের শাসনে আনয়ন। মূৰ্দ্ধন্য 'ষ' এ উপনীত হইতে গেলে গুরুশক্তির আশ্রয়ে ইষ্টের শরণ অর্থাৎ ছন্দদুলালের চরণে আপনাকে সমর্পণ। ভাবশুদ্ধি—ভিতরের চৈতন্যের উন্মেষই ক্রমে মূৰ্দ্ধন্য ধামে উপনীত করিতে সমর্থ।

জীবন্ গচ্ছগুশিনমভিতঃ প্রেক্ষসে মর্ত্তজীব।
অথাদৌ তাং পুটিতবিপুলাং শক্তিরাশিং বিজিত্য।
দৈত্যাদীনামপি হরসি চেদ্ সর্বমাশ্চর্য্যসীমাং
মৈত্র্যে শাণ্ট্যে ভবতু জগতাং প্রার্থনেয়ং প্রকামম্ ॥১

(সমর্থা)

বিন্দৌ সিন্ধুং রহসি শয়িতং ধাতুমাশ্চর্য্যশক্তি
গূঢ়ং শেতেহণুদহরতনুঃ স্বেচ্ছয়া যো মহীয়ান্।
(সকলতনুষু)
শক্তির্ব্যক্তা মনুজমনসি প্রাতিভাধীবিদগ্ধা
বিশ্বেষাং সাহকৃপণকুশলচ্ছন্দসে তৎ প্রসাদাৎ ॥২
পৃথ্বী লিপ্তা রুধিরসন্নিতাং স্রোতসা প্রাগিদানীং
ভস্মীভূতা বিপুলনভসি ক্ষিপ্যমাণা ভবেৎ কিম্।
স্রষ্টুর্যচ্ছ স্বকলনমিহ শ্রেষ্ঠসত্ত্বাকজীব!
আত্মন্নঃ কিং ভবিতুমুচিতং তস্য হে প্রেমসিন্ধো! ॥৩

শাস্ত্রে শ্রুত আছে যে চন্দ্রলোক পিতৃগণের অবস্থান ভূমি; জীবদ্দশায় কোন সামান্য জীব সেখানে যাইবে বল? পিতৃগণের অবস্থানভূমি ঐ চন্দ্রলোক কি আমরা যেটিকে চাঁদ বলিয়া দেখি সেইটি অথবা সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত অন্য কোন অজানা লোক? সাধারণ দৃষ্টি বা বিচারে এ প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া যায় না। তথাপি বর্ত্তমানে দেখিতেছি যে মরতের জীব সশরীরে ঐ চন্দ্রের চারিধারে পরিক্রমা করিতেছে এবং তার কল্পনায় সুন্দর কিন্তু বাস্তবে রুক্ষ চিত্রখানি ভাল করিয়াই দেখিতেছে। এ অঘটন সে ঘটাইলে কিরূপে? অঁণু প্রভৃতির সূক্ষ্মতার ভিতরে যে বিপুল শক্তি রহিয়াছে সেই শক্তিকে জাগাইয়া এবং জয় করিয়াই তার এই অসাধ্য সাধন। প্রাচীন উপাখ্যানে যে সব দৈত্যরাজদের কাহিনী শুনিতে পাই—হে মরতের জীব! তুমি তোমার আশ্চর্য্য বীর্য্যদ্বারা তাদের গর্ব হরণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের পরিসীমা এই যে, তুমি এত আশ্চর্য্য শক্তিধর হইয়াও যিনি মহান্ জগদীশ তাঁর চরণে যুক্তকরে তোমার অন্তরের প্রার্থনাটি নিবেদন করিতেছ। এর চাইতে জগতের পক্ষে বড় সুসমাচার আর কিছুই হইতে পারে না। (বোরম্যান্ প্রভৃতি চন্দ্রযাত্রীদের প্রথম অভিযান উপলক্ষ্যে)

একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর ভিতরেও যিনি সিন্ধুকে লুকাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে কত বড় আশ্চর্য শক্তিমান্ পুরুষ, তা কি মর্ত্ত্যের মোহান্ধ প্রাণী একটিবার ভাবিয়া দেখিবে না? সে মহা শক্তিমান্ স্বয়ং মহতো মহীয়ান্ হইয়াও একটি অণুর ভিতরে আবার অণোরণীয়ান্ রূপে নিভৃতে শয়ন করিয়া আছেন। আবার তিনিই মানবের মনে সর্বার্থ সাধনে বিদগ্ধা প্রতিভাময়ী বুদ্ধিরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। তাই বলি, হে মানযোগ্য প্রতিভাধর মনুষ্য! তুমি সেই সর্বেশ্বরেশ্বরের প্রসাদে তোমার বুদ্ধি এবং সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে অকৃপণ কুশল যে উদার মঙ্গল ছন্দ, সেই ছন্দের পথেই পরিচালিত কর। তার ফলে জগতে সর্ববিধ অভ্যুদয়ের সঙ্গে মৈত্রী এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক্। চন্দ্রের সমীপদেশে তোমার অজিকার ঐ প্রার্থনা এইভাবেই সার্থক হউক। আগের দিনে হে মানব! তোমার আত্মসংঘর্ষের ফলে কতবার না রুধির স্রোতে পৃথিবী পরিলিপ্তা হইয়াছে। ইদানীং এই আণব যুগে মনে হইতেছে যেন সমগ্র পৃথিবীই ভস্মীভূত হইয়া বিপুল ব্যোমে নিজেকে উজাড় করিয়া ছড়াইয়া দিবে। কিন্তু স্রষ্টার আপন প্রতিচ্ছায়ারূপে রচিত হে শ্রেষ্ঠ-সত্তার জীব! তুমি কি একটিবারও ভাবিয়া দেখিলে না যে এইভাবে আত্মঘাতী হওয়াটা কি উচিত অথবা অবশ্যম্ভাবী?

হে জগদীশ্বর তুমি তো অহেতুক কৃপাসিন্ধু, জীব যদি আর্ত্ত হইয়া যুক্ত করে পাহিমাং ত্রাহিমাং বলিয়া ডাকে, তবে তাহার এই ভয়ঙ্কর অপঘাত মৃত্যু কি একান্তই অবশ্যম্ভাবী? তা তো নয়! তাহা হইলে চন্দ্রলোকে অভিযানী জীব আজ এই পরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে করজোড়ে বিশ্বশান্তির জন্য কি নিমিত্ত ডাকিবে? হে মহাকাশযাত্রী মর্ত্ত্যের প্রাণী! তোমার এই চন্দ্র পরিক্রমা পর্বকে আমরাও অভিনন্দিত করি, কিন্তু তার চাইতে বেশী ভাবে করি—তোমার ঐ জগদীশ্বরের অভিমুখে যুক্ত করে ঐ সত্যশিব প্রার্থনা!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোঽণ্বাদৌ কেন্দ্রসান্দ্রাং দহরপরিসরাং শক্তিরাশিং প্রচণ্ডা
মাবিষ্কৃত্যাধুনাসৌ সুবিপুলনভসি ব্যোমধাম্না মহীয়ান্।
বিশ্বে ব্যোম্নি প্রকামং প্রচরতি যশসঃ প্রোজ্জ্বলদ্ বৈজয়ন্তী
প্রাচুর্য্যং পারিপাট্যং প্রতিপদমমিতং সম্পদাং স্যাৎ ততঃ কিম্ ॥১
(প্রগুণিত পদঃ)

মাত্রাস্পর্শাদিজন্যা বহিরপি সুখদাঃ সম্পদঃ সম্পদো ন
চিত্তে সৌখ্যং চ সখ্যঞ্চ ভুবি বিচরতাং হার্দিকং নৈব যাবৎ।
বিজ্ঞানং নৈব ভদ্রং ত্রিভুবনবিজয়ি শ্রেয়সে সার্বভৌমং
যাবৎ প্রজ্ঞানুভাত্যাত্মকুহকতিমিরং স্বাত্মভাসা ন নিরস্তম্ ॥২

অপনয়সি সুধাংশৌ কল্পনাকেলিলোকং
হরসি রুচিররাগং রুক্ষশুষ্কাঙ্গগাত্রে।
রচয়সি বরশিল্পিং শ্চৌরবর্ণালিচিত্রং
ত্রিদিবমিহ ধরণ্যা বিস্ফুরৎ পিণ্ডপৃষ্ঠে ॥৩
(বিস্ফুরদ্ ভৌমপৃষ্ঠে)

ঊর্ধ্বমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং ছন্দসোর্জ্জিতম্।
অব্যয়মিতি সংপ্রাহুর্বেদবিন্ মন্ত্রচক্ষুষঃ ॥৪

ঊর্ধ্বশাখমধোমূলং মুমুর্ষুঃ চন্দসাঽপি তম্।
সঙ্গবিরূঢ়মূলং তং কিমাহু র্যন্ত্রচক্ষুষঃ ॥৫

সঙ্গখনিত্র সংরূঢ়মসঙ্গ শস্ত্রছেদিতম্।
মহীরুহমিমং মৃত্যোরমৃতত্বায় ভুঞ্জত ॥৬

ক্ষুদ্র অণুর অভ্যন্তরে তার দহরায়তনে কেন্দ্রে ঘনীভূত যে প্রচণ্ড শক্তিরাশি সে শক্তিরাশি আবিষ্কার করিয়া কে তুমি ওগো মর্ত্ত্যের জীব! সম্প্রতি বিপুল মহাকাশে মহাব্যোমের যে বিরাট শক্তিসম্পদ্, সে শক্তি সম্পদে মহীয়ান্ হইলে অর্থাৎ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের ভিতরে আণবী শক্তিদীক্ষা লাভ করিয়া তৎপ্রসাদে এই মহীয়সী শক্তির সম্পদ অর্জ্জন করিলে? বিশ্বব্যোমে তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যশের যে বিজয় বৈজয়ন্তী আজ তুমি উড়াইলে, তার প্রসাদে অবশ্যই তোমার আজিকার পার্থিব সম্পদ প্রাচুর্য্য এবং পারিপাট্য এই দুই দিক দিয়াই অনেক গুণ বাড়িয়া তোমাকে অশেষ সম্পদের অধিকারী করিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু হে মর্ত্ত্যের জীব ? তুমি তোমার আজিকার এই বিজয় বৈজয়ন্তী দৃপ্ত করে ধারণ করিয়া একটিবারও কি আপনাকে শুধাইবে না—ততঃ কিম্ ? মনে আছে কি যে একদিন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে নিখিল ঐহিক সম্পদ লাভের বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন মৈত্রেয়ী কি বলিয়াছিলেন—"যাতে আমি অমৃত হইব না, কি-না মৃত্যু এবং শোকেরপারে যাইব না তা লইয়া আমার কি লাভ ?

পূর্ব্বের শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইল (ততঃ কিম্) সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কোথায় কিভাবে মিলিবে সেটি দেখাবার নিমিত্ত দ্বিতীয় শ্লোক। বহির্বিষয়ে বৃত্তিমান আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ইন্দ্রিয় পরবশ যে মন তারা যে সুখ আনিয়া দেয় সে সুখ যদি ভূরি পরিমানেও হয়, তবুও সে সুখকে যথার্থ সম্পদ মনে করা যাবে না, যতক্ষণ চিত্তে যথার্থ নির্মল এবং স্থায়ী সুখ মিলিতেছে, এবং মহা-মানবের সমষ্টিগত জীবনেতেও পরস্পরের প্রতি মৈত্রী এবং সখ্য ভাব না সঞ্চারিত হইতেছে ; অর্থাৎ সকল সুখের সার যে শান্তি ও প্রসন্নতা সেই ব্যক্তির এবং সমষ্টির জীবনেতে সাক্ষাৎ ভাবে উত্তরোত্তর প্রত্যয় গোচর না হইতেছে। এইরূপ ত্রিভুবন বিজয়ী সর্বভূমিতেই বিদগ্ধ যে বিজ্ঞান সে বিজ্ঞানও সর্বতো ভদ্র হয় না, যাবৎ আমাদের আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে যে মোহরূপ অন্ধতমিস্রা, সেটি প্রজ্ঞানোজ্জল নিরস্ত-সমস্ত-কুহক-স্বরূপভাতিতে উদ্ভাসিত না হইতেছে।

হে মহাকাশযাত্রী ! তুমি তো দেখিতেছি আজ চন্দ্রমণ্ডলে যাইয়া সেখানে কবিকল্পনার যে চিরন্তন কল্পলোক সেটিকে তো একেবারেই অপনীত করিলে, আর সুধাংশুর গাত্রে যে কনকরুচির কৌমুদীরাগ দেখিয়া আবহমানকাল মর্ত্ত্যে প্রাণী এত না সম্মুগ্ধ হইয়াছে সেটিকেও তুমি তো হরণ করিলে, এবং তোমার যন্ত্রদৃষ্টিতে দেখাইলে তার রুক্ষ কদাকার রূপ ! তা তো করিলে কিন্তু বিজ্ঞানের হে মহাশিল্পী ! তুমি কি চন্দ্র হইতে চোরা ঐ বর্ণালী তোমার তুলিতে লাগাইয়া তোমার বসবাসের এই বাস্তব মর্ত্ত্যধামকে অমরাপুরীর মত সুন্দর করিয়া আঁকিয়া ফেলিবে—আর সে অমরাপুরীর চিত্রখানি আঁকা হইতেছে কোন আধার পটের উপরে সেটি কি একটিবারও খেয়াল করিবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না ? সে আধার পট হইল আমাদের এই হিংসা দ্বেষে উন্মত্ত পৃথিবী, যে পৃথিবী তার গর্ভে তোমারই স্বহস্তে রচিত মহা বিস্ফোরক শক্তিতে আগ্নেয়গিরির মত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র পাতেই সে পৃথিবী আপনাকে ভস্মরাশি করিয়া মহাব্যোমে ছড়াইয়া দিবে।

কঠশ্রুতি এবং গীতা উভয়েই এক ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের কথা শুনাইয়াছেন, যে অশ্বত্থ ঋত এবং সত্য ছন্দ দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়। যাঁরা বেদবিৎ তাঁরা মন্ত্র-চক্ষু দ্বারা এই অশ্বত্থকে দর্শন করেন এবং ইহাকে অব্যয়রূপেও কীর্ত্তন করেন। কিন্তু আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে এই সনাতন অশ্বত্থটিকে কিভাবে দেখিতেছি ? আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠে একটা সাধারণ গাছকে যেভাবে দেখি, অর্থাৎ অধঃমূল এবং ঊর্দ্ধশাখঃ, সেইরূপ এই বিশাল বৃক্ষকেও দেখিয়া থাকি। আবার যাঁরা বিজ্ঞানের যন্ত্রকুশল চক্ষু দ্বারা এই জগৎকে নিরীক্ষণ করিতেছেন. তাঁরাও এটিকে ছন্দসহকারে বিবর্দ্ধিষু হইলেও নিরন্তর ক্ষয়িষ্ণু, মুমুর্ষুরূপেই দেখিতেছেন (Entropy, universal running down) অথচ এই সদা ক্ষয়িষ্ণু ; বন্ধনের মূল হেতু যে মোহ বা অজ্ঞান, সেটি শিথিল না হইয়া মনে হয় উত্তরোত্তর সুদৃঢ়ই হইতেছে। প্রত্যক্ প্রবণ যে মন্ত্রদৃষ্টি আর পরাক্‌প্রবণ যে যন্ত্রদৃষ্টি, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশাল এবং সে পার্থক্যের পরিণামও প্রচুর! প্রথম দৃষ্টিতে প্রতিভার যে পরাকাষ্ঠাভূমি, অর্থাৎ ভগবানের অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য এবং প্রেমমাধুর্য্য সেইটিই হইল এই বিশ্বের মূল। সেই নিমিত্ত অশ্বত্থটিকে ঊর্দ্ধমূলরূপে দেখা হইয়াছে। এ দৃষ্টিতে প্রাণ এবং চেতনা এবং তাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ জড় পদার্থেরই পরিণাম নহে, পরন্ত যেটিকে আমরা জড় পদার্থ মনে করিতেছি সেটি চৈতন্য প্রাণেরই সীমিত অবস্থা বিশেষ। এই নিমিত্ত এ দৃষ্টিতে বিশ্বে ওতপ্রোত যে ছন্দ সেইটি সত্যচ্ছন্দ এবং ঋতচ্ছন্দ। বেদ সৃষ্টিসূক্তে যেটি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, যন্ত্রকুশলী যে জড় বিজ্ঞান তার দৃষ্টিতে প্রাণ এবং চেতনাহীন জড়ই হইল মূল সামগ্রী; যে সামগ্রী বিবর্ত্তনের ধারায় ক্বচিৎ কদাচিৎ প্রাণ ও চেতনারূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। সুতরাং বিশ্বের মূলে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই যার ফলে প্রাণ ও চেতনা এবং তাদের এই বিচিত্র অভিব্যক্তি (যেটাকে আমরা কৃষ্টি এবং সভ্যতা বলিয়া মনে করি) সেটি চিরন্তন হইবে, এবং নিজেকে পরিপূর্ণতার পরাকাষ্ঠায় লইয়া যাইবে। এ দীপ জলিয়াছে যেমন আকস্মিক ভাবে, এ দীপের নির্বাণও তেমনি আকস্মিক-ভাবে হওয়া বিচিত্র নয়। এই যে জাগতিক জড় পরিণাম, ছন্দসহকারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতেছে বটে, কিন্তু সে ছন্দ অমৃতচ্ছন্দ নয় পরন্তু মৃত্যুচ্ছন্দই। সুতরা এতে আসক্তি যদি মোহ নিমিত্তই হয়; তবে সে আসক্তি অবশ্যই আমাদে অমৃত এবং অভয়ের পদবীতে লইয়া যাইবে না। এইজন্য শেষের শ্লোকটি বলা হইতেছে—এই যে সংসাররূপ মহীরুহ এটিকে সঙ্গরূপ খনিত্র দ্বা মৃত্তিকায় রোপণ করিয়াছ বটে, কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বলিয়াছেন- অসঙ্গরূপ শস্ত্রর দ্বারা সংরূঢ়মূল পাদপটিকে ছেদন করিয়া আপাত মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্বরূপ পরমফল ভোগ কর। এর দ্বারা সংসার ব্যবহারে নৈষ্কর্ম্যের ক অথবা নৈপুণ্যহীনতার কথা অবশ্যই বলা হইল না। ব্যবহারিক জগতে অভ্যুদয় লাভ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট মেধা এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন অবশ্য রহিয়াছে। তথাপি নিঃশ্রেয়স কি-না অভয় এবং অমৃত লাভের নিমিত্ত গীতার এই সূত্রটি স্মরণ রাখিতে হইবে—"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ" দক্ষ তোমায় অবশ্যই হইতে হইবে কিন্তু দক্ষ প্রজাপতির ম শিবহীন যজ্ঞ করিলে চলিবে না। তুমি দক্ষ এবং কুশলী কর্মযোগী; তথাপি তোমার দুইভিতে রক্ষক প্রহরীরূপে থাকিবে—অনপেক্ষ শুচিতা, গতব্যথ উদা (বিশ্বভূত হিতে রত) যে অনাসক্তি তাই (dedicated detachment)।

বৈরাজ্যে তব রাজনং ভবতি চেদাশ্চর্য্যমেবার্ণবে

(চারণং)

বিন্দৌ ছন্দসি কৌশলং রণনকৃদ্ বিস্মৃত্য মা ত্বং গমঃ।
সিন্ধৌ চেৎ কমলা সুধাকলসবৃষ্-সোমং স্রবেন্ মন্থনে
বিশ্বধ্বংসিকরালকালগরলং ধত্তে স্বকণ্ঠেঽপি কঃ॥ ১
লভস্বাভ্যুদয়ং কাম্যং বৈরাজার্ণবযোগতঃ।
নিঃশ্রেয়সস্য লাভায় প্রত্যগ্‌দৃষ্টির্নিজাত্মনি॥ ২
সত্যং ন হি বরং সত্যং শিবং বাপি চ সুন্দরম্।
বিনা স্বীয়ানুসন্ধানং সত্যে শিবে চ সুন্দরে।
বিনা প্রত্যগ্‌দৃষ্টিদানং সত্যস্য সত্য আত্মনি॥ ৩
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
কণ্ঠশ্রুতৌ সত্যবাণীং পুরাণীম্।
"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ
দাবৃত্য চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ৪

হে মহাকাশ অভিযাত্রী মর্ত্তের মানুষ! তুমি তো দেখিতেছি বিরাট বিশ্বে আজ চন্দ্রমণ্ডলের চারিধারে পরিক্রমা করিয়া আপন আশ্চর্য্য মহিমায় বিরাজমান হইয়াছ। কিন্তু সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণুর বিন্দুতে তার শক্তি কণিকাগুলির যে ছন্দোবদ্ধ রটন এবং রণন, যার প্রসাদে তুমি আজ এই অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছ, সেটি কি তুমি আজ ভুলিয়া যাইবে তোমার এই অসীমে চলার পথে? অর্থাৎ অনুর কেন্দ্রবিন্দুতে যে সুষম ছন্দদীক্ষা এবং নিপুণ ছন্দ-দৃষ্টি তুমি লাভ করিয়াছ, সেটি কি আজ তোমার এই অসীমের পানে যাত্রাপথে ভুলিয়া যাইবে? সেটি কদাপি ভুলিও না। ভুলিও না, যে সুষমছন্দ থেকেই জগতের উদ্ভব স্থিতি এবং বিলয়। সুষমচ্ছন্দ বিষম হইলে জগতের যে বিষরাশির উদ্ভব হইয়া থাকে, আর সেই বিষরাশিকে কিভাবে আবার সংহত এবং উপসংহৃত করিতে হয় সেইটি দেখাবার জন্যই পুরাণে সমুদ্রমন্থন। সমুদ্র মন্থনে কমলা সুধাকলস কক্ষে লইয়া তাহা হইতে সৃষ্টিকে অবিনশ্বর কল্যাণ দান করিবেন বলিয়া সোম সিঞ্চন করিলেন বটে; কিন্তু মন্থনে পাল্লা দিয়া যে করাল কাল গরল উত্থিত হইল, সে গরলকে স্বকণ্ঠে ধারণ করিবার নিমিত্ত কেউ বা কিছু অবশ্যই থাকা চাই। কেন না, বিষ অমৃতের যে দ্বন্দ্ব সেটি বিশ্বের বিধানে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিশ্বের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিতে গেলে অমৃত বা সোমমাত্রা প্রভূত পরিমানে বজায় থাকা আবশ্যক, এমন পরিমাণে যাতে বিষমাত্রা অভিভূত এবং নিস্তেজ হইয়া থাকে। অতএব, পরের শ্লোকে বলা হইতেছে—তুমি যে অভ্যুদয় কামনা করিতেছ, সেটি লাভ কর, বিরাট এবং আণব যথাযোগ্য ছন্দ যোজনা করিয়া; অর্থাৎ যেটি কেন্দ্রে রহিয়াছে আর যাহা বৃহৎ হইতে বৃহত্তর নেমিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এ দুয়ের মধ্যে কুশল ছন্দটি সর্বপ্রযত্নে রক্ষা কর! অভ্যুদয় লাভের নিমিত্ত এই পন্থা অবলম্বন করিবে। আর যার পর আর শ্রেয় নাই সেই সর্ববন্ধন হইতে মুক্তির নিমিত্ত কি করিবে? তার মুক্তির নিমিত্ত তোমার আত্মার গভীর হইতে গভীরতর দেশে দৃষ্টিকে সাক্ষাৎভাবে ফিরাইয়া আনো।

ইহা মনে রাখিও যে সত্য সর্বতোভাবে বরণীয় সত্য হয় না, শিবও সুন্দরও সেটি হয় না, যতক্ষণ সত্য, শিব, সুন্দরের 'স্বীয়ানুসন্ধান', কিনা. তার মূল (অথবা 'হৃল্লেখা') এবং স্বরূপের সন্ধানটি না হইতেছে। সে মূল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও স্বরূপের সন্ধানটি হইবে কোথায় ও কিভাবে? আপন আত্মার গভীরে 'প্রত্যগ দৃষ্টি', অর্থাৎ, সাক্ষাৎ অনুভূতির দৃষ্টিটি প্রস্ফুটিত করিয়াই (যে দৃষ্টি ও বোধির কথা 'বোরমানের ঐ মহাভিযান প্রার্থনায় ফুটিতে দেখি)। তখন দেখিবে—আত্মাই 'সত্যস্য সত্যম্'। এই নিমিত্ত সেই প্রাচীন ঋষির দৃষ্টিকে আবার স্মরণ কর—

শ্রুতির মন্ত্রে শুনি—"হে অমৃতের পুত্রগণ! অমৃত লাভের যে পুরাণী বাণী আদি সূরিগণ শুনাইয়াছেন, তাহা শোন—স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে বাহিরে বৃত্তিমান্ করিয়া আমাদের কতই না জানি "হিংসা" করিয়াছেন। তাহা হইলে বাহিরের দৃষ্টি কি দোষের? এর ফলে কি আমরা কেবলই কুহকে পড়িয়া বন্ধন আর মৃত্যুকেই ভজনা করিতেছি? না তাতো নয়! যে ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—মধুবাতা ঋতায়তে ইত্যাদি, অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র ধূলি রেণু থেকে আরম্ভ করিয়া দেদীপ্যমান ভাস্কর পর্যন্ত সকলই নিয়ত মধুক্ষরণ করে, সে ঋষির সত্য দৃষ্টিতে এই বহির্বিশ্ব যে কেবল একটা বিশাল বিষ মহীরুহ এমন হইতেই পারে না। ভক্ত রসিকেও 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" অথবা 'ঘট্ ঘট্ যে মেরে রাম," এইভাবেই বিশ্বের রসবস্তুকে আস্বাদন করিয়া থাকেন। তবে কঠশ্রুতির ঐ মন্ত্রে "হিংসা" কথাটি কেন বলা হইল? সেটি বুঝাইবার জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ঋষি বলিলেন—"তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" অর্থাৎ তুমি আপন আত্মার যেটি কেন্দ্রীণ সত্তা তাতে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবলই যে বাহিরে দেখিয়া শুনিয়া চাখিয়া বাছিয়া মরিতেছ! তাই বলি আপন অন্তরাত্মার প্রতি পরাঙ্মুখ না হইয়াই, কিনা তাতে অবস্থিত হইয়াই, বহির্বিশ্বকে দর্শন কর, বিশ্লেষণ কর, ছন্দসা সুগ্রথিত কর এবং আস্বাদন কর। অন্তরাত্মারও অন্তরতম স্থলে যে প্রতগাত্মা রহিয়াছেন, তিনি তোমার স্বরূপের কেন্দ্রবিন্দু, অতএব বাহিরের প্রতি বীতরাগ হইয়া নহে, পরন্তু বাহিরকে ঠিক ঠিক আপনার করিয়া লইব বলিয়াই বাহির হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য শিব, সুন্দরের যিনি সারের সার তাঁকে দর্শন কর।' এইভাবে প্রত্যগ্-দৃষ্টিতে তাঁকে দর্শন করিলে ভিতর বাহিরের। বিষ ও অমৃতের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব সেটি আত্মরসে 'ডুবিয়া গলিয়া যায়। অতএব, হে অমৃতের পুত্র! তুমি যদি অমৃতই ইচ্ছা কর তবে তোমাকে কেবল মাত্র কর্মকুশলতায় বীর হইলে চলিবে না, ধ্যান অথবা বোধির গভীরতায় ধীর কিংবা গীতার ভাষায় স্থিতধী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুর্গাদুর্গেতিনামগ্রহণকুলশতশ্ছন্দসা নাদসিংহ
মাস্থবুদ্দীপয় ত্বং বিষমমহিষভীবারণায় প্রকামম্।
প্রাণস্পন্দপ্রবাহে ভবতি সুষমতা স্থৈর্য্যগাম্ভীর্য্যমূলং
ত্রিস্মৃত্যেমং গজেন্দ্রং চরণযুগধরং পূজনং কীদৃশং তে ।।১

(ধৃতপদকমলং)

পৌনঃপুণ্যেনয়নাম হৃতুল বিয়তো নাদবিন্দুক্রমেণ
লব্ধাদৌ নাদসিংহং গণপতিবদনান্মন্ত্র চৈতন্যমিচ্ছ।
স্কন্দাদুদ্ধৃত্য বাণীং ভবতু চ কমলা ভাবমর্ম্মপ্রদাত্রী
দেবীপূজাকৃতৌ স্বে পরমপরিচয়স্বস্বিকাস্তপ্রহাসাৎ ।।২

হে সাধক!

অন্তরে বাহিরে, বিষমমহিষাসুরভয়ভীত,
আর্ত্ত কণ্ঠে, ডাকিবে না তুমি, 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে, করি করযুগল উত্থত!
ক্লৈব্য ভয়ে, রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হ'তে বাহিরায় কৈ 'জয় দুর্গা' সিংহনাদ,
নিশাচর, শৃগালের মতো, থেকে থেকে শুধু কান্নাসুরে ভাঙ্গ অবসাদ!
'জয় জয়' পঞ্চনাদ ধ্বনিয়া মানস কুহরে, আগে তারে, আপনায়
বীর্য্যদীক্ষা দাও,
সুর ছন্দে দীক্ষা পেলে, তব কণ্ঠে-নেয়া নামে হবে নাদসিংহ আবাহন।।
স্থির জেনো, আপনার প্রাণস্পন্দে অসাড়তা, বিষমতা নাই নিবারিলে।
সিংহপৃষ্ঠ বিনা, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা অভয়পদ, কভু নাহি মিলে ।।১
তাই বলি, অগ্রে গুরু মুখে শোন, কলা-নাদ-বিন্দুক্রমে,
নাম আর বীজ ব্যাহরণ।
বিন্দু হ'তে, সিংহনাদে সমুদিত স্বরে নামবীজ কলার বিতান।।
পুনঃ সব বর্ণকলা হরি আপনায়, নাদ লবে বিন্দুবাসিনী চরণে বিরাম।
আপনার ক্লৈব্য মুক্ত প্রয়াস তোমার, তাঁরি পায়, প্রপত্তিতে লুটাবে
পরাণ।।
হে কুমার স্কন্দ! মম মন্ত্রে করিলে সমুদ্ধার অনঘ কৌমারী শক্তিবলে।
হে গণেশ! ওঙ্কারের শুদ্ধমূর্ত্তি! তুমি নিজ ভর্গে, মন্ত্রে চৈতন্য আনিলে।।
লক্ষ্মী বাণী! তোমরা দুজনে মন্ত্রে যন্ত্রে দিলে শ্রীছন্দ খ্যাতি পরিসীমা।
তবু মাগো! তব নিজ মুখে হাসিছটা বিনা, সন্তানের নিজ আত্মখ্যাতি
নয়তো পরমা।।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বালোঽসৌ জজনীং দতা দশতি বা কেশেষু বাকর্যতি
পৃষ্ঠে বোত্থতমুষ্টিকঃ প্রহরতি ক্লেশায় কিঃ তৎ ক্বচিৎ।
(প্রহ্লাদনায়ৈব তৎ)।
তৎ প্রেমামৃতনিত্যপূরিতহৃদাং সর্ব্বেষু তদ্দর্শিনাং
(তন্নামামৃতনিত্য পূরিত হৃদাং)
(নিত্যং তচ্ছরণামৃতাপ্লুত হৃদাং)
(নিত্য নামরসাব্ধিমগ্নরনসাং)
শোকাশীবিষদংশনাদপি বিষং সান্দ্রে স্থধাব্ধৌ স্থধা ॥

ঐ দেখ, শিশু জননীরে তার
নবোদ্গত দন্ত দিয়া করিল দংশন।
নধর কোমল তার বাহু দিয়ে,
জননীর কেশপাশ করিল কর্ষণ।
কথনও বা ক্ষুদ্র মুষ্টি তুলি,
মার পৃষ্ঠে সজোরে সে করিল তাড়ন।
'উহু' 'উহু' রব মার মুখে—
'ব্যথা পাই ছেড়ে দেরে'—বেদনার ভাণ॥
কিন্তু স্নেহরসে ভরপূর প্রাণে,
ব্যথাটুকু কত না মধুর, কত কামনার ধন॥
তাঁরি প্রেমামৃত রসে ভরা যার প্রাণ,
সবে তাঁরি দেখা পায় যাহার নয়ন।
শোক আশীবিষে বুকে হ'লেও দংশন,
অন্তঃরর নিবিড় অসীম স্থধারসে,
সে বিষেরো অঘটন স্থধারসায়ন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দামোদরঃ

দাম্না বন্ধনচেষ্টিতং ন সফলং সংযোজিতেনাপরৈ
র্হ্রস্বং দ্ব্যঙ্গুলিমাত্রমস্থ বলয়ং দৃষ্ট্বা যশোদাকুলা।
আত্মেচ্ছাং তব বাধতে ন যদি মাং পূর্ণাত্মকামং বিভুং
বাৎসল্যৈকরসার্দ্র-পাশবলয়ে বদ্ধোঽস্মি মাভৈস্ত্বয়া ॥
(সান্দ্রস্নেহরসালপাশবলয়ে বদ্ধোঽস্মি মাতস্ত্বয়া ।।)

দুরন্তের শিরোমণি নীলমণি,
মা যশোদা আজি তারে বাঁধিবেন ডোরে।
কিন্তু, বাঁধিবার ডোর খাটো হ'ল,
মাত্র দু'আঙ্গুল বড় হ'লে ঠিকই বাঁধা পড়ে ॥
আন ডোর জোড়া দিল তায়,
যত জোড়া দিল কিন্তু না বেড়িল তারে।
বাঁধিবারে যত আকুলি ব্যাকুলি,
ঐ দু আঙ্গুল খাটো ডোর বাঁধিবারে নারে ॥
ব্রহ্মগোপাল বেশ ভগবান্.
অন্তর পরখি যেন কয় যশোদারে।
"আমি বিভু পূর্ণআত্মকাম,
কি দিয়ে কেমনে বল বাঁধিবে আমারে ?
যতক্ষণ জীব আপন ইচ্ছারে,
স্বতন্ত্র আমার ইচ্ছায় নাহি পারে সঁপিবারে।
জীব ইচ্ছা যেন অস্বীকারে,
ছাড়াছাড়ি হ'য়ে রয়, ভাবে ব্যবহারে ॥
ততক্ষণ সব 'ডোর' যেন,'
বুঝিবারে, ধরিবারে খাটো ঐ দু'আঙ্গুল তরে।
"'আমি' চলে 'তুমি'রে ধরিতে,
'তুমি' বলে –'আমার'টি হ'য়ে তবে 'তোমারি'
কর মোরে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি মা যশোদা মোর,
তুমি মা যশোদা মোর,
তোমার বাৎসল্যনস 'একরস' হ'ল এইবারে ;
সেই সান্দ্র-স্নেহ-রসাল পাশের বলয়ে,
চিরদিন বাঁধা রেখ, মাগো তব গোপালেরে ।।

বাল্যে মাতস্ত্বমেনং প্রহৃতপিতৃকরং মাতৃহীনং রুদন্তং
'মা মা কালীতি নীয়া বিগলিতকরুণাস্তন্যপীযুষপানম্ ।
বার্ধক্যে সর্ব্বজীবে সরসহৃদয়তাসম্পদে পাদচিন্তাহঽ
ঘাতঃ কেষাং প্রমাদাদ্ ক্ষরতু হৃদিসুধাং মাস্ব !   কার্য্যীঃ প্রখাতম্ ।।
শৈশবেতে মাতৃহারা মোরে, পিতা যবে রুষ্ট হ'য়ে করিলা তাড়ন,
তখন যে 'মা মা কালী' ব'লে, ডেকেছি তোমায় মাগো !
আর—আর—তখুনি যে কোথা হ'তে ছুটে এসে মোরে,
করাইলা গলিতকরুণা তব স্তন্যসুধা পান !
আজ এই বার্দ্ধ্যক্যেতে, করি শুধু তব ঐ রাঙা পা-দুটি চিন্তন
কিন্তু, কেন, বলতো জননি !
সর্বজীবে ভালবাসা দিয়ে এই বুকখানা স্নেহধনে প্রতুল করিবে,
তাই—
কেউ যদি ভ্রমে বা প্রমাদে, এরে করে গো আঘাত,
তবু, সে আঘাতে, এ হৃদি হ'তে প্রেম সুধারস শুধু ক্ষরে যাবে,
আর, দেখো যেন, এ বাছাটার হ'য়ে প্রত্যাঘাত তরে
তুলিও না তব হাতখানি !

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ণ্যাভ্যাং তস্য বক্ত্রাৎ পরুষগহিতবচঃ ক্ষোভসৈকন্তু শৃণ্বন্
বক্ষোমধ্যে প্রিয়ো য শ্চিরমধুরগির স্তস্য কিংবা শৃণোষি।
রোষচ্ছায়াক্তভালেঽশনিমৃদুচমকং পশ্যসি ত্বং বিভেষি
প্রাণানাং প্রাণ এষোঽতুলনতনুরুচি স্তত্র কা মর্মদৃষ্টিঃ ॥

তাঁর মুখ হ'তে, যদি বা একটি, পরুষহিত কথা শোনে কাণ দুটি
অভিমান ফোঁস ক'রে ওঠে, ক্ষোভের বয় কতনা তুফান!
কিন্তু, নিরালায়, বুকের মাঝারে, প্রিয়, রাতিদিন,
একবার নয়, কতবার, কত না মধুর সম্ভাষে,
'লক্ষ্মী সোনা মাণিকটি'—ব'লে, সে সম্ভাষ শুনিবারে
একবারও পাতিলে কি কাণ?
প্রসন্ন উজ্জ্বল ললাটে,
একরত্তি রোষছায়া,
তাতে মৃদু চপলাচমক,
ঐ আঁখিদুটি শুধু তাই দেখে আর ভয় পায়!
পরাণের প্রাণ চির বান্ধব আমার সে যে,
তার অতুলন প্রেমমাখা তনুরুচি
সে চিরবিমোহন রূপ, হেরিবারে, কভু কি কোমার;
মরমী দরদী দিবিটি ফিরাও?

রুগ্নং জীর্ণঞ্চ দীনং তুদতি নিজসুতং যাঽট্টহাসা মহোচ্চৈঃ
সা কিং জোষং রুদন্তং নয়তি তমধুনা স্তন্যপীযুষসৌখ্যম্।
নক্তং মেঘৈঃ প্রচণ্ডৈঃ কুলিশখনরবৈ র্বল্লরীং বেপমানাং
(গুরুরবৈ)
স্বাপং সদ্যঃ সুধাংশুক্ষরিভবিমলতাঃ-ফুল্লমল্লীপরাগৈঃ ॥ (নয়তীজি)
(সান্দ্রং)

রুগ্ন জীর্ণ দীন তব এই ভীরু তনয়েরে
কত কয় ক্লেশ দাও, মাগো ক্ষ্যাপা উচ্চ অট্ট অট্ট হাসি।
সে যখন কেঁদে হ'ল সারা,
তখনিই ছুটে আসি
বুকে তুলে নিয়ে দাও তারে,
নিজ স্তন্যসুধা আর্ত্ত কণ্ঠ ভরিবারে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘোর নিশা, মেঘমোররূপা,
মুহুর্মুহুঃ অশনি গর্জ্জনে।
উপবনে ব্রীড়াবিজড়িতা বল্লরীরে, ভয়ে কাঁপাইয়া
দিয়ে যাও এত মত্ত চণ্ডদোলা ॥
ক্ষণপরে, সুধাংশু কিরণ ঢলঢলো;
শয্যা তার পাতিয়া যতনে।
তারে ঘুম পাড়াইয়া রাখ' তুমি—
ফুল্ল মল্লীবীথি, পরাগ পেলব অঞ্চলা ॥

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নীলাশ্মদ্যুতি হৃষ্টকোরকমধু প্রেষ্ঠালিভির্মৃগ্যতে
(হৃষ্টকোরকরসং যূথালিভি)
শৈবালোদকপুষ্পগুচ্ছমপি নাস্তং গূঢ়সর্পালয়ম্।
ভোগী চন্দনকেতকীবনভুবং যোগীপ্সতে গহ্বরং
হেয়াহেয়বিচারণৈবমপি হৃদ্ বাসী পুমানুত্তমঃ॥
(বাসী স যঃ সুন্দরঃ)॥ ১

শৈবাল আচ্ছন্ন সরোবরে,
ফুটিয়াছে শৈবাল কুসুম গুচ্ছ,
নীলকান্তমণি যেন স্তবকে স্তবকে।
হৃষ্ট সেই কোরকের মধু,
পিবে ব'লে মঞ্জুল গুঞ্জনে,
অলি যূথপতি মৃগ্যমধু আস্বাদ পুলকে॥
কিন্তু, ঐ ফুটেছে নলিনী,
মেলি তার শতদলে লাবণী কুহক ;
তার পানে পরাঙ্মুখ ভৃঙ্গরাজ কেন বল দেখি ?
সে যে জানে, বারংবার
কুহক ফাঁদেতে পড়ি,
মৃণালে লুকায়ে তার রয় বুঝি কালব্যাল দিঠি অনিমিখ।
চন্দন কেতকী সুরভিত বনে
ভোগী তার বাসা বেছে লয়।
আর, যোগী গিরীন্দ্রকন্দরে,
অথবা শ্মশানে বাঁধে যোগালয়॥
যেটি হেয়, যাহা উপাদেয়,
অসুন্দর অথবা সুন্দর, তাদের ভূমিকা।
জড়াজড়ি ক'রে আছে সব তাতে,
এই বুঝে বিচারণা, বেছে-নেয়া চলেছে আমার।
কিন্তু কবে হব অসংশয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরম সুন্দর পুরুষ উত্তম,
বিশ্বে প্রতি রেণুটিরও হৃদে জুড়ে রয়েছেন একা,
কবে সে ফিরিয়া তাঁরি পানে, হবে বঁধুয়ার মরমী দোসর !

কা বার্ত্তেতি যদি পৃচ্ছসি নিজগৃহে
লগতি কিং তে প্রিয়াধরে চারুলাস্যম্ ।
কিং ভদ্রং স্বজনবন্ধুজনভবনে
স্ফুরতি পৃষ্টে কদা মুখে কস্য হাস্যম্ ॥

নিজগৃহে জনান্তিকে মর্মসমাচার শুধাইলে,
কবে বল তব প্রিয়াধর চারুলাস্যে খেলে যায় !
আর, স্বজনবান্ধব বন্ধুগণ,
কেবা বল, শুভসমাচার শুধাইলে,
কবেই বা, হাসিভরা মুখে, তোমাপানে চোখ তুলি চায় !

বিহরসি রহসি হৃৎপঙ্কজে মধুমানস !
যিবমসি মনসি কিং পঙ্কলেপনলালস !
বিকিরসি সরসি চেৎ সৌরভং দিশি নন্দনং
গণয়সি গলিতপঙ্কং কথং দিবি চন্দনম্ ॥

মধু মুগধমানস হে আমার অন্তর ভ্রমর !
তুমি নিভৃতে বিহর মম ফুল্ল এই হৃদয় পঙ্কজে !
কিন্তু তবু বল, হে মরম মধুপ মম !
ভুচ্ছভোগপঙ্কলেপ নেশা,
একান্তই কাটিল কি তব ?
এই প্রাণসরোবরে, তুমি ছড়াও চারিভিতে
হৃদয়নন্দন সৌরভ ;
তবু বলিবে কি, আজও কেন বা গণিলে,
অসার গলিত পঙ্কেরে, চন্দনের সার, যাহা নাকি স্বরগে দুর্লভ !

ব্রজসি যদি বহিস্ত্বং মন্দিরং পশ্যসীশং
মনসি তমনুপশ্যেৎ স্যাদ্ যদি ধ্যাননেত্রম্ ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহিরপি পুনরন্তঃ পশ্যতি ব্যাপিনং ত
মখিলমনুবিশন্তং যঃ কবিঃ ক্রান্তদর্শী ॥

বিশ্বনাথ কোথা মোর ঘরে ;—
ভেবে যদি যাও ঘরের বাহিরে দেবতা মন্দিরে ;
মন্দির মাঝারে দেখি বিশ্বেশ্বরে
অখণ্ড ঘৃতদীপালোকে
কর নতি স্তব স্তুতি কত করজোড়ে ॥
দেবতার নির্ম্মাল্যের জল, আর অশ্রুজলে
যদি ধুয়ে দেয় এ নয়ন কুহক-অঞ্জন,
অখণ্ড সে দীপালোকে,
ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ শুভ্র আলোময় ধেয়ান নয়ন।
তা হ'লে, আপন ঘরে, একান্ত নিভৃতে,
পূতোজ্জ্বল মানস আসনে
হের দেবতার তব, যত সাধ জ্যোতীরস স্নান ॥
এ মানসপূজা তবু সাঙ্গহীন—
কোন্ মহা বপুলের প্রতীক্ষায়।
অসীম সে ভূমা রসজ্যোতি,
বাহিরে অন্তরে, এখানে সেখানে, দিনযাম ভেদকুণ্ঠাহীন !
তাই সেই আরাধ্য পরমে,
অখিলের প্রাণের স্পন্দনে,
অনন্ত পুলকে, অকুণ্ঠ আলোকে,
সুরে ছন্দে লয়ে, নিত্য লীলাপর নৃত্যপর,
অনুক্ষণ তোমা হেরিবার, সর্ব্বভেদ সীমানার পারে।
হে পুরাণ কবি,
কবে হবে কবি দৃষ্টিদান, ভুবনভরণ ভগবান্ !
যদ্‌ভোগায়তনং শরীরমশুচি ক্লেশাহিশঙ্কাকুলং
চিন্তাগ্নিজ্বলনেন্ধনং জতুগৃহং কা তত্র ভদ্রৈষণা।
ভোগে মে যদি যোগসাধনপরঃ কর্ম্মাপি সেবাপরং
(ক্লেশোঽপি সেবাতপঃ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিন্তা চিন্তনমচ্যুতে তনুরিয়ং নেদিষ্টদেবালয়ঃ ।।

(শ্চিন্তা)

চিন্তা চেন্ মধুপাচ্যুতাঙ্ঘ্রি কমলে শ্রীনাথগেহস্তনুঃ ।।

হৃচ্চিন্তামণি-চিন্তনৈকরসভুক্ চিন্তাপি চিন্তামণিঃ ।।

(চিন্তনাচ্যুতরসা)

ভোগই সর্ব্বস্ব হ'লে,
ভোগায়তন এ শরীর আসার অশুচি ।
পঞ্চক্লেশ যেন সর্প,
পঞ্চফণা তুলি, সদা ত্রাস রাখিয়াছে রচি ।।
আর, শুধুই কি তাই ?
দেহ যেন জতুগৃহ, চিন্তাগ্নির জ্বলন ইন্ধন ।
বল দেখি এ ঘরেতে
কেমনে দেখিবে ভদ্র সত্য সুখের স্বপন ?
তথাপি এ দেহ তুচ্ছ নয়,
যদি ভোগ হয় তব যোগের সাধন—
ভোগে যোগ, যোগে ভোগ, দুয়েতে মেলন ।
আর ক্লেশবিষ জ্বালা ?
সে জ্বালায় করিবে না, তাঁরি সেবা, জীবসেবা
যাগেতে হবন ?
কর্ম্ম তব সর্ব্বজীবে ইষ্টবুদ্ধি সেবা নিবেদন ?
জীবন্তের চিতা যেই চিন্তা,
সেই চিন্তা হবে নাক' অচ্যুত চিন্তন ?
তাঁর চরণ সরোজ মধুরসে,
চিন্তা মধুকরী কভু হবে না মগন ?
তাই হ'লে যোগ-সেবা-প্রেম ।
এ তিনের ত্রিবেণী সঙ্গম সিয়ান ।
—সমাপিয়া এ শরীরও তীরথ পরম ।।
সদাক্ষণ সন্নিকট দেবালয়,
শ্রীনাথের নিত্য লীলানিকেতনে ।।
চিন্তা নিজ বিষেতে জর্জ্জর ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু, হৃদয়ের যেবা নাথ রসচিন্তামণি।
তাতে নিত্য একরস,
যদি চ্যুতিহীন তাঁরি সঙ্গসুখে বিলাসিনী।
তবে, ঠিক জেন', সে চিন্তাও চিন্তামণি,
পরশেতে তার, বিষের-ও সে সুধারসায়নী।
বিষের দহনে সে যে অমৃতপ্লাবনী॥
(সুধা নির্ঝরিণী)॥

৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"নোপেক্ষমাণশ্চর"

শ্রদ্ধাবেদিসমিংস্থ তে হুতভুজঃ প্রজ্বালিতা যা শিখা
যাগার্থং গুরুদৈবতস্য কৃপয়া সিদ্ধিং পরামীপ্সিষোঃ।
প্রাস্তং চেন্ন হবির্ন দত্তমধুনা হব্যঞ্চ তস্যাং সকৃৎ
ভস্মাচ্ছাদনকুণ্ঠিতবিষমহো দীনঃ কথং শোচসি ॥
শ্রদ্ধাভাববিহীনমন্দকৃতিনঃ কিং ফুৎকৃতিঃ ভস্মস্থ
সম্যঙ্-নৈব বিধূননং গুরুকৃপাপ্রারব্ধবাতং বিনা।
প্রাস্তং নাশ্রু হবির্ন দত্তমমলং চিত্তং ন চেদিন্ধনং
বহ্নিং গোপিতবর্চ্চসং ত্বনিধনং নোপেক্ষমাণশ্চর ॥

শ্রদ্ধাবেদি পরে
পরমশ্রেয়ো লাভে অভিলাষী,
গুরু দৈবতের কৃপা,
যাগ তরে জ্বেলে দিল বহ্নি শিখা অবিনাশী,
প্রণুত প্রাণেরে ভব রচিল সমিধ্।
আজ যদি একবারো
সে অগ্নিতে নাহি ঢালো হবি,—
মথি অন্তরের সকল আকুতি ;
নয় হব্য সমর্পণ—তব কর্ম কাম সবি ;
তবে বল ভস্মে ঢাকা,
কুণ্ঠিত সে বহ্নিতেজ দেখি,
কেন ব্যর্থ শোক
নিস্তেজ অসাড় নিজ অন্তর নিরখি !
শ্রদ্ধাভাবহীন
তুমি মন্দকৃতি, শুধুই ফুৎকারে,
ভস্ম সরাইবে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'জেন' শুধু গুরুকৃপাপ্রারব্ধ সমীরে,
মূঢ় সেই ভস্মরাশি হবে বিধূনন !
যতক্ষণ অশ্রুহবি,—
না হবে সবন, শুদ্ধ চিত্ত না হবে ইন্ধন,
ততক্ষণ ভস্মেতে গোপিত
নিত্যবর্চ্চ সে বহ্নিরে রাখিও স্মরণ,
অনাস্থায় উপেক্ষায় ফেলনাকো মন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সরিদ্-বারিদৌ

সা তন্বী সিকতাস্থ গুণ্ঠিতগতির্জ্যার্তে সরিদ্ বারিমুগ্
ভো বারীণি কথং ন মুঞ্চসি সখে রিক্তোঽস্মি তামাহ সঃ।
আদৎসে যদিদং কথং ন সলিলং দাতুং প্রকামং পুনঃ
সিন্ধুং গচ্ছ কৃপাঙ্গি ! যত্র ন মরণং স্যাদাবয়োর্ভর্ত্তরি ।।১
গচ্ছন্তীং জলধিং স আহ জলদস্তে নাথ আহ্বায়তে
সিন্ধুদ্বেলজলৌঘপূরিততটে শুষ্যেন্ন তে জীবনম্।
গচ্ছমো বয়মাহৃতাম্বুনিচয়া উৎসং সমুদিশ্য তে
তোয়ৈস্তত্র গিরৌ তুষারনিবহং পুষ্ণাম ইত্যাশয়া ।।২

বালুকায় কুণ্ঠিত গমনা তন্বী সে সরিদ্ সমিনতি;
উর্দ্ধে বারিদেরে ডেকে কয়—
দেখ সখা ! চলিয়াছি সিন্ধুর মিলনে,
জানি না যে সে আমার আরো কতদূরে রয় !
কিন্তু এ চলার পথে, যদি শুকাইয়া মরি,
তবে তুমি বন্ধু না হবে সহায় ?
এলে যদি নভপথে আমার সন্ধানে,
মুক্ত বারি ধারে কেন নাহি বরিষ অভয় !
সরিতের আর্ত্তিভরা সুরে থমকিয়া মেঘ, মৃদু পবন নিঃশ্বাসে
কয়,—রিক্ত আমি কি করিব নাহি যে উপায় !
তবু যেয়ো নাকো চ'লে একা ফেলে মোরে সখা,
এই নাও মোর জলরত্তি তুলে তাতে যদি হয় !
প্রচুর বর্ষণে ফিরে দিও এই স্বল্প ঋণ,
অকুণ্ঠায় ভরে দিও মোরে সেই করুণায় !
ক্ষণকাল মৌন রহি মেঘ, কি ভাবি অন্তরে,
সরিতেরে কয় করি স্নিগ্ধ অনুনয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে কৃশাঙ্গি কৃচ্ছ্রব্রতে! দেখো কোনমতে যেন সিকতায়,
সিন্ধুপানে চলা তব শেষ নাহি হয়!
পরাণের শেষবিন্দু ল'য়ে চল, চল তারি পানে যেবা ভর্ত্তা,
তোমার আমার পূর্ণ ভরণ নিলয়!
শুনিয়া আশ্বাস বাণী চলেছে সরিৎ কোনমতে কতদূর!
সাথী মেঘ নদী-নদীনাথ মিলনের দূত;
আর ভয় নাই অয়ি ভীরু! তব নাথের উদাত্ত আহ্বান,
শোন কান পেতে ঐ বিপুল অদ্ভুত!
সমুদ্বেল সিন্ধুজলরাশি এখনি প্লাবিবে দুটি তট,
জীবন শুকায়ে যাবে তব নাহি তার ভয়!
সকল বন্ধন শিথিল বালুকা সম, নিমেষে সরায়ে
অসীমের মাঝে তুমি হবে নিশ্চিন্ত অব্যয়!
আর আমি যাবো সিন্ধু হতে রিক্ত আপনায় করি পূর্ণ
তব দূর দুর্গম উৎস সমুদ্দেশে—
সেথা—তুঙ্গ গিরি সানুদেশে, যে তুষার নিবহে জন্ম তব,
তারে তুহিন বর্ষণে করিব পোষণ এই আশে!
উৎসমুখে বিন্দুরূপে তোমার ক্ষরণ হোক চিরন্তন
আর, সে বিন্দুরে সিন্ধুতেই একান্ত অর্পণে
হোক্ মোর চরিতার্থ প্রয়োজন!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মা ভৈঃ"

মথ্নীত সুরদানবাবহরহস্ত্বামব্ধিমগ্রে যথা
সঞ্জাতং যদি মন্থনেষু গরলং কালাগ্নিতুল্যং তব।
মা ভৈঃ শঙ্করনীলকণ্ঠশরণং সদ্যো গতস্যাধুনা
লক্ষ্মীস্তেঽমৃতভাণ্ডশীকরচয়ৈর্ভদ্রাণি রক্ষিষ্যতি ॥

একটিবার নয় শুধু পুরাণী কথায়,
অহরহঃ তোমাতেই চলিয়াছে সাগর মন্থন।
ভদ্র আর যে অভদ্র সুরাসুর পক্ষ
অতন্দ্রিত সে মথনে লেগে সদাক্ষণ।
বিষ আর অমৃতের মাত্রা সব মিলে,
তবু, মথনেতে সারসুধা রহে কোথা যে গোপন!
কালাগ্নির তুল্য জালাময় বিষবাষ্প,
সে বাষ্পে ছাইল যবে তোমা সর্বপ্রাণ,
তখনো কি ভয়! নাও গুরু শঙ্কর শরণ!
ভয়েরো যে ভয় নীলকণ্ঠ, মৃত্যুরো মরণ!
সদ্য সদ্য সে শরণে, এখনি তোমার অন্তর বাহির—
সারা অঙ্গে, লক্ষ্মীভাণ্ডে সুধাকণারাশি হবে যে সিঞ্চন।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মা শুচঃ

কাংসৌ বাতবিচালিতাম্বুলিলয়ে দোদুল্যমানা তরী
ঘোরা রাত্রিরদীপিকাপ্যপিহিতা মেঘাম্বুপাতৈর্দিশঃ।
মা ভৈরিত্যপি তে ন দত্তমভয়ং তত্রাপি হে নাবিক।
কর্ণস্থো দৃঢ়মুষ্টিকশ্চ তরণীবাতগ্রহেঽপি ধ্রুবঃ ।।

অম্বুরাশি মাঝে অকূলেতে
ক্ষেপা পবনের ঘায়ে বিচলিত,
দোল খাওয়া অসহায় কোন এ তরণী!
ঘোরা রাত্রি একটিও দীপ নাই,
ঢাকা দশদিশি মেঘাম্বুবর্ষণে,
ধ্রুব তারাটিও বুঝি হারাল সরণী!
দূরে বা অদূরে শোনায় না কেউ—
মাভৈঃ বলিয়া ভরসার অভয়ের বাণী।
তবু এ বেঘোরে হে তরী বাহক!
ধীর নেত্রে চেয়ে দেখ তরী কর্ণধার যিনি,
হালে দৃঢ় মুষ্টি কভু শিথিল তো নয়,
আর—নায়ের পালের দড়ি ধ'রে ব'সে ধ্রুবপাণি!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মকৃপা

মেঘঃ কুজ্ঝাটিকা কদাপি চ ধূমঃ ক্বচিদ্ বাধতে
সর্ব্বত্রৈব সমানদীপ্তমুদিতং পৃথ্বীতলে ভাস্করম্।
আষাঢ়স্য নবাম্বুদপ্রচয়তো বারীণি মুক্তানি কিং
শৃঙ্গেহদ্রেশ্চ মরৌ বিলে সরাংসি নো সর্ব্বং সমং বিভ্রতি ॥ ১

পৃথ্বীতলে তেজোবরিষণে
সমুদিত ভাস্করের পক্ষপাত নাহি,
সর্ব্বত্র সে চির সমদ্যুতি,
তবু কেন আছ সে আলোকরথ পথ পানে চাহি!
ঐ তো ভাস্বর দিব্যরথ,
কিন্তু, মেঘ কুজ্ঝটিকা ধূলি আর ধূমে
বারংবার ঢাকি জ্যোতিবর্ত্ম
শুভ্র আলোকেও এক রাখিল বিভ্রমে!
আষাঢ়ের নবমেঘচয়
হতে মুক্ত বারিধারা ধরণীর বুকে—
ঐ নেমে এল অবিরল!
"ওগো রিক্ত কুম্ভ ভরে নাও"—ব'লে স্নেহে ডাকে।
উদ্ধত পাষাণ-শৃঙ্গ-অভিমান
সে স্নেহ প্লাবন ধরিবে না শিরে অঙ্গে!
তাতল-সৈকত অবিশ্বাস
সেধে যাওয়া ধারাটিরে না রাখিবে সঙ্গে!
কেদারেও "চোরা" ছিদ্রপথে
কোথা উপে গেল লক্ষ্মীর অকুণ্ঠ আঁচল-সেঁচা জল।
শুধু ঐ উদার উন্মুক্ত সরসীতে—
মহাবিপুলের গলিত দরদ—জীবন যে করে টলমল!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন শোভতে ন সহতে

তে ভার্যাত্মজভার-ভৃভৃতমপি স্কন্ধশ্চিরং স্কম্ভতে
কিং মূচ্ছার্চ্চনপুষ্পমেকমধুনা বোঢ়ুং করে শোভতে।
দৃষ্ট্বাশ্রূণি মৃষা শুচোঽক্ষিযুগলে তে লজ্জতে নির্ঝরঃ
কার্পণ্যং সহতে ন বন্দ্যচরণে তে নেত্রয়োঃ নৈকতম্॥

দারাসুত ভার, মৈনাকের গুরুভার—
সে ভার বহিতে স্কন্ধ চির আছে দৃঢ় আর ক্ষম,
তাঁর অর্চ্চনার, নির্মাল্যের এক পুষ্প
কর পাতি নিতে যেন মূর্চ্ছা যাবে হেন সর্ব্বগ্রাসী শ্রম!
মিছে দুঃখ শোকে
তব অশ্রুধার দেখি লজ্জা পেল বুঝি স্ফীত মুখর নির্ঝর,
ও বন্দ্যচরণে
এক ফোঁটা অশ্রুতে ক্ষীণ আঁখি, সহিতে না পারে শুষ্ক সৈকত
প্রান্তর!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃতিঃ কৃপা

কৈলাসেশনিবাসবাসমনসা পন্থা য উচ্চাবচো
দীর্ঘো দুর্গমবন্ধুরঃ (সঙ্কট সঙ্কুলঃ) স্থিতধিয়াঽতিক্রম্যনাণঃস্থিতঃ।
তস্মিন্ কিং পথি গচ্ছতে গিরিঝরী দদ্যান্ন শান্তিদ্রবং (নাদাৎ
প্রকামং পয়ঃ)
ছায়াচন্দনলেপনঃ ক্রমররঃ স্নানং সরো মানসম্ ।।

কৈলাসেশ নিবাস পাদমূলে
বাসে যেবা করিল মানস,
কত উচ্চাবচ পন্থা তার লাগি
কত দীর্ঘ সঙ্কট সঙ্কুল,
ডেকে কয়—'কর অতিক্রম, দেখি তব অজেয় সাহস !'
চলিয়াছ কত কৃচ্ছ্র সাধনায়,
অস্থিত শিলায় শিলায়, ধৃত দণ্ড রাখিয়া স্থিতধী !
ক্ষিপ্তছন্দ বক্ষের স্পন্দনে কতবার আচম্বিতে আপনি থমকি যাও,
আপনার নাসাপুটে—
ক্লিষ্ট শ্বাস বলে—আর না, চলেছি তো কোনমতে এই অবধি !
পর্ব্বতের পবন হিল্লোল,
স্নিগ্ধ, তবু না শুকায় ভালে স্বেদধার ;
অন্তহীন চরাই-উতরাই,
ভাঙ্গিতে যে ভাঙ্গে মেরুদণ্ড, দণ্ড কম্পমান, পঙ্গু কর ;
তবু ওগো কৈলাস তীরথ যাত্রী,
অমৃতের পান্থ ! রয় যে প্রয়াস তব চরম আয়াসে অজর ।
ভেবেছ কি—বুকে এত বলের সম্বল, যোগাল কোন হৃদিস্থিত দেবতার
নেপথ্য প্রসাদ
শুধু তাই নয়—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এত দীর্ঘ কৃচ্ছ্র মাঝে অমৃতের স্বাদ;
পাইয়া চলেছ যে পদে পদে,
বিপদে আপদে!
তৃষিতের শুষ্ক আর্ত্তকণ্ঠে,
কত গিরিঝরী ঢেলে দিল অকুণ্ঠায়
অনবিল স্নেহ শান্তিদ্রব!
সুরভিত ছায়াঘন কত দেবদারু,
স্বেদক্লিন্ন অঙ্গে দিল চন্দনের পেলব অভিষব!
পেলে এত সাক্ষাৎ সোহাগ সান্ত্বনা, এত সাহস আশ্বাস!
তীর্থ যাত্রা সাঙ্গমুখে
সকল নির্ঝর, সকল তটিনী, যত না বিহগ মুখর,
মৌন যবে মহানের ধ্যান মগ্নতায়—
তখন সে কান্তোজ্জ্বল হিরণ লগনে—
দেবতার বিগলিত করুণা প্রশান্তি,
মানস-সরসী হয়ে, নিল যে তোমায় টেনে
কত না আকুল অপেক্ষার পারে, ওর-হীন স্নেহ গাঢ়তায়:
বলে "এস বৎস! এ দিব্য মানস অমৃতে অবগাহি,
লভ দিব্যদৃষ্টি হেরিবারে ঐ শুভ্র মূর্ত্ত মহিমায়,
নিত্য শুদ্ধ অমূর্ত্ত সে মহা দেবতায়।"

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রশস্তিঃ

সর্ব্বস্বং মম বাসুদেব ইতি চেদাকৃতিরৈকান্তিকী
যদ্ যদ্ দৃষ্টিপথে শ্রুতৌ বচসি বা তত্তদ্ধরে রোচনা।
পাদে নৃ'ত্যতি সর্ব্বতো নটবরো দোর্ভি স বীণাকরঃ
কারাগারসমং তদা ভবগৃহং স্যাৎ প্রেষ্ঠরঙ্গালয়ঃ ॥

বাসুদেব! 'তুমি হও সর্ব্বস্ব আমার'
ঐকান্তিক রহে যদি আকুতিটি মোর ;
যাহা কিছু আসে দৃষ্টিপাতে বচনে শ্রবণে,
সকলি তো তোমারি রোচনা প্রাণ মানে ;
পদে পদে তোমারি নৃত্যছন্দ নটবর !
করে করে মধুবীণা সুর বীণাকর !
তাই যদি—কারাগার সম এ মম আলয়,
প্রিয়তম (তোমারি তো) আমা ল'য়ে রাস রঙ্গালয় ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোগিনী-যোগিনী

লাবণ্যং কনকোত্তনাদপি বরং দেহে চ রম্যং গৃহং
হার্দ্দো মে দয়িতো মণির্নয়নয়োঃ পুত্রঃ প্রকামং প্রিয়ঃ।
ভোগাশা যদি দংশিতুং শতফণা জাতা যথা ভোগিনী
যোগান্ মাধব যোগিনীং তব হরেঃ মাং পাহি যোগেশ্বর ॥

নিকষকাঞ্চন জিনি অঙ্গের লাবণী
রম্য হর্ম্ম রম্য পুষ্পের বীথিকা ;
পতি হৃদয়ের সখা, পুত্র নয়নের মণি,
কমলার গলে অম্লান কমলমালিকা ;
কিন্তু ভোগাশা আমার যদি ভোগিনীর (সর্পিণীর) মত,
দংশিবারে তোলে শতফণা ;
হে মাধব ! যোগেশ্বর হরি। মুগ্ধ মোরে
তোমারি প্রেমযোগে অন্তরে যোগিনী,
সাধিবে না নাথ ! বাহে শুধু সাজায়ে ভোগিনী !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সিদ্ধ-নিরাময়ক্রমঃ

তুদতি যদি শরীরং মানসং রোগপীড়া
নিপুণবরভিষক্ কিং মন্দিরাভ্যন্তরং ন।
প্রথমমভিবৃণুষ্ব স্বাত্মবিশ্বাসদার্ঢ্যং
চল গুরুভববৈদ্যং কায়বৈদ্যঞ্চ পশ্চাৎ॥
(শ্রয়)

রোগে শোকে দেহমন যখন কাতর।
তখন, সব আগে, বাহিরেই কেন ছুটাছুটি॥
তব আপন মন্দিরে নাই কি ভিষগ্‌বর।
তোমা পানে মেলি তাঁর করুণার অপলক দিঠি॥
তাঁরি পায়, সর্বপ্রথমেতে, মাথা রাখি মাগো দেখি।
তাঁরি নাম চির মহৌষধি—তাতে নিজ শ্রদ্ধা ঐকান্তিকী॥
তারপর, সে দৃঢ়বিশ্বাসে বাঁধি কম্পহীন বুক।
যাও; মাত্র একক্ষণ তরে, ইষ্টপদে রাখিবারে মুখ॥
তাঁর পদধূলি আশীর্ব্বাদ করিয়া সম্বল।
কায়বৈদ্য দ্বারে যাও; যাচাইতে প্রতিশ্রুত ফল॥
সংসারেতে বদ্ধজীব! তব আর্ত্তি তরে।
এই সিদ্ধ নিরাময়ক্রম, ব্যতিক্রমে কেন পড়' অকূল পাথারে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমাপঞ্চকম্

দশ পদনখরাণি প্রোজ্জলে চক্ষুষী দ্বে
হ্যপগতকুহকাঙ্কো সৌম্যভাতিশ্চ ভালঃ।
স্মিত-স্থবলিতমাস্থঞ্চাশিষে পাণিমুদ্রে
গুরুবিমলসুধাংশোঃ ষোড়শী পৌর্ণমাসী॥ ১

দশমিতকরণাণি জ্ঞানকর্ম্মপ্রবৃত্ত্যৈ
দশবিধগুণবৃত্ত্যৈ বাপি যে প্রাণসংজ্ঞাঃ।
অহমিতি চিতিকেন্দ্রে চিত্তবুদ্ধী মনশ্চ
সহ সদয়পদাভ্যাং শ্রীগুরোঃ পৌর্ণমাসী ॥ ২
(সহ গুরুচরণাভ্যাং সন্তু মে পৌর্ণমাসী) ॥ ২

চিত্তং কারুণ্যসিন্ধুর্ভবতু করুণয়া মানসাখ্যাং সরস্তে
যত্র ধ্যানায় তুভাং স্ফুরতু কুমুদিনীকান্ত পীযুষকান্তিঃ।
পূজায়ৈ তত্র ধূপৈঃ কুমুদ-পরিমলো দীপকৈঃ কৌমুদী বা (পূর্ণিমাভা)
নৈবেদ্যৈর্নাথবক্ত্রা (পাদা) দমৃতবিতরণং বিশ্বতো ভো চকোর ! ॥ ৩

ফলকমিব দুরিতচিত কলুষমলদূষিতম্।
কুরুত মন উদিতগুরুচরণ-শশি-ভূষিতম্ ॥ ৪
ফলতু চিতি নভসি গুরুমহিমচিরপূর্ণিমা।
জয়তু চিরমমলরুচিলসিতগুরুচন্দ্রমা ॥ ৫

তব দশ নখর শশিকলা, শোভে দুটি চরণরাতুলে।
গলিত কুহক অঞ্জন উজল নয়ন দুটি, দিব্যবর্চ সৌম্যভাতি তব ভালে ॥
প্রেমে করুণায় হাসিমাখা ও তব বদন, আর, দুটি করে মুদ্রা চির আশিষের।
হে আমার গুরু ! বিমল সুধাংশুরূপে, ঐ ষোলকলা পূর্ণ তব,
নিত্যগুরু পূর্ণিমাবাসরে ॥ ১

শুধু বাহিরেই তুমি রবে বিরাজিত, হে মোর অন্তরস্বামী !
যে চতুর্দ্দশকলা দিয়ে রচিলে আমায়, হে অন্তরযামি !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই দশ জ্ঞান কর্মেন্দ্রিয়, অথবা, দশবিধ গুণ কর্মতরে, দশবিধ
পরাণী আমার ;
আর, আন্তর চেতনার, কেন্দ্রে 'আমি' টিরে রাখি, মন বুদ্ধি চিত্তে
করাও ব্যবহার ;
এই ভ্রষ্ট বিমলিন চতুর্দ্দশকালে, করুণাপরশমণি তব দুটি চরণ মিলালে,—
আর, অঘটন ঘটালে যে নাথ ! সেই কলুষিত চতুর্দশে অমল
ষোড়শকলা চন্দ্রমা করিলে !
হে চিত্ত চকোর আমার ! অপার করুণাসিন্ধু গুরু,
হউক মানস সরোবর, আর, সেই সরসীর জলে, কুমুদিনীকান্ত চন্দ্রমার
অমিয়কান্তিটি আমার চিরধ্যান তরে হউক ফলিত ;
ধূপদানে তব পূজা হে আমার নাথ ! হউক কুমুদিনী শুচি পরিমল,
কিংবা পরাণজুড়ানো সমীর-অঞ্চল-অগুরু !
দীপদানে আরতি তোমার, হউক আমার তরে, চির অম্লান পূর্ণিমা
কৌমুদী ;
আর, নৈবেদ্য আমার, হউক শ্রীগুরু বক্ত্রবাণী কিংবা গুরু পাদামৃত বিশ্বে
সবাকারে বিলাতে আমোদী !
দুষ্কৃতিনিচয়ে, বিমলিন ফলকের মতো এই কালো মনটা দুষিত ।
আজ, সকলে সে মনে করো—উদিত শ্রীগুরু চন্দ্রমার অমিয়কিরণ
নিষ্ণাত ॥
চিদ্‌গগনে সবাকার, হউক ফলিত, শ্রীগুরু মহিমার অসীম পূর্ণিমা ।
আর, জয় দাও তাঁরি, যিনি চিদম্বরে চির বিরাজিত ;
অনাবিল জ্যোতিরসঘন প্রেমবিগ্রহ চন্দ্রমা ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগুরুঃ

সহস্রপাদ্ গুরোরঙ্ঘ্রি র্ব্যাপ্নুবন্নপি সর্ব্বতঃ
শ্রদ্ধারূপা হি যা আপস্তাস্বেব কমলায়তে ।।
কর্ণিকাঙ্ঘ্রি সরোজস্য হ্যহেতুকক্বপার্ঘনা ।
অহেতুকী কৃপা যা সা ভবহেতুং জিহীর্ষতি ।।
সহস্রাস্যো ন চষ্টে যৎ পঞ্চানন ষড়াননঃ ।
রহস্যাম্ভোজসূর্য্যশ্রীঃ খ্যাপয়তি গুরোঃ কৃপা ।।
সহস্রপাৎ পরম পুমান্ !

নিত্য তব অহেতুক অনুগ্রহ ধরিয়া বিগ্রহ,
সাধক হৃদয়ে সংবেদনে, ভাবে অনুভবে
আপনাকে মিলাইতে হ'লে আপনি আগ্রহ !
সর্ববব্যাপী চরণ তোমার
ওতপ্রোত নিখিল অন্তরে, করিয়া সংগ্রহ,
প্রপন্নের শ্রদ্ধাসরসীর থির নির্ম্মল সলিলে,
শ্রীগুরুর "পাদপদ্ম" রূপ কর পরিগ্রহ !
গুরু অঙ্ঘ্রি সরোজের
কর্ণিকায় ঘনরূপা কৃপারস অহেতুক—
সে রসের পরশে আবেশে
ভবহেতু তৃষ্ণামূল সমুচ্ছেদে হে চির উৎসুক !
সহস্রাস্য স্বয়ং অনন্ত,
পঞ্চানন কিংবা ষড়ানন, মুকমৌন যে রহস্য খ্যাপনে,
শুধু মম শ্রীগুরুর কৃপা,
উদ্ভাসিতা সূর্যশ্রীসমা, সে রহস্য-শতদল উন্মীলনে !

—০—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লপ্থে গুরোশ্চাপি সতাং কৃপাব্ধিং
কটাক্ষমাত্রেণ পদাম্বুদোজ ।
লভে চ তীর্থেষু কৃপাম্বুবৃষ্টিম্
কৃপাং বিনৈকস্য লভে ন কিঞ্চিৎ ॥

(চিরং মরুর্মে)

(পুনর্মরুর্মে)

লভিলাম কত ভাগ্যে, সন্ত মহাজন গুরু কৃপাল বারিধি ।
মাত্র একটিবার কৃপাকটাক্ষেতে, সে মহাম্বুধি,
মোরি তরে হোল সন্তগুরু পাদাম্বুদ যদি ।
মন্দিরে মন্দিরে, তীরথে তীরথে, ভজন উৎসবে, কত পুণ্যস্নানে,
অকাতর সেই কৃপামেঘ যদি বর্ষে যায় নিরবধি ।
তবু এ কি হোল ? একে কৃপা না করিলা একে,
তাই, তার তরে, এতো কৃপারাশি,
শুধু তাতল সৈকতে বারিবিন্দুটুকু হোল, শুকাইয়া গেল,
মোর যেই মরু সেই মরু রয়, জ্বালায় তো নাইকো অবধি।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্রোতস্বিন্যাস্তরীং তে নিপিপতিষতটং ক্রূরনক্রাদিজুষ্টং
বাত্যাবিক্ষুব্ধরাত্র্যাং ভয়বিচলিতধী র্নাবিক ! ত্বং নিনীষুঃ।
ধ্বংসপ্রাসাদ বিপন্নং বিগতমতি ধৃতিং ত্রাতুমাশ্বাসশঙ্খ
ধ্মাতং কিংবা শৃণোষি হ্যপরতটমঠাদ্দীক্ষসেঽভীদদীপম্ ॥

মিশকালো রাতি
ভরা ভাদরের গাঙ্গে ক্ষেপাবায় করে মাতামাতি।
হাল ভাঙ্গা পাল ছেঁড়া তরীটি তোমার,
কোথা, কোন্ নিরাপদ ঠাঁই, ভিড়াইবে তাই
ভাবিতেছ হে তরীবাহক।
কাছাকাছি ঐ যে খাড়া উঁচু তট,
যার নীচে অতলের বুকে মাতা ঢেউগুলো করে হাতাহাতি,
হিংস্র হাঙ্গর আছে ওৎ পাতি,
তারি পানে দাঁড় বাও তুমি, ভয়ত্র্যস্ত ব্যস্ত সমস্তের মতো,
কিন্তু ভেবেছ কি, চোরা ফাটলেতে সর্ব্বনাশা ঐ কূল ভেঙ্গে পড়া,
হে গরজী ঝঞ্ঝা ভয়ে পলাতক !
ও পারেতে ঐ সীমারেখা বুঝি দূর-বহুদূর,
তবু একটিবার ফিরে দেখ—যেথায় মন্দিরদীপ মৃত্যু হ'তে
ফিরাইতে দেয় স্নিগ্ধ আশ্বাসভরা হাতছানি !
এ পারেতে যেখানেই যতবার গেলে ভিড়াইতে তরী,
ভৈরব নিঠুর গর্জ্জনে সে তট ভাঙ্গিয়া পড়ে,
তোমা তলাইবারে !
তবু ছাড়িবে না মারাত্মক ব্যর্থ এ প্রয়াস
তবু শুনিবে না নিরন্তর ঝামেলা বধির ঐ দুটি কানে,
মঙ্গল মধুর শঙ্খধ্বনি—ঐ যে ও পারের মন্দির দুয়ার হ'তে
নিত্য-ধ্বসে পড়া এ পারে আশ্রয় ভিখারী।
ও পারের ঐ অকম্প দীপরশ্মি লেখা
ঐ সৌম্যোদাত্ত শঙ্খধ্বনি রব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐ আরতির দূরাগত শুচিবাস—
ওরা কি অমর অভয় বারতা ব'য়ে আনে,—
ভালমতো তাই বুঝে, বুকভাঙ্গা এই সব দ্বন্দ্ব দূরে ফেলি,
নাজেহাল তরীখানি, ফিরাইয়া আজ,
অকুণ্ঠায় পাড়ি দাও, ঐ ও-পারের অমরার পানে,
যেথা তব চির-শরণ সহায় সুহৃৎ তার,
শুধু তোমা পাবা লাগি চির জেগে রওয়া!
চির-দরদী তল্লাস।

নাতা ত্বং সুহৃদাং বর্য্যে মম সখা দাসস্য মে ত্বং প্রভু।
প্রাণানামপিবল্লভো মম পিতা বিদ্যা যশো বৈভবম্।
সর্ব্বস্বং যদি চেৎ তবাঙ্ঘ্রিকমলং সারাচ্চ সারং হৃদি
তস্মিন্ মে ন কুতো রতির্হ্যবিচলাহন্যস্মিংশ্চ লৌল্যং কুতঃ॥

তুমি মোর মাতা,
তুমি সুহৃৎ-উত্তম, সখা মম,
প্রভু তুমি এ দীন দাসের,
পরাণ বল্লভ তুমি,
তবু, তুমি মোর পিতা পালয়িতা,
পাতা তুমি বিদ্যা যশ বৈভবের॥
সার হ'তে সারাৎসার,
মোর হৃদিস্থিত তব ঐ চরণকমল,—
নিঃসংশয় তাই যদি, তবে কেন বলো—
সে আমার সর্ব্বস্বরতনে,
কেনই বা দিলে মতিরতি টলমলো,
আর, কেনই বা মিথ্যা লৌল্য,
অন্য সব তাতে, 'তুমি বই আর কিছুই তো কিছু নয়,—
বোধহীন এ বাতুলতা বলো কেন মোর হলো!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃণাবর্ত্তঃ

ভূমৌ যানি রজাংসি বাতজবনাত্তেষাং যথাবর্ত্তন
মূর্দ্ধক্রান্তিমদপ্স্, বা ক্বচিদধঃক্রান্তং যথা ঘূর্ণনম্।
চিত্তে সঞ্চিতবাসনোত্থিতরজঃ প্রাবদ্ধসম্বেগতো
ঘূর্ণিশ্চোর্দ্ধমধস্তথাজনয়তি ব্যামোহরূপাং দ্বিধা ॥

মূঢ়ং ঘোরমিতি দ্বিধাবিকলনং চিত্তে রজঃ ক্ষোভিতে
মৌঢ্যমেকমধোবিপাকর্ষণকৃদ্ তুশ্ছেছ্যকূটাকৃতি।
জীবে সজ্জতি তত্র তস্য করুণোদ্ধৃত্যৈ করালম্বনং
যস্যাঙ্ঘ্রিদ্বয়মেকপোতশরণং পারায় দুর্গার্ণবে ॥২

ঘোরা ঘূর্ণিরতীবচণ্ডজবনা ধ্বংসায় যাঽঽবর্ত্ততে
যস্যা ঊর্দ্ধগবিক্রমাদ্ গুরুশিলাভারোঽপি তুচ্ছং তৃণম্।
বাত্যা দম্ভস্বরারিণা মনসি চেৎ তদ্বৎ কররলোত্থিতা
গোপালং স্মর যোঽবতিব্রজকুলং ত্রাসাৎ তৃণাবর্ত্তজাৎ ॥৩

মূঢ়াবর্ত্তভয়ে হ্যনন্তশয়নো জাগর্ত্তু নারায়ণো
ঘোরাবর্ত্তভয়েঽবতুব্রজগিরের্বোঢ়া স বিশ্বম্ভরঃ।
রামো রাজসতামসেঽবতু ভয়ে লঙ্কেশকুম্ভোদ ভব
(রামো তামসকুম্ভকর্ণকবলাস্ লঙ্কেশ্বরাদ্রাজসাদ্)
ঊর্দ্ধাধঃ পরিতো বরাহনৃহরী রক্ষন্তু চোরুক্রমঃ ॥

(১)

নিদাঘের দিনে, ধূলি শুষ্কপত্র ল'য়ে,
লাটিমের মত ঘুরাইয়া,
যেন মৃদুল নিঃশ্বাসে উর্দ্ধে তুলি, দেখি, খেলা করে কৌতুকীবাতাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কভু দিগন্তের, কৃষ্ণমেঘরথে,
নেমে আসে রুদ্রসাজে সেই,
গুরুভার শিলা তুচ্ছ তৃণ গণি, প্রলয়তাণ্ডব নৃত্যে অভিলাষ ?
জনপদে অথবা সাগরে, ঘোর ঘূর্ণিবাত্যা মহাত্রাস !

(২)

কল্লোলিনী বুকে, মন্থর স্রোতেতে চপল,
যেন ছোট ছোট শিশু,
ঘুরপাকে নেচে নেচে চলে, নৃত্যছন্দে ক্ষরিত উল্লাস।
ভরাভাদরের উন্মাদিনী পদ্মা বুকে,
যেন কোন গোপন আবেগ দ্বন্দ্বে, ঘূর্ণাবর্ত্তে জাগে করাল সন্ত্রাস !
কাল নাগিনীর মত, টানি ভুজপাশে, নিরুপায় তরণীর গ্রাস !

(৩)

অবচেতনায়, বাসনার রজোরাশি,
উপরে ভাসিয়া উঠি,
চিন্তাভাবনার, ব্যথাবেদনার, আশা আকাঙ্খার দেখায় কত না
দোল-পাক-খাওয়া।
কভু প্রারব্ধের, প্রচণ্ড সবেগে,
সারা অন্তর মথিয়া রুদ্রতালে,
ঘূর্ণিবাত্যা ক্ষেপাইয়া তুলি, মরণ ঝঞ্ঝায়, করে অসম্ভব
জীবনের তরী বাওয়া !
ঊর্দ্ধে ঘূর্ণিবায়ু, নিম্নে ঘূর্ণিপাক – এই দুই "ব্যামোহ" আকারে
জীবনের ধ্বংস পানে ধাওয়া !

(৪)

বাসনার রজে ক্ষোভিত চিত্তের
দ্বিধা গুরুপরিণাম—
এক 'মূঢ়' তামস নিবিড়, অন্য 'ঘোর' রাজস ভয়াল।
মোহের আবেশে, যেন ভরা পদ্মা বুকে,
ক্ষুধিত উন্মত্ত ঘূর্ণিপাক গর্ত্তে,
মোর সকল সত্তায়, নিরুপায়, টেনে নেয়—
সাধ্য নাই কাটিবার তার, ঘূর্ণি বেড়াজাল !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৌর্মনস্থ মৈনাকের মত গুরুভার, পার্থের বিষাদ যোগে যেন,
ক্লীবতায় চির পঙ্গু ক'রে রাখে জীবনের যাহা কিছু
সুস্থ স্বচ্ছন্দ বিশাল !

(৫)

তৃণ সম জীব, মমতা আবর্ত্তে
মোহ গর্ত্তে নিপতিত,
মজ্জমান অন্ধতমিস্রায়, বাঁচিবার নাহিক উপায়।
উদ্ধারিতে তায়, কাহার করুণা,
অকম্পিত দৃঢ় কর আলম্বন,
বল তায় নিশ্চিত সহায় !
শুধু সেই জন, যাঁর চরণযুগল, এই দুর্গপারাবার
তরিবারে, একমাত্র পোতের শরণ,
আর, ভরসার পালে, তুফান সঙ্কটে, রয় যার চিরভরা প্রেমবায়।

(৬)

যখন অন্তরে, প্রচণ্ড করাল
ঘূর্ণিবায়ু হ'ল ক্ষিপ্ত—
সকল ধৈরজ মূল, সে ঝঞ্ঝায় হ'ল উৎপাটিত—
তখন বিকট বিক্রম, সেই দম্ভাসুর,
উর্দ্ধে তুলি তোমা, কংসের মতন, আছাড়িতে শিলাপৃষ্ঠে করে বিঘূর্ণিত—
সে চরম সঙ্কটে, আর্ত্তিভরা প্রাণে,
স্মর যশোদার কোলে ব্রজেন্দ্র নন্দন,
যেবা, ঘোর তৃণাবর্ত্তগ্রাসে, ব্রজকুলে সদ্য ক'রেছিল অভয় নিশ্চিত !

(৭)

মূঢ়াবর্ত্ত মাঝে ধ্বংস অধোমুখে,
ঘোরাবর্ত্তে ধ্বংস উর্দ্ধমুখে ;
একে ক্লৈব্যভরা মৃত্যু অবসাদ, অন্যে দম্ভভরা মৃত্যু আস্ফালন ;
মূঢ়াবর্ত্তে মজ্জমান, স্মর নারায়ণ,
অনন্ত শয়ন যিনি সমাধিনিদ্রায়,
সর্ব্ব সৃষ্টি শক্তিবীজ যাঁর নাভিপদ্মে পায় অগ্নিবীর্য্যে-উদ্বোধন !
ঘোরাবর্ত্তে স্মর গোবর্দ্ধনধারী,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই সে গোপাল বিশ্বম্ভর ; যেবা ইন্দ্রদর্পচূর্ণকারী,
গোকুলের সর্ব্বগ্রাসী প্লাবন রোধন।
আর, কেন বল ভুলে যাও 'রাম' নাম,
যেবা রাম, সত্ত্ব বিভীষণ সখা, ঘোর দর্পী রাজস রাবণে,
আর মূঢ় তামস করাল কুম্ভকর্ণে,
আত্মমহিমায় ক'রেছিল নিসূদন।
আরও জেন'—সর্ব্ব অধোভয়ে,
ত্রাণদাতা যজ্ঞবরাহ ভগবান ;
সর্ব্ব উর্দ্ধভয়ে, বলিরে 'ছলিল' যেবা সেই উরুক্রম ,
আর, চারিভিতে ; (পরিতঃ) সকল সঙ্কটহারী নৃসিংহ, সুভদ্র ভীষণ !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যো গ্রাসিনাম্ গ্রাসকঃ

সংসারাখ্যসরোগভীরসলিলে গ্রাহোঽস্তি মোহো মহান্
মায়াভিঃ কুমুদাদিফুল্লকুসুমৈঃ স্বষ্টৌ বিলাসোঽদ্ভুতঃ।
তত্রাকৃষ্টজনং বিহঙ্গমধুপৈর্গ্রাহেণ সংত্রাসিতং
পায়ান্নাথ তবাঙ্ঘ্রি পদ্মমহিমা যো গ্রাসিনাং গ্রাসক.॥
(গ্রাসক্ষমো গ্রাসিনাম)॥

এ সংসার মায়াসরোবর,
গভীর সলিলে নিগূঢ়সঞ্চারী,
রহে গ্রাহ এক, মহামোহ তার নাম।
সে গ্রাহের কুহকবিলাসে,
কুমুদ কহ্লার ফুল্ল কুসুম সম্ভারে,
মনলোভা মায়াসরোবর নয়নাভিরাম॥
বিহগমধুপকলস্বনে
বাজে যেন সম্মোহন বাঁশী,
বিহ্বল আকৃষ্ট তায় জীব,
অবগাহি; মাতিল চপল মধুকণাটুকু লোভে,
নিপাতিত গ্রাহমুখে সর্ব্বগ্রাসী॥
আর্ত্ত সংত্রাসিত তারে;
এস নাথ! ত্রাণ কর; রক্ষা কর; আজি
অঘটনঘটন পটীয়ান্ তব অঙ্ঘ্রি, পদ্ম মহিমায়,
যে মহিমা সর্ব্বগ্রাসী অন্তকেরও অন্তকারী, অমৃত অভয় আশ্রয়।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চেতোদর্পণমার্জ্জনম্

অন্তঃ পারদলিপ্তপৃষ্ঠ মুকুরঃ স্বচ্ছো ন চেত্তে বহি
র্মালিনস্থ তিরস্কৃতৌ তবকৃতিশ্চূর্ণাদিভি দ্রাবকৈঃ।
চেতোদর্পণ মার্জ্জনোঽপি জপ তন্নামানি যাবৎ স্রুতং
নেত্রাদশ্রু ন বক্ষসি হৃপুরতো যোঽন্তঃ পুমান্ পারদঃ।

ভিতরে পারদলিপ্ত তোমার মুকুর ;
যদি তারে স্বচ্ছ নাহি দেখ বাহিরেতে।
তবে ঝাড়নেতে, কিংবা চূর্ণ বা দ্রাবকে
যত্ন কর, সে মালিন্য সব সরাইতে।।
কিন্তু, দর্পণের অন্তঃপৃষ্ঠ লেপিত পারদে
যদি কোন দোষ ঢাকা থেকে যায়।
তবে সে দোষক্ষালনে, যে দর্পণকার,
তারি কাছে নেয়া বৈ আর কি উপায় ?
তোমারও নিজ চেতসদর্পণ খানি,
অন্তরে বাহিরে সব ছবি তুলিতেছ তায়।
কোনো ছবি দেখে লুব্ধ তুমি চেয়ে রও,
আবার কোনোটা হ'তে চোখ ফিরে যায়।।
যাতে লুব্ধ তুমি, তার পানে তব মত্ত ধাওয়া,
সে কেবলি রঙীন কুহকী বুদ্‌বুদ্ ছুঁয়ে মরা।
সব সাধ, সব আর্তি উজারিয়া ঢেলে দেওয়া—
মন মুকুরের ভেল্কিখেলা, শুধু ব্যর্থতায় সারা।।
তাই মহাপ্রভু মুখে—চেতোদর্পণ মার্জ্জনের বাণী—
দর্পণের স্থূল রজঃ যাহা তাহার মার্জ্জনে।
বিধিমত, যথাসাধ্য, লও ইষ্টনাম,
আর, কূট লিপ্ত মল নিরসনে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জেনো, একমাত্র বক্ষে নিপতিত এক ফোঁটা নয়নের জল,
সে মলের ক্ষালনী ॥
আর, এরও অন্তরালে, নেপথ্যে 'চোরা' যাহা মল,
সেটির ক্ষালনে—শুধু তাঁতে আত্মনিবেদন—
"হে আমার অন্তরের স্বামি! হে আমার ভর্ত্তা, পারদাতা!
তুমিই আপন করে, ক'রে নাও মোরে,
তোমাময় আমিটিরে আপন দর্পণ!"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম ও নামী

নামিং ত্বং মধুরঃ স্বয়ং তব রুচিমাধুর্য্যসন্দোহনী
তে নামামৃতসিন্ধুসারমথনাৎ প্রেমেন্দু-চিচ্চন্দ্রিকা।
চন্দ্রস্যাপি চন্দ্রিকাবিরহিণ শ্চেদস্তি চিন্তালবো-
ঽভিন্নে নাম্নি ন তচ্চিরং বিজয়তাং সত্যং শিবং সুন্দরম্ ॥

*　　　　*　　　　* চিন্তালবঃ

প্রেষ্ঠং নামলবং ন নামিবিধুরং (বিধুতং) নামৈব-স্বন্নামিনঃ ॥
কা চিন্তাচ্যুতনামলগ্ন (মগ্ন)—মনসাং লাভায় চিন্তামণেঃ ॥

তুমি নিজে মধুর পরম,
　　　　তব রুচি মাধুর্য্যের সার সন্দোহনী।
তব নাম অমিয় সায়র,
　　　　যে সায়র মথনে চিদ্‌গগনের মণি,
প্রেম ইন্দু হ'ল সমুদিত ;—
　　　　যে চাঁদের চন্দ্রিকায় উথলে লাবণী !
কিন্তু নাথ ! চন্দ্রিকায় ছেড়ে,
　　　　চন্দ্র রবে—অসম্ভব নয় কি বাচনী !
তাই বঁধু ! স্থির এই মানি—
　　　　যেথা নাম সেথা প্রেম, যেথা প্রেম সেখানেই তুমি !
তাই আপনা হইতে
　　　　আপনার নাম যদি বাড়াইলে স্বামী !
সত্য শিব সুন্দর সে নাম,
　　　　সে নামের চির জয় দিই—নাম মোর প্রাণের পরাণী !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'সত্যমধিকম্'

ত্বং সত্যং তব নাম সত্যমধিকং প্রেমাপি সত্যং পরং
নাম্না চেদুদিতা রতিঃ সুবিমালা কিং ত্বং তয়া নাহতঃ।
কো গচ্ছেদ দ্রবিণালয়ং মণিলুভা যস্যাস্তি চিন্তামণিঃ
প্রেষ্ঠ-প্রাপ্তিফলায় কিং ন ভজতাং নামাখ্যকল্পদ্রুমম্ ॥

তুমি সত্য হে নাথ!
তব নাম তোমা চেয়ে বুঝি সত্য অধিক,
আর তোমা প্রেম হে বঁধুয়া!
সত্য সর্ব্বোত্তম যার তুলনা নাহিক!
নাম তব লইতে লইতে,
রতি সুবিমলা যবে হইবে উদিত,
তখন সে রতি-রাগপাশে
হে দয়িত! বুকে তুমি হবে না আহত!
হোথা আছে রত্নাগার,
শুনে, কে তার দুয়ারে হবে গো ভিখারী,
যার করে চিন্তামণি,
তার সকলি তো সোনা, সে পরশরতন পশারী।
নাম চিন্তামণি, নাম কল্পদ্রুম,
প্রেষ্ঠ মিলনের ফল চির ফলিবারে,
না ভজিয়া কল্পদ্রুম,
কেন ইতি উতি ঘুরে মরিবে বিঘোরে!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃত্যুঃ কিমেকা গতিঃ

মৃত্যোশ্চেচ্ছববন্ নিষণ্নবপুষঃ শান্তান্ নিরীহাদ্ ভয়ং
কা ভীতির্বদতো যমাদহরহ র্নামেতি শম্ভো হর।
কাশ্যাং চেন্ মরণাদ্ বিশোকমমৃতং দত্যাচ্চ কাশীশ্বরঃ
সর্বত্রৈব নমঃ শিবায় জপতঃ মৃত্যুঃ কিমেকা গতিঃ ॥

শববৎ নিষণ্ন শুভ্রতনু,
শান্ত নিরীহ নির্ব্বিকার মহেশ্বর,
তবু মৃত্যু করে তারে ভয়,—
নহে শূলপাণি, শিরেও তো ভুজঙ্গ নিথর!
মৃত্যুরও ভয় শব শিব,
তারও মৃত্যু ত্র্যম্বকের নেত্রের পলকে;
তাই যদি তবে সদাক্ষণ
'হর হর শম্ভো' যার মুখে, তার কি ভয় অন্তকে ?
কাশীধামে হলে মৃত্যু,
তারক ব্রহ্ম নামে, বিশোক অমৃত দেন কাশীশ্বর;
আর সব ঠাঁই জপে যেবা
"নমঃ শিবায়", তারে বাঁধি লবে কৃতান্ত কিঙ্কর ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃগ্যঃ স বর্য্যো মহান্

বৃক্ষকোটরমাশ্রিভোঽপি বিহগো মুক্তং নভং কাঙ্ক্ষতে
গর্ত্তে দর্দ্দুরপানকর্ম সহজং মেঘস্তথাপীপ্সতে
(মেঘস্তথাপীষ্টধুক্)।
বায়োর্মণ্ডল মেব যোঽপ্যমুভৃতাং সিন্ধুশ্চ যোপ্যস্তসাং
স্বল্পার্থেন ন সিধ্যতীষ্টমতুলং মৃগ্যঃ স বর্য্যো মহান্ ॥

তরুকোটরেতে বাস, কাটে রাত্রি,
প্রথম অরুণ রাগে জেগে ওঠে পাখী।
স্নিগ্ধ মুক্ত অসীম অম্বর
"আমা পানে এস ধেয়ে" ব'লে লয় ডাকি ॥
ক্লেদময় স্বল্পগর্ত্ত জলে
দর্দ্দুরের স্নান পান চলেছে সহজে।
তবু নভপ্লাবী মেঘ বরিষণে
তার কতনা উল্লাস রোল, কত যুথ নৃত্যের গরজ।
শ্লথ রুদ্ধ বাতায়ন কক্ষে
ঘন বায়ু রত্তি টেনে শ্বাস রক্ষা কোনমতে।
বিপুল মণ্ডল প্রাণানিল,
সে প্রাণ মহান্ বিনে কেবা বিশ্ব পরাণী ভরিতে।
কূপ ঝরী নদী সরোবর,
ক্ষুদ্র যত প্রয়োজন আয়াসে মেটায়!
মহাসিন্ধু ভর্ত্তা সবাকার,
সীমাহীন সেই নাথে সকলে তো চায় ॥
জীবনের স্বল্প প্রয়োজন
মেটাবারে ব্যস্ত প্রেষ্ঠবরে হে চির বঞ্চিত!
চলিবেনা আজো তারি খোঁজে,
যেবা তব চিরমৃগ্য বরেণ্য বাঞ্ছিত ॥

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈশাখী পূর্ণিমা

বৈশাখে তপনপ্রচণ্ড কিরণৈরার্ত্তো দিবা চাতকো
রাকা নক্তং সুধাংশুপেলবকরস্নাতশ্চকোরঃ সুখী।
সৌভাগ্যাৎ কিমু মেলনং তদুভয়োস্তত্রৈব রাকা নিশি
(বর্ষাস্নিগ্ধতনুশ্চকোর)
বর্ষাধূতরজাশ্চকোর মভিতো গচ্ছেন্ মুদা চাতকঃ ॥

বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহর,
বিরল পল্লব তরুশাখে বসি,
চণ্ডরবি তাপে শুষ্ককণ্ঠ,
আর্ত্তস্বরে ডাকিছে একেলা চাতক।
উগ্রসমীরণ ল'য়ে ধূলিরাশি
নিষ্ঠুর স্বননে বয়, যেন রুক্ষ ব্যঙ্গভরা হাসি,
তবুও 'ফটীকজল' ব'লে মাঝে মাঝে.
তার কণ্ঠ কতই না অদরদী করুণাপ্রার্থক ॥
সেই বৈশাখেরি রাকা রজনীতে,
সুধাংশুর পেলব কিরণ সিয়ানে,
মুক্তাম্বরে, ধরণীর ধূলারাশি পারে,
সোমসুধা পানে চকোর কতনা উল্লাসী!
মৌন সুখ মগ্নতার মাঝে,
সে কি ফিরিয়া চাহিবে, মর্ত্তে ধূলিধূসরের পানে ?
কিন্তু—বৈশাখের কোন দিব্য পূত পূর্ণিমায়,
যদি সাঁঝের অম্বর ফাটি নামে স্নিগ্ধ বারি,
আর, যদি সেই বারিপানে স্নানে চাতকের বহিরন্ত রজ ধুয়ে মুছে যায়,
তবে, সেও ধূতরজ গতক্লম পক্ষ দুটি মেলি, তৃপ্তিভরা,
ভাসিবে না জোছনা প্লাবনে, জন্মবৈরী চকোরের সাথে,
করিতে মিতালি, পিতে আপ্যায়নী মৈত্রীসুধা যুগ্মচঞ্চুভরি ?

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমাশ্রু-প্রশস্তিঃ

নিজহৃদয়মৃদি বিরসায়াং
বপসি রতিবল্লরীম্।
খনসি যদি ন ভজনকূপং
ব্রজসি রসনির্ঝরীম্ ॥ ১
বহসি কৃতিধৃতিমতিসারং
মনসি ন তবোষরে।
কিমু কুসুমিত নব লতায়াং
মিলনমধুবাসরে ॥ ২
নিপতসি ব্রজসি বিমলিনাঙ্গঃ
সমুদিতপয়োদতঃ।
ধুনয়সি সদয়সুবৃষ্টিং
(অপনয়সি মদপবনবেগতঃ ॥ ৩
রহসি নিহিতকরকপোলো
গলিত-নয়নাশ্রুভিঃ।
অব রসবিধুররতিবল্লীং
ক্ষরদমৃতবিন্দুভিঃ ॥ ৪

বিরস অসার, হৃদয় তোঁহার,
রোপসি তিঁহ রতিবল্লরী।
কাহে ন সেচসি, কৃপণ উদাসী,
ভজনকূপ হিম বারি ॥
নীর সুখাওব, কাহে ন যাওব,
সন্তকৃপাঝরী ঝরত ফুকারি।
যতন ধৈরজ, সুমতি আরজ,
সব সার তুঁহু কাহে ন ডারি ॥

৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লতা সুখায়বি, ঝুঁট তুঁহ রোওবি,
ধূলপর লেটবি, আছাড়ি।
যব উওল কৃপাঘন, নবশ্যাম লুভায়ন
কাহে খেদায়সি মদপবন প্রহারি ॥
অব হত-আশা, টুটল ভরওসা,
বিন্দু বুঁদ আঁখোসে বারি।
বিরল বৈঠবি, বদন ছিপায়বি,
রোওবি ছাতি বিদারি ॥
(তব) আশা জীয়ব', ফুলনদল খিলব',
(প্রেম) মধুপিবন লিয়ে তোঁহারি।
(তব) প্রাণমন বিভোর, নহি সুখ ওর
প্রেম' আসুয়াঁ অমৃত বলিহারি ॥

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভ্রমর-চকোরৌ

বিচ্ছেদান্মম জীবনং মরুসরশ্চঞ্চল্যতে যন্ মৃষা
তৎ পীযুষসরঃ প্রসূনসুরভি ত্বাং প্রাপ্য মে বল্লভম্ ।
নক্তং ন ভ্রমরো দিবা ন রমতে যো যাচতে চন্দ্রিকাং
নাস্ত্যেকত্র তয়োঃ প্রভোঃ পরমতা তুষ্টৈর্হি নক্তন্দিবম্ ॥
নামাস্বাদে রসনিবিড়তা-বিন্দুলীনঃ স ভৃঙ্গো
নামাস্বাদে রসবিপুলতা-নাদপক্ষশ্চকোরঃ ।
ত্যক্তে বিন্দৌ স্খলসিতরসে গুঞ্জিতং ভৃঙ্গপক্ষে
লব্ধোল্লাসে বিলসিতকলে কূজিতং খে চকোরে ॥ ২

(সকলকলনে)

বিচ্ছেদে তোমার,
এ জীবন মম হোল' মিথ্যা মরু মরীচিকা
শুধুই চঞ্চল।
হে মোর বল্লভ!
তোমার মিলনে যে সে হোল' প্রফুল্ল প্রসূন
সুরভিত সরোবর!
ভ্রমর চকোর,
মোর অন্তর পিয়াসী, ছুটিতেই এতদিন ছিল,
রসহীন বেদনা আকুল।
আজি সরোবরে,
কমলকুমুদ ছুটিতেই ফুটি,
অব্জ সুধাবিন্দু, আর, সুধাকর সুধা,
এ দুয়ে, দুয়েরি প্রাণ মনোহর!
সত্যি, তবু যামিনীতে, ভ্রমরের হৃদি মধুকোষ,
হয় যে মুদিত, ভ্রমরের বুকে সারানিশি
তৃষিত নিঃশ্বাস।
আর, দিনমানে,
কুমুদিনীনাথ ম্লান হ'লে

শ্রীসনাতন—সংস্কৃতি, বলেশ্বর, কলকাতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চকোরের ঢল ঢল সুধায় সিয়ান
শেষে, তারে ঘিরে তপনের তাতল বাতাস !
মর জীবনেতে, অন্তরের রসঘন, আর, রসোচ্ছল ভাব,
দুটিতেই পাল্লাপাল্লি ক'রে যায়,
ব্যর্থ মিলন চেষ্টায়।

বিন্দু আর সিন্ধু,
নির্ঝর সাগর, দুয়ে দোঁহারে ধরিতে ধায়,
বুকে কিন্তু ধরা নাহি পায়।

কিন্তু, সত্যিই কি
তারা দুয়ে পরস্পরে খুঁজিয়াই হবে সারা,
বিন্দু সিন্ধু, দহরেতে ব্যোমে,
কণাটির নিজ মহিমায় না হবে মিলন ?

মৌন ব্যথা, নীরব পুলক,
কোথাও কি পাবে নাক,
সুবিপুল ঝঙ্কারে মহাসঙ্গীত-নিরঞ্জন !

তাই না, হে মোর নাথ !
শোনাইলে নিজ মূলতান মোরে,
আর, সে রাগ আলাপনে গমক মূর্চ্ছনা !

নাম বাণী রস, মূর্চ্ছনায় গাঢ়তায়
তুমি করে দিলে মোরে,
মধুব্রহ্ম লীন বাইরের সব তাতে আনমনা।

আর, গমকের শেষহীন,
কলামাধুর্য্য বিতানে, ব্যোমরূপ ওমের আধারে
করিলে আমারে, তোমারি রসচিত্রে
অপরূপ বর্ণ আলপনা !

চকোরে ভ্রমরে,
রসবিন্দু অঝোর বরিষণে,
আর, তার সংগোপনে, মূক আস্বাদনে,
দুটিরেই সদাই দিলে তুমি নাম ! যথা অভিরুচি
ভূমিকায় আনাগোনা !

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রধনুঃ

মঞ্জুশ্রীর্ধনুষো যথা সুরপতে র্বর্ষাসু মুক্তাম্বরে
দৃশ্যাভাসভবা পুরো বিলসনী গচ্ছেন্ন কৈর্গ্রাহ্যতাম্।
সত্যত্বেঽপি তথা সমীরবিয়দোঃ স্ফোটো ন সত্যেঽম্বুনি
সত্যো ন চপলো লতাপরিমলো লালিত্যলিপ্তোঽচিরঃ (লবঃ)॥

মেঘ মেদুর অম্বরে, বর্ষাশেষে আপন কুন্তলদাম ঝাড়ি ;
কে তুমি মঞ্জুলা, রচিয়াছ ঐ অপরূপ ইন্দ্রধনু ইন্দ্রজাল ?
ঐ পুরোভাগে বিলাসিনী মোহিনীটি তুমি,
নয়ন দুটিতে মোহাঞ্জন লেপনী, কুহকিনী—
তবু বলো আকুল অভিসারে,
কেবা কবে গো তোমায় নিজ বাহুদুটিতে বাঁধিল ?
শুধু চারু মরীচিকা, নয়নের লুভায়ন আভাসিকা ছাড়া,
আর কিবা মরমী বারতা এনে দিলে বলো,
ধরণীর বুকে তব বর্ণালী অঞ্চলে ?
আচ্ছা, দেখ—ধরণীর বুকে যাহারে বাস্তবী ব'লে ধেয়ে যাই লোলুপ
সন্ধানে—
ঐ যে অরুণ করে রঙ্গীন ভেল্কিট রচি নাচিছে বুদ্‌বুদ্—
সাঁঝ সকালেতে, সলাজ দোদুল ঐ বনলতা হ'তে, ভেসে আসে
যে চটুল পরিমল লব—
এরাও জীবনে মোর, কোন চির সত্যবার্ত্তা এনে দিল বলো ?
উন্মুক্ত উদার ঐ আকাশ, বাতাস—শুধু এই সত্য আর কিছু নয় ?
না গো না—শুধু তাই হবে কেন ?
তবে— ?
যেটি স্বল্প, তারে পেয়ে ভুলোনা ভূমায়,
যেটি চল, চপল, চঞ্চল, তার লাগি তেয়াগিবে—
যেবা তব নিয়ত নিবাস, জীবনমরণ সুহৃৎ,
সকল আপন হ'তে আপনার ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে নারি ! (১)

নারি ! ত্বং জননী ত্বমেব দুহিত ভার্য্যা স্বসা শর্মদা
কামং কেবলমেব পুংসি চরিতুং লৌল্যং ন তে শোভতে।
মোক্ষস্যাপি করে চাভ্যুদয়দো দোরন্ত এবং বৃতে (ব্রতে)!
লোলাপাঙ্গি ! সুরাং নু বণ্টয়সি তে দোর্ভ্যাং মৃতেরাহবে ॥

নারি ! তুমি মহীয়সী,
একাধারে শর্ম-নর্ম-মর্মের সঙ্গিনী।
তুমি হও মাতা বা দুহিতা,
বধূরূপে হও প্রিয়া, সুহৃৎসারাটি ভগিনী ॥
এসব বরেণ্য-শরণ্যভুমিকা,
ছেড়ে তুমি, শুধু কি আসিবে পুরুষের পাশে।
সুর বারাঙ্গনা উর্বশীর মতো—
'নহি ভার্য্যা, নহি মাতা, নহি সুতা, শুধু নারী,—
এই বলি, সঙ্গলোল ক্ষুধিত নিঃশ্বাসে ॥
অয়ি ! বরেণ্য বন্দিতে ! তুমি এক করে,
সর্ব দুঃখ-দ্বন্দ্বপারে, ধরিয়াছ, যেটি নিঃশ্রেয়স সেই বিশ্বমুক্তিফল।
ব্যষ্টি-সমষ্টি জীবনে সাধনে,
সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়,
সাধিবে বলিয়া, অন্তকর তব নিত্য শুচিব্রতে অচঞ্চল ॥
সেই দুটি পরমকলাণব্রত করে,
ধরিবে কি তুমি, উগ্র সম্মোহন ফেনিলোচ্ছ সুরাপাত্র।
লোলাপাঙ্গী, তুমি মোহিনীর সাজে,
শুধু বাঁটিবে কি সেই সুরা, শুধু তাই পিয়াইবে ও দুটি পেলব করে,
জীবনমরণ আহবে, তারে পাঠাইবে, পদ-টলমল, লালসা-আরক্তনেত্র,
যবে তূর্য্য রণ শঙ্খ ধ্বনিবে উদাত্ত ?
হে কৌমারি ! 'মহাশক্তিধরেঽনঘে',
ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত তারে করিবে না বলিষ্ঠ-জীবন,
অমোঘবীর্য্য-সত্ত্ব ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে নারি ! (২)

হে নারি ! ত্বং স্বভাবাদ্ বিকচনলিনী স্বোরসি প্রেষ্ঠমাধ্বী
তাং মাধ্বীং মানসোত্থাং (লালসোগ্রাং) মৃগিতমদকণান্ ষট্‌পদান্
পায়য়েঃ কিম্ ।
পেশীলোলাঞ্চ তৃষ্ণাং মনসিজমদিরাং কারয়ের্নো কিমৈশীং
কামক্লিন্নং বিহায়ামৃতরসরসিকা নো ভজেরিষ্টপাদম্ ॥
(বিহায় স্বরসমধুলুভা নো ভজেস্তং পদাব্জম্) ॥
(স্থথ)
হিত্বা হৃৎস্থং পুমাংসং কথমপি রমসে পঙ্কজাক্ষং তু পঙ্কে ॥

অয়ি নারি । তুমি তো স্বভাবে বিকচনলিনী,
বক্ষে তব স্রুত, প্রেয়েরও যেটি প্রেয়,
সেই মাধ্বীসুধা !
বেদমন্ত্র 'মধুবাতা' মন্ত্রে,
"মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ"—এই বলি
যে মাধ্বীরে বন্দে অমৃতসন্দোহনী স্বধা ।
'সুধা স্বধা'—যুগলের মর্মমণি, তুমি নারি । কোন্ আদিমা মোহিনী
শাপে বলো—
আপনায় করিলে গো শুধু মধু সুরাসার ?
আর, সে চপল মধুসুরাকণা,
খুঁজিছে যে মত্ত অলি, তারে তাই পিয়াইবে ব'লে,
তুমি এই মর সরোবরে ফুটি,
সুরভিতে লাবণীতে দাও কত না বাহার !
নধর লালিম অধরে, অনঙ্গ-লাঞ্ছিত অপাঙ্গে, চারু বসনে ভুষণে, সবতাতে—
মনসিজ যে মদিরা, সে মদিরা পেশীলোলা তৃষা হ'য়ে সবারে মাতায়,
আর, সবচেয়ে বুঝি মাতায় তোমায় ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই পেশীলোল তৃষা, শুচি স্নিগ্ধ ঐশীতৃষা না হইলে বলো—
মহীয়সী তব কেমনেতে শাপমুক্তি হবে,
আর, লোভমুক্তি লুব্ধ মত্ত সবাকার ?
এই মর্ত্ত্য ধূর্ত্তি মাঝে, কেবা মুক্তি পাবে, হ'তে কামক্লিন্ন মোহমত্তালয় ?
শোনো—এ ফেনিল উছল নৃত্যজলসায়—শোনো কাণ পাতি—
কেবা কোন্ ঘন নীপছায়ে নিরালায়,
মরমিয়া বংশীধ্বনে ডাকিছে তোমায় !
ওগো আত্মসুধাবিরহিনি ! মরমমধু কাঙালিনি ! আপন মরম কোরকে
এসো ফিরে—
সব আলেয়ায় চিরসত্য আলোময়, সব কপটিয়া মধু পরশনে
যেটি খাঁটি মধুস্পর্শমণি—
সেই তার জ্যোতীরসঘন চরণকমল !
আর—আর, শুধু ফিরে আসা নয়—
সে 'রাতুল' কমলে, এ 'বাতুল' কমলে এনে একান্ত লুটাও !
পরম রমণ যার পঙ্কজনয়নে দিঠিটি বঙ্কিম,
দিনযাম বিলসিত হৃদয়পঙ্কজে যার ত্রিবঙ্কিমঠাম—
তারে বিষমবঙ্কিম অভিমানে,
তেয়াগিয়া, কেন বলো শুধু—
তব পেলব মৃণাল বেঁকাইয়া, ক্লিন্ন ক্লিষ্ট পঙ্কেতেই
আজন্ম লুটাও ?
তারি পঙ্কজিনী তুমি—পঙ্ক হ'তে তুলি মুখ—
পঙ্কজনাথের পানে চাও !

—০—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাবচ্ছক্তিঃ প্রচণ্ডা বিপথবিষমগা হন্তি ধর্মাপবর্গৌ

(স্বমতিবিরহিতা)

শ্রেয়ঃ সন্ধানভ্রষ্টা শ্রুতিরতিরহিতা দানবীয়া হি তাবৎ !

দৈত্যঃ শুম্ভোনিশুম্ভঃ প্রভুরপিজগতাং পাতিতোঽভূচ্চভূমৌ (ধূল্যাং)

সর্বেষাং শক্তিভাজাং স্থিতিগতিবিলয়স্থানমেকং কিমস্তি ॥১

সত্ত্বঃ প্রাণঘ্নমুগ্রং বিষমপি নিতরাং প্রাণদঃ চেৎ প্রকল্পাৎ

সদ্যো ধ্বংসায় যোঽগ্নির্ভবতি হুতবহঃ সোঽপি সোমামৃতায় ।

সিন্ধৌ যো ঘূর্ণিবায়ুঃ শমনসহচরঃ সোঽপি চেৎ প্রাণবায়ু

র্দৈত্যানাং শক্তিগর্বাদ্ গমিত উরুভয়ং ন স্মরেঃ কি শিবানীম্ ॥২

(চণ্ডিকাং ন স্মরেঃ কিম্)

শৃঙ্গেণাদ্রির্বিশীর্ণঃ স্খলিতনিজপথো ব্যোম্নি তারাদিপুঞ্জো

যস্য শ্বাসানিলেনামিতবলমহিষো যাতি পূজার্হতাং সঃ ।

মাতুঃ পাদপ্রসাদপ্রচয়মৃগপতেঃ শোণিতালিপ্তদংষ্ট্রা

মাতুঃ সর্পত্রিশূলৌ স্বকরকরুণয়া মাহিষেঽভুঃস্থুরত্বম্ ॥৩

(চাসুরেঽভুঃস্থুরত্বম্) ॥

মহামায়া মহাশক্তি স্বরূপিনী, সচ্চিদানন্দময়ী সনাতনী ।

কে বলিবে কেন—সেই আদ্যাশক্তি দৈত্যশক্তি রূপটি ধরিলা ।

হইলা প্রচণ্ডা, বিষমবিপথগা, ধর্ম আর মোক্ষের ঘাতিনী ।

শ্রেয়ের সন্ধানভ্রষ্টা, স্বমতি বিরহিনী, শুধু প্রেয়ের লালসে মজিলা ।

কিন্তু, অভদ্রভজনাফলে দেখ, ত্রিজগতের প্রভু হ'য়ে, দৈত্য শুম্ভ নিশুম্ভ ।

শেষে হ'লো ধুলায় পতিত ! তাই বলি– এই বিশ্বশক্তি পটভূমি ।—

এর প্রভব স্থিতি লয়, এর মূলাধার খুঁজিবে না ত্যজি মিছে দম্ভ,

যে আধার সুরাসুর নিখিল শক্তির পাতা আছে নিধানের খনি ॥১

চাই শক্তি উদ্‌বোধন অভ্যুদয় আর মুক্তি তরে, কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তন ।

দেখো সদ্য প্রাণঘাতী বিষ, নিপুণ প্রকল্পগুণে, হয় একান্তই প্রাণপাতা ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বধ্বংসী অগ্নি হয়, কুশলযাগেতে, সন্ত হোম বহ্নি, যাহা সোমামৃত প্রস্রবণ।
সিন্ধুবক্ষে ঘূর্ণিবায়ু শমন সহচর, সেও হয় নিখিলের প্রাণবায়ু মধুবাতা ॥
তাই বলি—দৈত্যগর্বে মহাভয়ভীত! একটিবার স্মরিবেনা চণ্ডিকায়,
তব কল্যাণী—শিবানী জননীরে? ২

মহিষাসুরের বেলা দেখো—মায়ের মহিমামণ্ডলে কেমনে সেও হ'ল সুর।
সে মণ্ডল বাহিরে তার শৃঙ্গাঘাতে পর্বত বিশীর্ণ, তার শ্বাসানিলে
নক্ষত্রপুঞ্জও হ'লো নিজ মার্গচ্যুত!
তবু সেও দেখো, মৃগেন্দ্রের রক্তলিপ্ত নখরে দংষ্ট্রায়, তারো লাভ হ'লো
মা'র দুটি পাদপদ্মপ্রসাদ পরিসীমা!
আরো দেখো—মায়ের অনন্ত করুণা, তাঁর নিজ দুটি করে,
অহি আর ত্রিশূলের ছলে,
দৈত্য মহিষেরে ক'রে নিল, তাঁরি দিব্য লীলাসহচর, তাঁর আপন
পূজায় অবশ্যই পূজ্য অঙ্গ দেবতাটি!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী

ধাত্রী যা জগতাং কুতো মৃগপতিস্তস্যা ভবেদ্‌বাহনং
সংহন্ত্রী চ কটাক্ষপাতমহসা শস্ত্রাণি ধত্তে ভুজৈঃ।
ক্ষৌণী কৃষ্ণমতঙ্গমুণ্ডরুধিরস্রাবেণ শোণীকৃতা
সা গী বৈপরমাহপি নাহগমনা মুণ্ডশ্চ ছিন্নাসবঃ।
এবং স্বীয়-জপাদি-সাধনকৃতাবধ্যাত্ম-সংযোজনম্‌॥

সর্ব্বাধারা-জননী জগদ্ধাত্রী তো নিখিল জগতের ধাত্রী; তবে, কেন তিনি মৃগেন্দ্রকে আপন বাহন করিয়া, আধারস্বরূপা আবার আধেয়রূপা ও হইলেন? আবার, একটিমাত্র ভ্রুকটাক্ষপাত তেজোদ্বারা যিনি নিখিল সৃষ্টির সংহন্ত্রী, তিমি কেন তাঁর ভুজচতুষ্টয়ে নানা শস্ত্রপ্রহরণ ধরিয়াছেন? তাঁর তেজোদ্বারা ব্যাপ্ত বশীভূত নয় এমন কে আছে যে তার নিধনের নিমিত্ত তাঁকে সমরের ভূমিকাটি লইতে হইয়াছে?

পুনশ্চ বাহন সিংহের পদতলে যে রুধিরস্রাবী কৃষ্ণমতঙ্গমুণ্ড পতিত রহিয়াছে, তার শোণিতে তো দেখিতেছি ধরা শোণবর্ণা হইয়াছেন? এই মুণ্ড এবং তন্নিঃসৃত শোণিতস্রাবই বা কি?

হে মাতৃসাধক! তুমি কি স্বীয় সাধনানুবন্ধের অনুরোধে এ সকলের অধ্যাত্মভাব সংযোজনা করিবে না? না, শুধুই ভাববিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াই রহিবে? তাঁর রাতুলচরণে মাগো সর্ব্বরহস্যোদ্‌ভাসিনী অধ্যাত্মদৃষ্টি; কেন না, সে দৃষ্টি উন্মেষিত না হইলে মাকে তোমার আপন অন্তরাত্মায় স্বমহিমায় সদাপ্রকট দেখিবে না।

যেমন, তুমি ধর, মন্ত্রযোগী। তুমি মাকে ভাবনা কর—নিখিল মন্ত্রের যেটি প্রাণের প্রাণ সেই দেবীসূক্ত প্রসিদ্ধ পরমা বাকৃরূপে। তাঁর প্রকট তনু কলানাদবিন্দুময়ী। দেখ, তিনি সর্ব্বাধারা হইয়াও অভিন্ন তনু নাদ এবং প্রাণব্রহ্মরূপে সৃষ্টির সর্ব্বত্র ছন্দসা গতিবিধান কবিতেছেন; অর্থাৎ নাদমূর্ত্তি সিংহকে করিয়াছেন নিজবাহন। তাঁর চারি হস্তে পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা, পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী, মন্ত্র-ঋষি-ছন্দ-বিনিয়োগ ইত্যাদির সঙ্কেত আয়ুধ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপে পরিকল্পিত। আর, কৃষ্ণমতঙ্গ হইল তোমার অজ্ঞান বা মোহ, তার মুণ্ড তোমার বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত প্রাণনবৃত্তি। নাদোদয়ে সে সব বিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রযত্ন (যদ্ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণকলা) একীভূত প্রাণ-নাদরূপ রুধিরে পর্য্যবসিত হইয়া, তোমার এই স্বানুভূতির ভূমি (ক্ষৌণী বা ক্ষিতিকে) শোণীকৃত (প্রাণৈক-স্বরূপ) করুক। অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন না রহিয়া তুমি অখণ্ডৈক চিদ্রস প্রাণব্রহ্মই হও।

—:—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পেশীলালসমানসোর্জ্জিতমদো মত্তোঽসিতো মতঙ্গ
ঐশীশক্তিসহায় এব জননীপাদাশ্রিতো মৃগেন্দ্রঃ।
সংঘর্ষে হি তয়োর্ধ্রুবং বিজয়তে সিংহস্য দংষ্ট্রানখ (খো)
ঈশঃ কেবলমস্ব। পাদমহিমা ধাত্রি জগত্যাং তব॥ ১
(ঽমোঘঃ)
(জ্যায়ান্)

পেশীলালসমানসে, উর্জ্জিত যে মদ,
আঁধার এ পঙ্কিল পাথারে
বারে বারে ফেলে আছড়িয়া, জীবের জীবনে, সেই মহাবলী অসিত
মাতঙ্গ।
আর, আদ্যাশক্তিরূপা মায়ের আমার, চির পাদাশ্রিত,
মাতৃশক্তি যার একান্তই সম্বল সহায়,
সেই মৃগরাজ, বিশ্বের জীবন সংগ্রামে, ঐশীশক্তি সাক্ষাদ্ বিগ্রহ,
বিক্রমে তাহার, ঐ কৃষ্ণমতঙ্গও হ'য়ে যায় কুরঙ্গ পতঙ্গ!
জগদ্ধাত্রীরূপে তাই মাগো, দেখাইলে তব ঐ পাদযুগল মহিমা,
গজেন্দ্র-মৃগেন্দ্র সংঘর্ষের ছলে, সর্ববিজয়িনী তব বিজয় পতাকা,
সেই পতাকায়, শিবশঙ্করেরও বক্ষ অঙ্ক আপন পদাঙ্ক!

আরোপ্যাদৌ হি পঞ্চপ্রণবধনুষি তে সায়কান সার্দ্ধমাত্রান্
ভিন্দ্যাচ্চক্রস্য নাভিঃ ভুবনস্থিতিধৃতিং পদ্মনাভোঽস্ত নাভিঃ।
তস্মাৎ স্যাভামভীষ্টং জগত্যুঽয়লৌ ছন্দসা ভোগযোগৌ
জগদ্ধাত্রি! ত্বমিত্থং কলয়সি চতুরঃ সায়কাদীন্ স্বদোর্ভিঃ॥

মা জগদ্ধাত্রি! তুমি চারি করে ধনুঃ, পঞ্চবাণ চক্র এবং পদ্ম—এই চতুরায়ুধ কেন ধারণ করিলে, তা কি এ তোমার অভাজন সন্তানকে বলিবে? যে প্রণব অথবা বীজমন্ত্র বা নাম আমাকে শ্রীগুরুমুখাৎ শুনাইলে, সেটিই তোমার শ্রীকরে ঐ ধনুঃ? প্রণবের অথবা হ্রীঁ আদি বীজের পঞ্চমাত্রা (যেমন, প্রণবে ত্রিমাত্রা+অর্দ্ধমাত্রা (নাদ+বিন্দু) কি পঞ্চসায়করূপে কল্পনা করিলে? (যেটিকে 'অমাত্র' বলা হয়, সেটি তো কোন ধনুতেই যোজিত হবার নয়;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিথিলায় হরধনুঃ 'ভঙ্গ' করিয়া রাম তাহা দেখাইলেন।) বাগদোহ যে প্রণব অথবা বীজ, তার ঐ পঞ্চমাত্রাই না হয় হইল পঞ্চশর ; কিন্তু বল মা কি লক্ষ্য বেধ করিবে ঐ পঞ্চশরে ? তৃতীয় আর এক করে 'চক্র' ধারণ করিয়া তাহাই কি দেখাইতেছ ? এই চরাচর ভুবনের স্থিতি (গতি) রূপ ঐ যে 'ভুবনচক্র', সে চক্রের 'নাভি'টি কি বেধ করিতে বলিতেছ ? কেন না, ঐ নাভিতেই চক্রের নেমি ও অর এ দুয়েরি ধৃতি ! কাজেই, যতক্ষণ ঐ নাভি ততক্ষণই এ অফুরাণ গতাগতি বা সংসৃতি। আচ্ছা, নাভিবেধ হইলেই কি সর্ব্বগ্রন্থিভেদ, সর্ব্বসমস্যা সমাধান ? না, তাতো নয় ! তাই 'নাভি' হউক 'পদ্ম'—পদ্মনাভের নাভিপদ্ম (তোমার শেষ আয়ুধ) সে নাভিপদ্মে, 'ছন্দসা' (ঋত-সত্য-ছন্দঃ দ্বারা) প্রপঞ্চের অনুলোমে উদয় আর বিলোমে বিলয় হোক্ (যেমন, জপে উদয় ওঁকারনাদ এবং বিলয় নাদে) ; এবং তদ্রূপ ছন্দঃ সহকারে উদয় বিলয়ের প্রসাদে বিশ্বে বা সাধকে ভোগ ও যোগ যুগপৎ পরিপূর্ণতা লাভ করুক (অর্থাৎ, অভ্যুদয়পরাকাষ্ঠা এবং নিঃশ্রেয়স, এতদুভয়ই)।

মাগো ! তোমার প্রপন্নকে অভ্যুদয়পরিসীমা এবং পরমনিঃশ্রেয়স, দুটিই দিবে বলিয়া আপন করে ঐ চতুরায়ুধ ধারণ কর নাই কি ?

মনসিজ শরপঞ্চ-ক্ষোভ্যমাণ সিসৃক্ষা (রিরংসা)
প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সা মৈথুনাৎ সৃষ্টিবীজম্।
জননমরণচক্রে বারণায় প্রবৃত্তিং।
স্বনিলয়মধু পাতুং (দাতুং) চাব্জচক্রে ত্বদীয়ে।।২
বিনিহংসি পশুমৌঢ্যং সিংহদীর্ণং মতঙ্গং
বিধুনোষি রিপুবীর্য্যং কার্ম্মুকাৎ পঞ্চবাণৈঃ।
বিদধাসি পরমুক্তিং চক্রতঃ পাশহন্ত্রি!
বিজহাসি কটুকষায়ং পদ্মপীযূষ দাত্রি!।।৩

পুরাণ কাব্যাদিতে প্রসিদ্ধি আছে—স্মর বা মন্মথ তাঁর ধনুতে পঞ্চশর যোজনা করতঃ স্বয়ং যোগেশ্বরকেও স্মরমোহিত করিতে চান। তুমি তোমার করে সেই ধনুঃ আর শরপঞ্চকই ধারণ করিলে ? যদি তাই হয়, তবে তার মূল ব্যঞ্জনাটি কি ? কেননা, স্থূল ব্যঞ্জনা তো তোমার ঐ অপ্রাকৃত কলেবরে কোনমতেই সংলগ্ন হয় না। ব্রহ্মরূপা তোমার 'একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়'—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপা যে মূল সিসৃক্ষা (মিথুন ও বহু হবার কামনা), সেই আদিম কাম ('ন স বৈ রেমে') বা 'রিরংসাই' কি তুমি মাগো ঐভাবে প্রকটন করিলে ? তাই তুমি স্বয়ংই পুরুষ প্রকৃতি—এই আদিম মিথুনরূপটি ধরিয়া নিখিল সৃষ্টি বীজস্বরূপা হইয়াছ ? সে আদি বীজ হইতে যে 'পুরাণী প্রবৃত্তিঃ, প্রসৃতা হইল, তার ফলে তো সৃষ্টিজাত সমস্ত কিছুই অবিরাম জননমরণ চক্রেই পতিত। এ ক্লেশসঙ্কুল প্রবৃত্তিচক্র হইতে পরিত্রাণ দেবার নিমিত্ত—ক্লেশ-উপশম এবং নিবৃত্তির উপায়টি দেখাইবার নিমিত্ত তুমি কি নিজ করে ঐ মহাচক্র (সুষম বা ঋতাধ্বগ) ধারণ করিলে ? কেন না, বিষম ব্যাজসঙ্কুল এই প্রবৃত্তিচক্র কাটাইতে, এর দুর্বার পাশ হইতে মুক্ত হইতে সুষম (ঋত এবং সত্য) যে 'চক্র' (যদ্ দ্বারা 'বামেন দাক্ষিণ্যং' ঘটে) সে চক্রের সমাশ্রয় চাই-ই।

কিন্তু মাগো, শুধুই বিষম পাশমুক্তিই কি চরম ? তা তো নয়! তাই তুমি করে অব্জ বা পদ্ম ধরিয়া বলিতেছ—'এসো ·বাছা, মৃষাপাশমুক্ত হ'য়ে আপন সত্তার অন্তরতমদেশে যে 'হৃৎপুণ্ডরীক' সেই পুণ্ডরীকের 'মধু' পানে নিরন্তর নিমগ্ন হও ; মধুসৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরের মত ইতি উতি ঘুরিয়া মরিবে কেন. মধুকোষের চারিভিতে ঘুরিয়াই বা সারা হইবে কেন ; 'স্বনিলয় মধুগাঢ়তায়' চিরনিবিষ্ট হও। আমার অবুঝ বাছা, কেনই বা এ-খেলা ও-খেলা নিয়ে ভুলে থাকবে—মায়ের চিরস্নেহনিবিড় কোলটি ; আর, মায়ের চিরক্ষরিত স্তন্য পীযুষধারা ?

জগতের পুরাণী প্রবৃত্তি এবং তজ্জন্য ভোগ, এবং বিশ্বের তাহা হইতে নিবৃত্তি ('যোগ' বা উপশম)—এ দুই দিক্ দিয়াই মা জলদ্ধাত্রী শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ 'ঈশাবাস্য....' মন্ত্রের পূর্ণ বিগ্রহ—কামদা ও ভোগদা, আবার, যোগদা ও মোক্ষদা।

শেষে, তৃতীয় শ্লোকে জীবের (ব্যষ্টি এবং সমষ্টির) 'পশু' প্রভৃতি ভাবত্রয় (যথাক্রমে, তমঃ, রজঃ এবং সত্ত্ববহুল) যে কিভাবে মা অপনোদন করতঃ তাকে 'ভাবাতীত" স্বভাবে, কিনা, আপন স্বরূপে, প্রতিষ্ঠিত করেন, সেটি বলা হইতেছে। পশুভাবের মূলে 'মৌঢ্য' (মোহ বা মূঢ়তা এবং মত্ততা)—সেটি কৃষ্ণমতঙ্গ ; সেটিকে সিংহবীর্য্যদ্বারা তিনি বিনাশ করেন। পশু তুমি, কৃষ্ণ মতঙ্গের প্রচণ্ড মত্ততা তো তোমার নিত্য পরিচিত ; তুমি মায়ের 'বাহন' সিংহ'টিকে চিনিয়া লও। 'সিংহের' ব্যঞ্জনা বহুধা কীর্ত্তিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তার মধ্যে একটা হইল—যেটি শুধু প্রেরঃ নয়, পরন্ত শ্রেয়ঃ, তার সমাশ্রয়। সে সমাশ্রয়ে মোহ জাড্যের অপক্ষয়।

তারপর, শূর বা বীরভাব। মায়ের চরণাশ্রিত যে সিংহ, সেই সিংহবীর্য্য তোমাতে উদ্দীপিত হইতে দেখিতেছ। তখন, কার্মুক করে পঞ্চবাণে পঞ্চরিপুকে নিরস্ত কর। ধর, পঞ্চরিপু=অশুদ্ধ, মলিন, শঙ্কর, পঞ্চতত্ত্ব। সেগুলি শুদ্ধ, সমুজ্জ্বল, শঙ্কর করার নিমিত্তই তোমার বাক্-কায়-প্রাণ কার্মুকে গুরূপদিষ্ট উপায়ে শর যোজনা কর। (যথা—ওঁকারের অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু; ইত্যাদি)।

শেষে, দিব্যভাবে, এবং তদতীতে কি মিলাও তোমাতে, প্রপন্ন সাধককে সেটি বলা হইল—শেষ দুই চরণে। তোমার হস্তে ঐ চক্রদ্বারা তুমি জীবের গুণত্রয়নির্মিত পাশ ছেদন কর; আর, পদ্মে (বিশেষতঃ পাদপদ্মে) তাকে বসাইয়া তাকে সাক্ষাৎ চিদানন্দে নিষ্ণাত কর। চক্রের দ্বারা ক্লেশপঞ্চকাদি পাশ হইতে পরামুক্তি; আর, পদ্মদ্বারা সাক্ষাৎ আনন্দ-সন্দোহ স্বরূপে পরাভুক্তি দাও। এই পরামুক্তি এবং পরাভুক্তি—এ দুয়েরি সাধন তোমাতে পরাভক্তি। তাই মা তোমার ঐ চরণে মাথাটি রাখিতে দাও। আর, আমার অভিমান মদোদ্ধত মাথাটি ঐ কৃষ্ণমাতঙ্গের মাথার মতো ঐখানে পড়িয়া থাকুক।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রশস্তিঃ

জিঘাংসায়া নগ্নোৎকট-রুধির নৃত্যোৎসবরতোহ
সুরো হিত্বা মাতুঃ কনকশশিকান্তাননসুধাম্।
(গলিতকরুণার্দ্রস্তনসুধাম্)
(ক্ষরিতকরুণার্দ্রস্তনসুধাম্)
বিমুক্ত্যৈ লোকাংশ্চেদুরুসুরমদাচ্ শৃঙ্গপ্রহরণং
তথাপ্যান্তে দেব্যাঃ স্বপদতলমৃগেন্দ্রনখরম্ ॥ ১
(দশনম্)
ত্রিশূলং মাতুশ্চাপি দশবিধ ঘোরায়ুধধৃতিঃ
কিং শোভায়ৈ, জানীহি গুরুকৃপয়ামর্মকুশলম্।
(যদপিহিতমর্মগহনম্)
শ্মশানোন্মত্তাং ত্যক্তশিবহৃদয়ামট্টহসিতাং (হসনাং)
কুতঃ প্রচণ্ডা যা ভুবনভয়দা তাং বিবরিষুঃ ॥ ২

(১)

জিঘাংসায়উন্মত্ত, রক্ত-প্লাবি—নগ্নোৎকট নটন উৎসবে তুমি ব্রত
হে মহিষঅসুর! শুধু সেই একবার, পুরাণেতে যার চণ্ডকথা হয়েছে
কীর্ত্তিত?
বিশ্বমায়ের আমার, অকলঙ্ক কনকশশি জিনি আননের হাসিসুধা ভুলে,
ক্ষরিতকরুণাদ্রব স্তন সুধা পরিহরি, উষ্ণশোণিত তৃষ্ণায় ধাবিত!
ভুবনের ইতিহাসে, বারংবার এই চণ্ডভূমিকায়, তুমি এলে আর গেলে,
—আসো যাও ঠিক পালামতো!
সুরনর যবে মদমত্ত, তখনি যে ডাক পড়ে মোর,
সেই মদগর্বে করিবারে এই শৃঙ্গাঘাত!
সত্যি বটে, দেবতারা হ'লে মদোদ্ধত, উমা হৈমবতীরূপে
মা আমার হন আবির্ভূত!
তবু, কিরূপেতে বলো দেখ?—বহুশোভমানা দ্যুতিমতীরূপে—
এ কথাটি নয়কি বিশ্রুত?

৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এও কি ভুলিবে অসুর। মার পদতলে সত্যক্ষাত্রবীর্য্য সিংহ,
ঐ যে তাহার বজ্রাধিক নখদংষ্ট্রাস্পর্শল'য়ে সুসজ্জিত।

(২)

আর শুধুই কি একা সিংহবীর্য্য! দশভূজা মা যে আমার, তাঁর দশ করে,
ত্রিশূল কৃপাণ—ঘোর দশায়ুধ করিলা ধারণ!
অন্তর্য্যামী নিত্যগুরু মুখে, আগে জেনে নাও এদের মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্রের কৌশল
রহস্যখ্যাপন।

লক্ষ্মী সরস্বতী, গণেশ কুমার; তাঁদের বাহন্ প্রসাধন, সবি হোক্
তব নেত্রে নর্মশর্ম সমুজ্জ্বল দিব্য জ্ঞানাঞ্জন।
এই ভাব দীক্ষা দৃষ্টিদীপ বিনে, শুধুই কি উন্মাদের মতো, বরিবে তাহারে—
শিব সত্যসুন্দরের বক্ষপীঠ ছাড়া, শুধু নৃমুণ্ডাস্থি-বলয়া, শ্মশানে তাণ্ডবরতা,
অট্ট অট্ট হাসা ভীমা ভয়দা, জীবনে মরণে?
মা দুর্গা যে এলেন আবার, কিন্তু কৈ তাঁর মঙ্গলঘট, কোথা শঙ্খ উলুধ্বনি,
কোথা আগমনী গীত, কোথা সেই শ্রীরাগ আলাপন?
ঠিক যদি পারো বরিবারে, লক্ষ্মী বাণী, হেরম্বকুমারে, বাহন মূষিক ময়ূর,
করে সর্প, উদ্যত ত্রিশূল—এই সবে, তবে ঠিক জেনো—
ঐ যে মহিষ, ও আর রবে না মহিষ অসুর, ওরও হবে সুরনরবন্দিত
শ্রেষ্ঠ-প্রাণরূপায়ণ!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহামায়া

মায়াধীনজনং বশং নয়তি যা মুক্তং ন বধ্নাতি সা
মায়েশীচরণারবিন্দশরণং হেতুঃ সনান্ মুক্তয়ে।
হেতুর্বন্ধবিমুক্তয়ে চ পরমা যদ্ধেঽপি সা চেশ্বরী
কিং মায়া মহতীতি বক্তুমুচিতং মায়াঽপি যৎ কিঙ্করী ॥

যেবা মায়াধীন জন,
তারে তব মায়া ক'রেছে স্ববশ।
যেবা মুক্ত, তারে মায়া,
করেনা বন্ধন, সেত' নয় মায়াবশ ॥
তুমি মহামায়া,
মায়া অধীশ্বরী,
তব চরণ শরণ।
তোমাতে প্রপত্তি, মায়াজাল হ'তে, চির মুক্তির কারণ ॥
বন্ধবিমুক্তির, পরম কারণ,
বন্ধনেও তুমি অধীশ্বরী।
মহাঘোরা মায়া,
কে বলিলে তোমা? মায়া যেবা তোমার কিঙ্করী?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়াধীশ !

মায়াধীশ ! তব স্ববিম্বরচনা সৈকোঽহমেবেতি চেদ্
বিম্বস্য প্রতিবিম্বচিত্রফলনং তচ্চাপি তে 'স্যাং বহু'।
সর্ব্বেষাং যদি বাধ এব যুগপদ্ বিম্বে স্ববাধং গতে
(বিম্বে স্বয়ং বাধিতে)
দ্রাগেকস্য গতস্য তেঽস্খ্রিশরণং মায়া প্রভো বাধিতা ॥

মায়াধীশ !
বল, কিরূপে করিলে তব 'আদিবিম্ব'-টি রচনা
'শুধু এক আমি, একেশ্বর'—এই আদিম ঈক্ষণে
আর, সেই আদিবিম্ব আপন বিচিত্র, মায়ার দর্পণে,
বিচিত্রিত 'প্রতিবিম্ব' হ'ল, 'বহু হব'— এই তব সঙ্কল্পনে ?
এক বিম্ব তুমি পুরু রূপ, বহুরূপ হ'লে ;
প্রতিবিম্বে করিলে মায়ার দর্পণে প্রতিরূপ ;
কিন্তু, যে অজানা খেয়ালে.
মেল নিজ মায়ার দর্পণ,
পুনঃ নিজ অজানা খেয়ালে,
যদি তায় কর নিজে সংবরণ,
তবে বুঝি, তুমি নিজেও না রহিবে 'আদিবিম্ব'
আর. তুমি না রহিলে বল এ ভবদর্পণে, কোন প্রতিবিম্বটি রহিবে ?
সকলেই যুগপৎ পাইবে নির্ব্বাণ
ভেদহীন সমরস মহাশ্চর্য্য তুষ্ণী ঘনতায় !
কিন্তু ভবে এক প্রতিবিম্ব জীব
শুধুই চাহিয়া রবে সে নিখিল নির্ব্বাণ ক্ষণ প্রতীক্ষায় !
ওগো মায়াধীশ প্রভো !
একক সে যদি লয় তোমা পরমপদের শরণ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্যই কি সে যাবে নাক, পারে,
যে বিষ্ণুমায়ায় তার 'এ ভব' বন্ধন ?
সাকল্যেতে তুমি মায়ার ঈশ্বর,
একলেতে নও ? সর্বমুক্তি দিতে পার,
এককের সত্য মুক্তি নয় ?
বিশ্বজীবে ভরি তরী তব,
তবে তুমি করিবে কি ভবখেয়া পার ?
একলা পারের ঘাটে ধূলায় ব'সে,
যেবা ডাকে—'পার কর দয়াময় ব'লে,
সেই আর্ত্ত প্রপন্নের তরে,
তুমি যে দিয়েছ কথা—"অবশ্যই হবে তুমি,
দৈবী গুণময়ী, দুরত্যয়া মম মায়া পার।"
আরও সাধ তব—যারে পারে নিলে,
সে আবার ফিরিয়া আসিবে এপারে, সাধুসন্তরূপে.
যত আর্ত্ত জীব, তাদেরও পারের ঘাটে
আসিবারে পথ দেখাইবে,
সর্ব্বজীবে প্রেম দিয়ে, তাহারও অন্তর ভ'রে দেবে !
আপনিও অবতরি যুগে যুগে, সাধু সন্ত নিত্য প্রেমযাগে
নিজে পূর্ণাহুতি দেবে !

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ওঁ মা

মায়া যা বিপরীতবস্তুফলনী ভ্রান্তির্জগন্মোহিনী
'মা বর্জ্জং জননী স্তনামৃতঝরী (স্বধামৃতদুঘা) সা ভুক্তিমুক্তি প্রদা।
মাত্রা যাঃ প্রণবে তুরীয়পদগাস্তা বৈপরীত্যেন 'মা'
যাঽস্বাত্যন্তিমমূলবর্ণপুটিতা হংসশ্চ সোঽহং স্বয়ম্ ॥

যেবা মায়া ভ্রান্তিরূপা জগন্মোহিণী,
বস্তুবিপরীত কলন যাদুকরী,
সেই মায়া 'য়া' বর্জনে সাক্ষাৎ জননী
ভুক্তি মুক্তি প্রদা মা স্তনামৃত ঝরী।
'অ উ ম' তিনমাত্রা প্রণবের অর্দ্ধার সহায়ে
অমাত্র-তুরীয়ে নিজধারা ফিরাইয়া,
মাত্রাতীতা মায়ে সর্বমাত্রায় মিলায়ে
সর্ব্বহারা সর্ব্বে নেয় বক্ষেতে টানিয়া !
মাত্রা পাদে কলংয় কাটায়, বিপুলের যাত্রী
সত্য জ্যোতি অমৃতের পন্থা পরিহরি,
পশে পাছে অসহায় সর্ব্বনাশা রাত্রি,
তাই তুমি নিজে সাক্ষী হ'লে মাগো সর্বেশ্বরি !
যেবা সর্বহারা, সেও নয় তোমা ছাড়া,
তুচ্ছেও তারিবে ব'লে 'তারো' তুমি 'তারা' ;
কালী তুমি সর্বগ্রাসী কালেরও অন্তক দিগম্বরা,
দুর্গা তুমি দুর্গগ্রন্থি ভেদে শূল অসিকরা।
শুদ্ধ ব্রহ্ম হ'লে 'ব্রহ্মময়ী', শুদ্ধ চিৎ হলে 'চিতি'
আনন্দ 'আনন্দময়ী' হ'লে, সদেক সর্বানী,'
যত উদয় বিলয়, ঋজু আর বিপরীত রীতি—
দ্বন্দ্বের মেলনী তুমি 'অম্বা' ওঙ্কার জননী
(গণেশ জননী ওঙ্কার)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আদি অন্তে দুটি মূলাক্ষরে পরমা অক্ষরা
সর্বাক্ষরাক্ষর ধাত্রী উমা পরোত্তমা,
'হংসঃ সোঽহম্' ধারা—রাধা, ঋতং—সত্যম্ভরা,
স্বধা-স্বাহা, বিন্দু-সিন্ধু, অহমে ভূমায়,
সেজেছ দক্ষিণারমা কভু বামা শ্যামা !
'অউম' কলা বিপরীত রতা = ম্ উ অ = ম + ব = ম্ব
আদি অন্তে দুটি মূলাক্ষর 'অ' যোগে = 'অম্বা'।
অ = শিব, ম = শক্তি।
উ = দুয়ের বিপরীত রমন ; ফল, সামরস্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দক্ষিণোত্তরা

ধারা যাঽটতি দক্ষিণায়নগভিং সিন্ধুং যথা স্বর্ধুনী
বিন্দুং সোত্তরবাহিনী কিময়ভে কাশ্যাং যথা শান্তবম্।
কান্তা যাঽপি শিরোজটাবিগলিতা সা কাঙ্খতে সঙ্গমং
শম্ভো বিন্দুমৃতে স্বগর্ভিতমহো সাঽস্বাঽপি সিন্ধোঃ কুতঃ ॥

এই ধারা মম
চলিয়াছে দক্ষিণ অয়না,
সিন্ধুর মেলনে যথা ঐ ধেয়ে চলে সুরধুনী।
সে ধারা কি কভু
ফেরে নাকো উত্তরবহনা,
বিন্দুর উদ্দেশে—কাশীধামে যথা শৈলসুতার সতিনী ॥
ধ্মাত শঙ্খধ্বনি
কান্তজটাজাল বিগলিতা
কান্তারে লইবে কতদূরে, আকুল চঞ্চলা বিরহিণী।
তাই উত্তর-বাহিনী
শিব অঙ্গ সঙ্গ প্রধাবিতা
জ্যোতির্ঘন শিবামৃতবিন্দু নিজগর্ভে ধরিবারে আকাঙ্ক্ষিনী।
সে অমৃত বিন্দু
আপনায় ধারণ বিহনে ;
কেমনে সম্ভব অভিশপ্ত ভস্মরাশি মাঝে মৃত সঞ্জীবনী।
বিন্দুগর্ভা মাতৃধারা
বিন্দুনাদ কলার বিতানে,
চিরন্তনী সুধা-সিন্ধু প্রসবিনী ॥

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ওঙ্কারেঽন্তিমবর্ণ মেত্যিবহনা বাগ্‌দ্রবা শ্বধু্‌র্নীঃ
সা রুদ্ধা (শুদ্ধা) রভসাশু মোক্ষসুখদা ভস্মীকৃতেভ্যাঃ ন কিমু ।
মুক্তা সা মকরে ঋকারগুণতো নাদাখ্যসিন্ধুং গতা
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং নয়তি নঃ সংক্রম্য ত্রেধাতিগম্ ॥ ১
কামদুঘা ঋকারা গৌ র্গোমুখীবিন্দু বিস্রুতা ।
মকারামৃতস্যন্দা 'করে' ভূমাব্ধিসঙ্গতা । ২

(সন্ধিনী)

তব জপ্য মন্ত্র ওঙ্কারে বা নামে,
অন্তের 'ম'কারে যদি ক'রে দাও শেষ ।
তবে বল, ম কারে গোমুখীমুখে
দ্রবময়ী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জাহ্নবী করুণা অশেষ ।
কেমনে মিলাবে লয়ে,
যেথা পড়ে রয়, আদি বিদ্বানের শাপে মোহদৃপ্ত
মানবজীবন যেথা শুধু ব্যর্থতার ভস্মশেষ ?
রুদ্ধা হতে দিও না সে স্বচ্ছন্দবহনা
মকরবাহিনী সুখদা মোক্ষদা পূতধারা ।
'ম' এ তে 'ঋ' দিলে যেটি মৃত শব করে সব ;
'ঋ' কারের গুণে তার 'কর' করে লও,
তবে, সেটি বহমানা সাক্ষাৎ অমৃত-নির্ঝরা ॥
তবে 'কর' করে তুলে দেবে বিগলিত অমিয়পশরা ॥
বিন্দু বিন্দু রূপে ক্ষরিতা অক্ষরাধারাটিরে
অখণ্ড অনন্ত নাদ সিন্ধুবক্ষেতে সঁপিও ।
বিন্দু-সিন্ধু —এ দুয়ের নিরঞ্জন সমাবৃত্তি বিনে,
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ত্রেধা নিদধে পদমে"র পারে
না মিলে জানিও ॥

সাগর সঙ্গমে এই নিত্য মকরের স্নানে
মৃত্যু 'মৃ' কারের গুণ বিধায়িনী,
অপার অমৃত সন্ধিনী ত্রেধাতীতা অর্দ্ধমাত্রারে ভজিও ॥

(২)

যেথা গঙ্গার প্রকট উদ্ভব 'ম' রূপা সেই গোমুখীতে,
'ঋ' কার রূপিণী বাক্ কামদুঘা গাভী ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শঙ্খধ্বনি ভগীরথমুখে,
ডেকে যেন বলে—থামিও না, ক'রে যাও অবিরাম, পাবে তুমি
যাহা চাও সবি ॥

'ম' কারেতে কামদুঘা সুধাপয়স্বিনী,
সে সুধা স্বল্প নয়, শুধু ক্ষণেকের প্রেয়ঃ নয়—
কিন্তু ভূমা যে সুখ সে সুখ-সিন্ধুর সঙ্গিনী ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মকর সংক্রান্তিঃ

গঙ্গে ত্বং মকরাসনা নয়সি নঃ কংব্রহ্ম গূঢ়ং মরে
মাত্রাস্পর্শমকারকর্মবিগুণং সত্ত্বোগুণং চাক্ষরম্।
গুণা (চ্চামৃতম্)
ওঙ্কারে পিহিতং মকারমমৃতং সোমং মথ্নাসি নাদক্রতৌ
(পুটিতং)
বৈগুণ্যং সকলং বিহায় বরদাং সংক্রান্তিপাদং বৃণে ॥
(কৈবল্যপাদং)
(দ্বারং দক্ষিণমহো মৃত্যুমভিতো হিত্বোত্তরাং 'কাময়ে' ॥ (ত্বদ্গতিম্))

মাতর্গঙ্গে !
মকরাসনা হয়ে তুমি, আজি এই উত্তরায়ণ সংক্রমণে,
কি অমৃতবাণীটি শোনালে ?

'মর' মাঝে,
'কং ব্রহ্ম' ভূম সুখরূপা তুমি,
আর সংগোপনা রহিবেনা, তাই ;
চির অমৃতবহনা বহিলে ?

'ম' কারেতে, মাত্রাস্পর্শরূপ,
যত কর্ম বিপাক বিগুণ,
সে বিগুণে সত্ত্ব তব গলিত করুণায়,
নিজগুণে, অমৃত অভয় অক্ষর করিলে।

ত্র্যক্ষর ওঁকার,
শাপগ্রস্তা 'ম'টি যেন অহল্যার মতো,—
নাদব্রহ্ম 'রাম' রূপে এসে,
সে অহল্যায় পাদস্পর্শে সোমামৃত সবি জীয়াইলে।

অভিশপ্তা জড় সমিধেরে,
নিজ করুণায় উদ্দীপিত, সোমরসে,
অভিষুতা করি, মহানাদযাগ সমাপিলে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদাগম গুহ্য,
তত্ত্বে যেবা অভিষিক্ত নয়,
সে অকিঞ্চন নগণ্যেরে তুমি,
সকল বৈগুণ্য পারে নেবে ব'লে, ভাবগাঢ় মকরসংক্রান্তি স্নানে,
কৈবল্য পরশমাথা, বরদা-মোক্ষদা-সুখদা স্নেহদ্রবাটি সাজিলে।

দখিন দুয়ার,
শমনভবন যাত্রীটিরে, নিরুপায়ে, অসহায়ে,
মৃত্যুপথ হ'তে ফেরাবার, মহাভয়-উতরণ, উত্তরায়ণ সরণি দেখালে,
নিত্যা উত্তরবাহিনি গঙ্গে! কাশীধামে, বিশ্বনাথমুখে, তারকব্রহ্ম নাম,
যেন সন্থ সন্থ তার কাণে শোনাইলে॥

কিংবা নর্মসখী,
যমুনাটি হ'য়ে পিতম মুরলীধুনে,
উজান বহিয়া, গো-গোপ-গোপী সবাকারে,
তারি রাগ রসৈষণা-সেবা ভিখারী করিলে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্নান-পঞ্চকম্

কায়স্নানেবিধৌ সদা ধৃতমনা গঙ্গাং ব্রজেচ্ শ্রদ্ধয়া
যুক্তং তদ্ হরিপাদপদ্মসুরভিঃ সদ্যোঽঘহন্তা যতঃ।
(পাপানি হন্যাদ্ যতঃ)
প্রাণস্নানমথাচর প্রতিদিনং সন্ধিত্রিবেণীং গতো
গোমুখ্যাঞ্চ গিরো হরৌ চ মনসঃ স্নানং ধিয়ঃ সঙ্গমে॥ ১
কায়স্নানে বহির্গঙ্গা প্রাণস্নানে চ মূর্দ্ধগা।
নাদগঙ্গা গিরঃ স্নানে চেতঃ স্নানে স্বধাঽনঘা।
প্রচোদয়াদ্ ধিয়ঃ স্নানে সরিৎ সম্বিৎ স্বয়ংপ্রভা॥ ২

(১)

তিথিযোগে কায়স্নান বিধি,
তায় ধৃতমনা, যদি গঙ্গাস্নানে যাও শ্রদ্ধাভরে!
ঠিকই কর ; যে পরমপদেতে উদ্ভব
সে পাদপদ্মের সৌরভ, সদ্য সর্ব্ব অঘ নাশ তরে।
তারপর, নিত্য সমাচার
প্রাণস্নান ব্যানের সন্ধানে সুষুম্না তিননাড়ী ত্রিবেনী সঙ্গমে।
গোমুখীতে বিন্দুমুখে নাদ,
সে নাদেতে বাকের সিয়ান, হরিদ্বারে হরির ধেয়ানে।
পূর্ণকলা চিত্ত শতদল,
শ্রী-হরি-চরণ-অমৃত শীকর সিঞ্চনে।
আর শেষ, সাগর সঙ্গমে,
ব্রহ্মজ্যোতি পারাবারে, বুদ্ধির মিলাও ভূমা সমাধি সিয়ানে॥

(২)

ওগো মা গোচরা গঙ্গে,
সন্তানের মত তপ্তকায় মোরে কোলে টেনে নিও।
আর সুষুম্নায় নিগূঢ়াবাহিনী!
উর্দ্ধধামে প্রাণে মোর প্রাণেশের স্মিত দৃষ্টি-স্নান দিও॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাদগঙ্গা রূপে !

তব শান্তবাহিতায় বাকের অন্তহীন স্পন্দন জুড়ায়ো।

স্বধামৃতের দুহানা !

ভাবগঙ্গে ! ভাবের গভীরে রিক্ত, আর্ত্তচিত্তেরে ডুবায়ো।

অয়ি স্বরসরিত্ জননি !

স্বলসিত স্বপ্রকাশ ভূমা চেতনায়, স্বল্প আমি—

—বুদ্ধির-বুদ্বুদ্ নিঃশেষ করিও॥

—:)০(:—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আসনাদিপঞ্চকম্

স্থৈর্য্যং চেতসি পাটবঞ্চ কৃতিষু প্রাণার্জ্জবঞ্চাসনং
কৌপীনং চপলানৃত্যে চ বিষয়েঽলৌল্যং দধাতু প্রভৌ।
ধাতুং জ্যোতিরনন্তমাত্মনি পরং স্বাং তে ছবিঃ পাদুকা
(স্বামাকৃতিঃ পাদুকা)
হৃৎপদ্মঞ্চ কমণ্ডলুঃ প্রকুরুতাং প্রেম্না মধুপ্লাবিতম্।

প্রভো!

পূত তব অজিন আসন,
চিত্তে মোর ক'রে দিক স্থির।
ভজনপূজন সর্বকর্মেতে পাটব,
প্রাণে মোর ঋজু আর ধীর॥
গৈরিক ঐ কৌপীন তোমার,
চপল তুচ্ছ মিথ্যা বিষয়েতে,
সদা লোল মানসে আমার,
যেন মত্ত নাহি রাখে কুহকেতে॥

স্বামিন্!

তব দীপ্তিসমুজ্জ্বল ছবি,
আর পদনখমণি খচিত পাদুকা,
ধ্যানে যেন জেলে রাখে মোর,
অনির্ব্বাণ স্বরূপ জ্যোতির দীপিকা॥

প্রেমময়!

আমার হৃদয় পদ্ম ফুটিবারে দাও,
তোমাপানে চিরতরে দলগুলি মেলি।
তব কমণ্ডলু অহেতুক প্রেমের ঝরণা,
মধুর প্লাবনে তায় ঝরুক কেবলি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূক্ষ্মাগ্রা চাপ্যবক্রা যদি ন ভবতি তে সূচিকা সীবনায়
রন্ধ্রে তস্যা ন জোষং (কামং) বিশতি যদি ন বা তে কুশাগ্রীয়সূত্রম্ ।
জপ্যে মন্ত্রে ন বিন্দোঃ সুষিরমনুগতং নাদসূত্রং সমগ্রং
মালা কণ্ঠেহ থবান্তর্হৃদি চ সুমনসাং-তর্হি কিং গ্রন্থনীয়া ॥
যজ্ঞানাং হোতৃবর্য্যো হবিরপি সমিধো রত্নধাসূক্তমোহগ্নিঃ
কিং মে স প্রাণভাজো নিয়তমভিবৃতঃ স্বিষ্টিযাগে পুরোধা ।
কিং তেনৈব প্রদত্তা মম সকলকৃতিশ্চাজ্যরূপা সমন্ত্রা
কর্মাজ্যানাং তদগ্নৌ চ কুশলহবনং হ্যমৃতং কিং সুনোতি ॥
(কিমগ্নৌ)..................(দোগ্ধি ধারাং স্বধাখ্যাম্ ॥)

সূচীকর্মটি তোমার করিবারে চাও ভালমতে
কিন্তু বলো, ছুঁচটি ভোঁতা আর বেঁকা হ'য়ে নেই তো তোমার !
যে সূতাটি পরাবে, সে সূতা কুশের আগার মতো, ঠিক তো
পাকানো, আঁশটুকু বিরহিত;
'যোগ কর্মেতে কৌশল' বলেছেন গীতা,
সে কৌশল সাধিবারে ঐ ছুঁচসূতাটি গুরু ক'রে নাও ।
ধর, মন্ত্রজপ সুকৌশল সাধিবারে চাও, কি করিবে ভালমতে ভেবে নাও ।
নাদসূত্র অখণ্ড আর সূক্ষ্মগতি, তার পেলে কি সন্ধান ?
সেই সূত্রে জপাক্ষর কলা, সৰি গাঁথিয়া লইলে হ'য়ে সাবধান ?
তারপর, বিন্দুরূপ মালিকার মেরু, তায় সূত্র করিল প্রবেশ
বিলয় ব্যাহরণে ?
পুনঃ তাহা হ'তে নাদসূত্র বাহিরিল উদয় ব্যাহরণে ?
বিলয়েতে সোম হ'ল 'শমনী' তোমার, উদয়েতে অগ্নি হইল 'দীপনী' ?
এইভাবে 'জপমালা' না গাঁথিলে যদি, তবে বলো— কোন্
মালাটি কণ্ঠেতে তোমার ?
আর, কোন্ মালা বলো হৃদয়ের ভাবপুঞ্জ গাথা অন্তরে তোমার ?
বিন্দু নাদ-কলা, এ তিনেতে গাঁথা মালা যদি না মিলাইলে তবে—
কোথা বলো, হবে কেমনেতে, সাক্ষাৎ অমৃতজুহানা সেই স্বধার
আবাহন—
মৃত্যুভয়ে ভীত অমরের তরে, যে স্বধা ত্রিদশের তরে, হলো
অমৃত আপ্যায়ন !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবন যাগেতে মোর, সর্বকর্মে,
বেদমন্ত্রে প্রসিদ্ধ যে হুতবহ অগ্নি,
সে অগ্নিরে কি বরিয়াছি, মোর প্রাণযাগে, শ্রেষ্ঠ বর্য্য হোতারূপে,
তাঁরি, সেই স্থর পুরোহিত, নিখিল রত্নের আধার পরমে,
কি সঁপিলাম, মোর সব কিছু—হবি, হব্য সমিধ, এ সবি ?
সে দেব-পুরোধা-প্রচোদনে, মোর যত অসুর-অনুষ্ঠিত রিষ্টিযাগ,
হবে নাকো সত্য-অভ্যুদয়দাতা স্বিষ্টিযাগ ?
দেহ প্রাণ মন সবাকার লঘুগুরু সব কাজ,
'ওঁ স্বাহা' মন্ত্রে, হে মোর পুরোধা, তুমি কি
আপন শাশ্বত জ্যোতিরূপে, করিলে হবন ?
আর সব যাগশেষে, তব ভূমারসরূপেতে একান্ত, পূর্ণ সমর্পণ রূপ
পূর্ণাহুতি কর সমাপন ?

(পুংসা)

জানীহি নিজমন্দিরং স্থগঠিতং যদ্ ব্রহ্মণৈব স্বয়ং
বাসায় ধ্রুবমুজ্জ্বলস্বমহিম্যো ভূমাপি সনাৎ ভাস্বরঃ।
(খেহর্কো যথা)

সত্যঞ্চার্জবমস্তভিত্তিরচনাকার্য্যে তপঃ কল্পিতং
প্রাচীরায় গুণাশ্চতুঃ পরিমিতাশ্চূড়া স্ত্রিভিঃ কল্পিতাঃ ॥
চতস্রোহস্ত দয়ামৈত্রী তুষ্টিঃ ক্ষমেতি বেষ্টিকাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং চূড়াস্ত্রীণীতি (স্ত্রিস্রশ্চ) মন্দিরে ॥

ব্রহ্ম অজ, আদি-অন্তহীন, যে আদি পুমান্ হ'য়ে আপনা প্রকাশি,
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতার প্রকাশন তরে হইলেন দ্বি-জ—
স্বয়ং একরস ভূমা স্বপ্রকাশ, সে ব্যক্তিত্ব বিকাশের তরে,
ভূমত্বেরে ঘন করি যেন বানাইলা আবাসমন্দির নিজ—
যে মন্দিরে, ব্যোমে ঐ ভাস্করের মতো,
ধ্রুব সমুজ্জ্বল জ্যোতি মহিমায় করিবে বিরাজ—
তুমি আপনিই এলে হে পরমপুমান্!
ওঙ্কার মূর্ত্তি ধরি আদি-দ্বিজ প্রজাপতি সাজ।

৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
করিলে আবাস নিজ ব্রহ্ম মন্দির,
অমিত যে ব্রহ্মবর্চঃ, তারে করি দশধা বিভাগ।

সত্য; আর্জব আর তপঃ,
এই তিনে সে মন্দিরে ভিত্তি বিরচিলে ;

মন্দিরের চারিটি দেওয়াল,
দয়া মৈত্রী ক্ষমা তুষ্টি—এই চারি দিয়ে নিরমিলে ;

আর, 'জ্ঞান বিজ্ঞান মাস্তিক্য'
গীতায় প্রথিত তিনগুণে মন্দিরের চূড়া,
ত্রয়ী রূপেতে বানালে।।

তাই বলি শোন—হে ব্রাহ্মণ !
এ দিব্য মন্দির ভ্রষ্ট হ'য়ে কেন তব এত গ্লানিময়
পুতিগন্ধ ভাগাড়ে ভ্রমণ ;

ওঙ্কারের কম্বুকণ্ঠে কেন আজ বলো—
এত শৃগালের মতো অতৃপ্ত রোদন !

ব্রজসি বনানীং সাধনাখ্যাং গভীরা (ভয়ালাং)
মবতু খলু তবাস্মিন্ সংযমঃ হিংস্রবক্ত্রাৎ (ঘাতাৎ)
বিধর নিজ করাজ্যাং প্রোজ্জ্বলৌ দ্বৌ চ দীপা
বুভয়বিমলবোধৌ গোচরাগোচরার্থৌ ।।
(সপদি)
সাধনা নামেতে আছে গভীর (ভয়াল) বনানী।
তার মাঝে পা বাড়াতে কেন ভয় পাও তুমি ।।
গুরুদত্ত ভরসায় বুক বাঁধো আগে।
বাক্‌প্রাণসংযমের দৃঢ় বর্ম রাখো পুরোভাগে ।।
তারপর, ভালমতে দুটি করে ধরি যুগ্মদীপ।
আঁধার গহনে পথ চিনে, পাও সহজ সমীপ ।।
এই যে গোচরবিশ্ব, ইহার বিজ্ঞান।
আগোচরে মিলে হোক্ পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞান ।।
শ্রুতিসিদ্ধ সেই 'অয়ং' আর 'অসৌ'—এ দুয়ে ব্যবধান।
দৃঢ় কর—নিজ সত্য সমগ্রপ্রত্যয়ে মহান্ ।।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থি-বিমোচনম্

(শাখা) স্থূলগ্রন্থিচয়ে পটু র্দোস্তে প্রকামং যদি
(মূলে) সূক্ষ্মগ্রন্থিবিমোচনে কিমধুনাঽধীরোঽক্ষমঃ কম্পতে।
মূলে সূত্রনয়ঃ স্বয়ং ভগবতে যুঞ্জানভাবাশ্রয়াৎ
সম্যক্ সঙ্কটমোচনে স্থিতধিয়া দোষ্ণাঙ্ঘ্রিসংসেবনম্ ॥
(দোর্ভ্যাং পদোর্মার্জ্জনম্ ॥)

স্থূল যত শাখাগ্রন্থি,
সে সব মোচনে,
তোমার করটি যদি প্রচুর নিপুণ।
তবে বল, মূলগ্রন্থির মোচনে, সে কর তোমার,
কেন এত অধীর, অক্ষম, কম্পমান!
মূলে সব সুষম সমন্বয় যাহা হতে,
সেই সূত্রটির তরে,
মূলেরো স্বামী যেবা, সেই ভগবানে,
যুঞ্জান যে ভাব, করো তার সমাশ্রয়,
আর, সকল সঙ্কট সম্যক্ মোচনে, স্থিরমতি হ'য়ে,
তব যুক্ত কর দিয়ে, তাঁরি পদযুগল সেবা ও মার্জ্জন
স্থির জেন, একমাত্র নিশ্চিত উপায়!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূমিকাসপ্তকম্

সহিষ্ণুশ্চ তিতিক্ষুশ্চ দান্তো ধীরস্তথা শমী।
প্রসন্নশ্চ তথানন্দী সপ্তৈতে ভূময়ো (ভূমিকা) মতাঃ ॥ ১
দুষ্টাশ্ব ইব শালায়ামাদৌ মনো নিগৃহ্যতাম্।
সংগৃহ্যতাং মনো ধীরৈঃ সৎস্থ বিক্ষেপহেতুষু।
স্বভাবতস্ততঃ শান্তং চেতোঽপি পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩
অন্তঃশীতলচিত্তেঽপি চাস্মিতালেশসম্ভবাৎ।
জ্যোতিঃ প্রসাদ আয়াতি বুদ্ধির্নৈর্মল্য-যোগতঃ ॥ ৪
("প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে") (গীতা)
ততো জ্যোতীরসাভিন্নমাত্মতত্ত্বমবাধিতমম্।
অপাবৃতং চিদানন্দং চিত্তস্পন্দেন নৈর্জিতম্ ॥ ৫
অপরাপ্রকৃতে র্মুক্তো দান্তো বশী ভবেৎ সুধীঃ।
প্রতিষ্ঠিতঃ পরায়াঞ্চ ধীরঃ শান্তস্তথা ভবেৎ।
প্রসন্নঃ পরমাং শ্রিত্বাঽঽনন্দী স প্রবিশেদ্ যদা ॥ ৬
আত্মত্রয়ং মনোযোগাদ্ দ্বে চেতশ্চিত্তযোগতঃ।
অস্মিতাধ্যাত্মযোগাদ্ দ্বে শিষ্ট ইতি বিবিচ্যতাম্ ॥ ৭

সহিষ্ণু তিতিক্ষু দান্ত ধীর আর শান্ত।
প্রসন্ন আনন্দী সপ্ত ভূমিকার প্রান্ত ॥ ১
প্রমাথী চঞ্চল মন দুষ্ট অশ্ব সম।
সুদৃঢ় বাঁধন বিনা দুরন্ত বিষম ॥ ২
প্রথমে তাহারে কর নিগ্রহ বাহিরে।
সহিষ্ণু বাহিরে তবু অশান্ত ভিতরে ॥ ৩
অভ্যাসের বিচারের লাগামের বশে।
তিতিক্ষায় মন তব টেনে রাখ রাশে ॥ ৪
ইন্দ্রিয় স্ববশে আনি হও পরে দান্ত।
ইন্দ্রিয়ের নও দাস দাস সে একান্ত ॥ ৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব অঙ্গে হও স্থির, শোন 'ভদ্র' কর্ণে।
ভদ্রেরে বরণ কর রূপে রাগে বর্ণে ॥ ৬
মনেন্দ্রিয় দুয়ে ভদ্র বরণে সর্বথা।
চেতোনদী লভে স্থির কল্যাণবাহিতা ॥ ৭
বিকারের হেতু তবু না হয় বিকার।
এমন চেতস হ'লে ধীর সংজ্ঞা তার ॥ ৮
বেগবতী নদী সম চেতসের গতি।
ধীরে ঋজু একতান হয় লক্ষ্যপ্রতি ॥ ৯
চেতসের অন্তস্তলে অব্যক্ত সংস্কার।
চিত্তের কুণ্ডলী সুপ্ত ভুজঙ্গ-আকার ॥ ১০
ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি গর্ভে তার জ্বালা।
সে জ্বালাও শান্ত হ'লে (তবে) ক্ষান্ত তার পালা !! ১১
চেত চিত্ত দুই জয়ে স্বভাবতঃ শান্ত।
আকাশ যাহার বাহ্য বিশাল দৃষ্টান্ত ॥ ১২
অন্তঃ সুশীতল চিত্তে 'আমি' নয় পীন।
তবু তার লেশটুকু হয়নি বিলীন ॥ ১৩
অস্মিতার লেশ লয়ে বুদ্ধি সুনির্মল !
লভি আত্মজ্যোতিঃ প্রসাদ সমুজ্জ্বল ॥ ১৪
'প্রসন্ন' না হ'লে বুদ্ধি না হয় নৈষ্ঠিকী।
বুদ্ধি না নৈষ্ঠিকী হলে অতত্ত্ববিবেকী ॥ ১৫
প্রসন্ন উজ্জ্বল বুদ্ধি দেখে অপাবৃত।
জ্যোতিরসাভিন্ন আত্মতত্ত্ব অবাধিত॥ ১৬
দেখিলে 'আনন্দী' ভূমি হয় অবারিত।
সে ভূমি চিত্তের স্পন্দে নয় উত্তেজিত ॥ ১৭
অপরা প্রকৃতি হ'তে মুক্তির সাধন।
সহিষ্ণু তিতিক্ষু দান্ত এই তিন জান।
মন আর ইন্দ্রিয় ল'য়ে সাধনের ক্রম ॥ ১৮
পরাপ্রকৃতিতে নিজ হ'লে প্রতিষ্ঠিত।
ধীর আর শান্ত দুই ভূমি অধিগত।
এ দুয়ে চেতস চিত্ত হইবে বিজিত ॥ ১৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসন্ন আনন্দী শেষ দুটি ভূমিকায়।
অস্মিতা ধী আত্মা এই তিনে সাধ্য হয় ॥ ২০
প্রথম তিনেতে বহিরঙ্গ যে সাধন।
ধীর শান্তে সেটি অন্তরঙ্গ জান'।
প্রসন্ন আনন্দী দুয়ে স্বরূপ বিশ্রাম ॥ ২১
পরমা প্রকৃতি যাহা পুরুষ উত্তমে।
প্রপন্নের প্রসন্নতা তদাশ্রয় ক্রমে ॥ ২২
স্বরূপ অভিন্না সেই পরমায় যদি।
নিঃশেষেতে স'পে নদী যেমন অম্বুধি।
তবে সে স্বরূপানন্দে বল কোথায় অবধি ? ২৩

—০—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শম্ভোর্হৌমিতিবীজমন্ত্রবপুষং ধ্যায়েচ্ছিবং কেবলং
শক্তেঃ শক্তিমতো বিভেদবিরহাদ্ ব্রহ্মাক্ষরে গর্ভিতম্।
বৈষম্যে ন গুণা অতঃ শবশিবঃ স ব্যেতি যোগাৎ স্বরৈ (:)
হ্রীমাদ্যৈঃ স ভবেদ্ বিচিত্রকলনী কালীরমামারদা॥
(স্বরৈ নিষ্কল পুংসি চিত্রকলনী কালীরমাসারদা)॥ ১
বাগ্‌দোহে প্রণবে হ্যপামিব মহাসিন্ধৌ ন ভেদান্বয়ো
বর্ণানামতএব হৌমিতিমনৌ ক্ষোভো ন সংক্রমাতে।
হ্রীমাদৌ স্বরবর্ণনিঃশ্বননকৃদ্ বাগপ্সু যোঽব্যাকৃতো
ব্যাচক্রে স হতঃ স্বরবর্ণসহিতং বীজং সব্যঞ্জনম্॥ ২
শাখাপল্লবদক্ষেক্ষণকৃতা বীজস্য কিং দর্শনং
মূলং যাহি তরোর্বিহায় চরণং বীজানুসন্ধিৎসয়া।
(রটনং)
মূলে বাপি ফলে ন পল্লবদলে বীজস্য বৈ সংগ্রহো
গায়ত্র্যাদি মনৌ বিলীন উদিতশ্চোঙ্কার এবাকরঃ॥ ৩

শিবশম্ভুর একাক্ষর বীজ হৌঁ রূপ যে মান্ত্রী তনু, সেটিকে 'কেবল' শিবরূপেই ধ্যান করিবে। কেন না, ব্রহ্মাক্ষর যে ওঁকারে তাতেই 'হ'কার (মহাপ্রাণবর্ণ) গর্ভিত থাকায়, শক্তি এবং শক্তিমানের বিভেদ সেখানে ব্যক্ত নেই। ব্যক্ত নেই এই নিমিত্ত যে, গুণত্রয়ের (সুতরাং স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণের) বৈষম্য সেখানে ব্যাকৃত নেই ; আ, ঈ, উ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্বরবৃত্তি সেখানে নিরবকাশ বলিয়া, উহা 'ন ব্যেতি'—অব্যয় অক্ষর। কিন্তু, হ্রীঁ—আদি বীজে স্বরনিমিত্ত ক্ষোভ প্রসজ্যমান বলিয়া, নিষ্কল পুমান্ যে 'শবশিব' (অধিষ্ঠান ব্রহ্ম), তিনি মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতীরূপে আপনাকে ব্যাকৃত করেন। ১ (লক্ষ্য কর যে, 'হৌঁসঃ' শক্তি শক্তিমানের ভেদদৃষ্টি সত্ত্বেও তাদের অভেদ সামরস্য সূচক বীজ।)

নানা সরিৎ তাদের বিভিন্ন বারিধারা লইয়া মহাসিন্ধুতে মিলিলে যেমন তাদের 'ভেদান্বয়' থাকে না, তেমনি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বাগ্‌দোহ ব্রহ্মবাচক প্রণব (মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিতে বিবৃত), তাতে নিখিল বর্ণ জাত, স্থিত এবং লীন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াও, তাকে (প্রণবকে) ক্ষোভিত ও বিশেষিত করে না। তথাপি দেখ ক্ষোভ ও বিশেষের সমুদ্ভব নিমিত্ত কি আবশ্যক? 'ওঁ' স্বয়ং অব্যাকৃত রহিয়াও, আপন শক্তিরূপ যে 'হ্'কার, সেটিকে আশ্রয় করতঃ বাগ্রূপ নিস্তরঙ্গ সলিলরাশিতে যেন 'স্বর' রূপ নিঃশ্বাস ফেলেন, ফলে, তাতে বিচিত্র স্বরব্যঞ্জন-বপুঃ হ্রীমাদি বীজমন্ত্রের সমুদ্ভব! লক্ষ্য কর যে, বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ বিশেষভাবে 'নিঃশ্বসনকৃৎ', আর ব্যঞ্জন, বিশেষভাবে, আধান 'সলিল রাশি'। উভয়ের সহযোগে বীজমন্ত্রাদির উদ্ভব। [১]

শেষ শ্লোকে, বৃক্ষ আর বীজের উপমা দিয়া ভাবটা বোঝানর যত্ন। কোনও পাদপের বীজ খুঁজিতে চাও তো—তার মূলে এবং ফলে যাও, এবং সন্ধান কর। শাখাপল্লবাদিতে দক্ষদৃষ্টি দিয়াও, সে বীজের খোঁজ পাইবে না। শাখায় শাখায় রটন ছাড়িয়া, সমগ্র তরুবিতানের আদি যেখানে, এবং যেখানে তার পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ মূলসূক্ষ্মে এবং ফলসূক্ষ্মে তোমাকে অন্বেষণ করিতেই হইবে। যেমন ধর, প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র। ইহা যেন এক কল্পপাদপ। এতে সব্যাহৃতি চারিটি শাখা (পাদ)। প্রতিটি পাদে আবার কতিপয় প্রশাখা ('তৎ সবিতুর্বরেণ্যং' ইত্যাদি)। কিন্তু এ কল্পপাদপের 'বীজ' কোথায়? আদি এবং অন্তে যে উদয় ওঙ্কার এবং বিলয় ওঙ্কার, তাতেই। প্রথমটিতে অগ্নিমাত্রার মুখ্যতা; শেষেরটিতে সোমের—এতদুভয়ের সন্ধি—সেতুরূপ 'বিন্দু'। এই বিন্দু সমাশ্রয় ব্যতীত (অর্থাৎ, বিন্দু নাদ-কলা, কলা-নাদ-বিন্দু—এইভাবে অনুলোম-বিলোমে গায়ত্রীব্যাহরণ না হইলে, ত্রক্ষ্যরা ব্রহ্মবাদিনী, ছন্দসাং মাতা যে গায়ত্রী, তার বীজতত্ত্বটিই ধরা গেল না। সেটি ধরার কৌশল ঠিকভাবে অর্ধমাত্রা সমাশ্রয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দোলঃ

আবির্ভাবায় ধাম্নোজ্জ্বলবিমলরুচির্ভানুরাবি র্ম এধি
আবির্ভাবায় কান্ত্যা কনককিরণবৃট্ চন্দ্র আবি র্ম এধি।
আত্মারামায় ভানে হ্যপগতকুহকে জ্যোতিষাং চিত্রদোলঃ
প্রেষ্ঠে প্রেষ্ঠালিরাগৈ র্ললিতবিলসিতে মাধবে মঞ্জুদোলঃ ॥

হে স্বপ্রকাশ! 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' চিদ্‌গগন ভানু,
নিত্যোদিত তোমা, ধামোজ্জ্বলবিমলছটায়,
হও আবির্ভূত—বেদমন্ত্র যে 'আবিরে',
'এস আমা মাঝে, ব'লে করে আবাহন!
হে অনন্ত রসভূমা. 'রসানাং রসতমঃ, চিদ্গগনশশি!
চির কান্তোজ্জ্বল কনককিরণ বর্ষি তোমা রসবরিষণে,
হও আবির্ভূত, বেদমন্ত্র সোমসুধারূপ যে 'আবিরে,
'এস আমা মাঝে' ব'লে করে আপ্যায়ন!
যেবা শিবাদ্বৈতে নিষ্ঠিত আত্মারাম,
তার, অপগতসমস্ত কুহক নিজভানে,
বিচিত্র রূপবর্ণময় এই বিশ্বদোল,
কোটি ধারে বিচ্ছুরিত জ্যোতি,
সেই পরমজ্যোতির অপরূপ চিত্রদোল!
আর, প্রেমরসে আপ্লুত হৃদয় যার,
তার তরে কিবা এই দোল?
প্রিয়তম বঁধুয়া মাধব,
তারি ললিতবিলাস পরিসীমা অঙ্গে, পীতবাসে, সব তাতে,
প্রেয়সীর হৃদয় মাধুরী সারাৎসার, 'রাগের' আবির কুঙ্কুমে.
পিতমেরে রাঙা ক'রে নেয়া চির মঞ্জুদোল!
আরও—যেবা 'বহিঃকৃষ্ণ' তায় 'বিবর্ত্ত' করিয়া,
'গৌরাঙ্গ সুন্দর' ক'রে নেয়া 'রাগের'
এই অঘটন ঘটনী প্রেমাদোল!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রক্তং বিধূনয়ন্ যোঽপি রাগং বিতানয়ন্ রসে।
আবিষ্করোতি ভূমানং ভোগেঽপি চ স 'আবিরঃ' ॥

কামজ ভোগে রসের যে রক্তরূপ, সেটিকে বিধূনিত করিয়া প্রেমের শুদ্ধ রাগরূপের যেটি বিতান করে, এবং যার ফলে, ভোগের মলিন খণ্ডিত রস, অখণ্ড অচ্যুত উজ্জ্বল রসভূমারূপে আপনাকে 'আবিষ্কার' করে, তাহাই যথার্থ 'আবির' (আ+বি+র) বুঝিবে।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নীলাম্ভোধৌ প্রভাতে কনককিরণভা মৌননগ্না শয়ানা
সায়াহ্নে সা সমীরৈর্ললিতসুরলয়চ্ছন্দসা বীচিভঙ্গা।
আকাশে বা কদাচিৎ সুবিপুলবিততো নীলিমা শান্তলীনো
বর্ষান্তে বা কদাচিৎ প্রচলিতঘনঘটাস্তীর্ণ বর্ণালি লাস্যম্‌॥ ১
হেমন্তে বা বসন্তে কুসুমিতলতিকালুণ্ঠিতোল্লাসদোলঃ
শীতে তাপে চ ধরণ্যা রসবিধুরতয়া কুণ্ঠিতোদ্দণ্ডদোলঃ।
নৃত্যন্‌ মঞ্জীরমঞ্জু মুর্‌রজঘনরবো মেঘদোলঃ কদা বা
শেফালীপদ্মিনীনাং শরদি সুরভিতে ঝঙ্কৃতশ্চারু দোলঃ।।২

উষায় শান্ত নীলাম্বুধিবক্ষে,
অরুণের কনককিরণ ছটা,
যেন শুয়ে প'ড়ে—মৌনমগ্না কোন গাঢ় ভাবরসে!
সায়াহ্নেতে দেখি, সেই সিন্ধুবক্ষে,
সমীরের চঞ্চল অঞ্চল পরশে,
কত না সুর ছন্দ লয়ে—কত না লহর নৃত্যপর পুলকে উল্লাসে!
শুধু কি সায়রে? ঐ নীলাকাশে—
কভু বিপুল বিস্তার নীলিমা শান্তলীন;
কভু বর্ষাশেষে—ধাবমান ঘনঘটা পটে
আস্তীর্ণ রূপনৃত্য অপরূপ ছবিটি রঙ্গীন!
এ সবেই তারি নিত্য দোল—চেনা বা অচিন! ১ ॥

* * * *

সে অচিনেরে চিনিবারে চাও চোখ মেলি—
এই ধরণীতে ষড়ঋতু নিয়ে হের তার দোল!
হেমন্তে বসন্তে, ফোটাফুলভরা লতিকায়,
রূপবাস লুটে-নেয়া, দেখ তার উল্লাসের দোল!
শীতে বা নিদাঘে, ঐ ধরণী যবে সরসবিধুরা,
তখন, কভু বা কুণ্ঠিত মৃদু, সব তার, হিমকম্পমান থরথর দোল;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কখনও বা, কালবৈশাখীর উদ্দণ্ড ভৈরব ঝঞ্ঝাদোল !
আবার, বর্ষায়, কখনো চরণমঞ্জীর নৃত্যে, রিমিঝিমি বরিষণ দোল !
কখনো, গুরু গুরু মৃদঙ্গের সান্দ্রতালে, ঘন ঘন চপলা চমকে,
স্থগম্ভীর মেঘদামদোল !

আর শরতের দোল ?
উপবনে শত শেফালিকা, সরোবরে শত পদ্মিনীর—
সুরভিনন্দিত, ভ্রমরগুঞ্জনঝঙ্কৃত, শারদীয়া আগমনী ছন্দে চারুদোল ! ২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কালিন্দীদোল তথা কালিয়দোল ঃ

আদ্যো দোলস্তয়োর্যঃ সুললিতসুষমস্তেন বিশ্বস্য লাস্য
মুল্লাসো বা বিলাসোঽপি নিবিড়মধুরা রাসলীলা ব্রজে বা।
মায়াভির্জীবজাতে বিষমবিষময়ঃ প্রাকৃতস্তদ্ বিপাকঃ
কালিন্দীমঞ্জুদোলো ললিত ইহ ভবে কালিয়াবর্ত্তদোলঃ ।।

সে পরমমিথুনে, যে আদিম দোল,
সুললিত সুষম অপরূপ।
সে দোলেতে বিশ্বলাস্য,
বিশ্বে যত উল্লাস বিলাস,
কত ছন্দে, কত সুরে পেল তার রূপ ॥
শুধুই কি বিশ্বের নটনে ?
নিত্য ব্রজধামে, নিত্যরাসলীলা—
নিবিড় রস মাধুরী পরিসীমা,
সেও তো, আদিম মধুর যুগল মধুদোলা ॥
তবে, বল কোন্ সব-উল্টে-যাওয়া কুহকেতে
সে অমিয় দোলে হেন প্রকৃতি-দুর্বিপাক।
অমিয় গরল হ'ল, সুষম বিষম,
যে বিষমে জীবে যত ভীষণ ঘূর্ণিপাক ॥
কালিন্দীর বুকে শারদরাকায়
ললিত মন্থর, মুরলী মঞ্জীর সাধা দোল।
কেমনে সাধিল বল, এই কালিয়ের কূপে,
কালকূটভরা আবর্ত্তের ভয়াল আর্ত্ত রোল ॥

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অকাল বর্ষণম্

যদ্ বর্ষাসু নিরন্তরং জলমুচো ভূপ্লাবনং বর্ষণং
হেমন্তে কুসুমাকরে চ শিশিরে প্রেয়ো ন তচ্ছারদে।
স্রোতোধাবন-সান্দ্রমন্দ্রমুখরাদ্রৌ সানুনীড়ে খগী
(কম্পমানা খগী)
হেমন্তাদিষু পুষ্পকোরকরসং (মধু) গ্রীষ্মে ঝরীং কাঙ্ক্ষতে ॥

শাওনেতে অবিরল
জলদের বর্ষণেতে দিগন্তপ্লাবনা
হিল্লোলে কল্লোলে
মুরজের মন্দ্রছন্দে ধরা, সিন্ধু স্বাহা-নাদ স্বধা-বিন্দু ঘন
পরাণী ভরিয়া পেতে চায়।
তারপর মৌন মাগে অন্তর্বর্ত্নী রস মগ্নতায়।
সে উছলা সে মগনা
যবে আঁখি মেলে শারদপ্রভাতে,
বক্ষে তার অনাবিল
অভিনব সুকুমার শতদল শ্রীঠাম হেরিতে—
তখনো স্নেহ টলটল রম্য তার বক্ষ সরোবর।
মত্ত মাতঙ্গের পায় হবে উপদ্রুত—
আততায়ী অকালের ঝঞ্ঝামেঘে?
ফুটি ফুটি কলি কণ্ঠে মধুবেণু,
পিয়াসী অলির পায় সরম মঞ্জীর,
সবি হবে বজ্রাহত?

বর্ষা সানুনীড়ে
ভীমোচ্ছ্বাস স্রোতোরাশি ভৈরব গর্জনে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবে কম্পমান খগ—

কবে কোটি মেঘ কুম্ভে অদ্রিরাজ শেষস্নানে,
শরৎ অমল করে ক'রে প্রসাধন,
হেমন্তের দলে ডাক দিয়ে যাবে
গিরি সিংহাসন ঘিরি চারিভিতে
এঁকে দিতে দিগন্তের পটে, অফুরন্ত পুষ্পপল্লবের চারুচিত্র আলিম্পন!
সে পুষ্প কোরক রস
মঞ্জরী মুকুলে ফলে,
আকাঙ্ক্ষায় বসে যবে পাখী,
বর্ষান্তের প্রাতে গিরিকোটরেতে ;
আর নিদাঘ মধ্যাহ্নে
গিরি বর্ত্মচারী
রুক্ষনীরস বাতাসে,
রবে পাখী কান ছুটি পেতে
অদূরে কোথায় নিরালায় গিরিঝরী,
তৃষিতের কণ্ঠসুধা
অকুণ্ঠায় বিলাইবে, তাই তার
অবিরল সমিনতি আপ্যায়ন
কলস্বন সাধা!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তঃ সলিলা

যদ্দানং বরুণালয়াম্বুদচয়ৈর্গর্ধেন তদ্বাধনং
দাক্ষিণ্যেন কৃপা ভবায় গলিতা ধ্বংসায় ভীমাগতিঃ।
(বামা)

বজ্রৈরার্দ্রশিলাচয়ো মঘবতা দীর্ণোঽপি ঘোরস্বনৈ
স্তস্যান্তঃ সলিলশ্রুতিস্বরসুধা হৃৎকর্ণতৃপ্ত্যৈ পরম্ ॥

বরুণালয় সিন্ধু করুণা আলয়
স্নেহ গাঢ় ঘন ধরিত্রী জীবন ;
সে ঘন বিগলিত ধারা সৃষ্টি তরে,
দাক্ষিণ্যেতে তার ঋদ্ধি অকৃপণ।
যদি গৃধ্নু আর অন্ধ প্রমত্ত প্রয়াসে,
সে কৃপারে কর ভোগেরি সাধন—
বিশ্বপ্রাণী তরে বিগলিত স্তন্যসুধা,
শুধু আত্মক্ষুধা মেটাবারে পণ ;
যদি ভুলে যাও শাশ্বত সাবধান বাণী
"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ ধনম্"—
তবে অন্ধ স্বার্থঘেরা সকল বাঁধন
ভাঙ্গিবারে সেই কৃপাই মোক্ষম্—
বজ্রঘোষে আসে নেমে, উন্মত্ত প্লাবনে
কান্তরূপা কৃপা হয়ে ভীমরূপা ;
আত্মা আত্মম্ভরি, শ্রেয়োঘাতী প্রেয় লোলুপতা
বলি দিতে কৃপা ধ্বংসযাগযূপা,
ধ্বংসের পঙ্কেতে পুনঃ সৃষ্টি পদ্মবীজরূপা !
আছো তুমি সন্ত্রস্ত পরাণী এ তাণ্ডবে,
মঘবার বজ্রহানে ঘোর স্বনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তব স্পর্দ্ধাদৃপ্ত শৈলগরিমা বিদীর্ণ—
না শোন মাভৈঃ বাণী অসাড় শ্রবণে,
তবু কিন্তু কান পেতে রও সত্তার গভীরে
শ্রোতক্ষুব্ধ যেথা দীর্ণ শিলাতলে,
কোন্ অন্তঃ সলিলার কলস্বন সুধা
হৃৎকর্ণ রসায়ন নিরন্তর গলে।

১০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিতারা

একা তন্ত্রীঃ পরমগুণিনো নির্গুণস্যাপি পুংসো
নাদোল্লাসা 'তুহ' মিতি মণে ঝঙ্কৃতির্ভূমবাণী।
রৌপ্যা তন্ত্রী 'হমিতি' নিয়তা যা ভজন্তী ত্বদীয়াং
তুচ্ছাং তন্ত্রী 'মহমিতি মমে'তি ব্রুবাণাং জহীহি ॥

শ্রুতিসিদ্ধ নির্গুণ পুমান্!
ওগো তুমি পরমগুণিন্!
তুমি আপনার করে
বেঁধে নাও মোর প্রাণে ত্রিতারায় বীণ।
মণিময় মূল যেটি তার,
তাতে নিজ নাদোল্লাসে ওঙ্কারের ধ্বন্;
তুহুঁ তুহুঁ" শুদ্ধ ঝঙ্কারেতে
ভূমবাণী করে কলায়িত নিতুই নতুন!
আর সে স্পর্শমণি পরশেতে,
মোর 'হম্' তারটিকে সোনা ক'রে নাও,
সে তারে তোমার তুহুঁ তারে,
একান্ত আপন সম্বাদী করে নিয়ত মিলাও!
স্বামিন্! তোমার ঐ 'ধ্বন্' ভোলা
মোর মিথ্যা অভিমানে যে তার বাজাও,
কাঁচা 'আমি—আমার' বেসুরায়,
দোহাই তোমার!
সে তুচ্ছ কৃপণবাণী তারটি খসাও!
আর যদি সাধ হয়, রাখো তারে,
কিন্তু নিজ গুণাঞ্জনে, করুণার রঙ্গে
সে তারেও সুরেলা করে ত্রিতারা বাজাও!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আজ সাঁঝ গোণে বাজাবে ত্রিতারা?
তবু, খেয়া ঘাটে প্রতীক্ষায় রব, ওগো বঁধু পরাণ মাণিক!
কবে ভঙ্গহীন, ওরহীন তব তুহুঁ ধ্বনে,
'কাঁচা পাকা' দুটি তারে সাড়া হবে সারা,
ত্রিতারার ত্রিধারা সঙ্গমে, মন প্রাণ হবে ভরপুর,
নিজ হাতে হাতে তুলে দেবে একতারা!

কিং লিপ্তং পদ্মপত্রং স্থিতমপি নিতরামম্ভসি স্নাপিতাঙ্গং
(ক্ষালিতাঙ্গং)
কিং লিপ্তং পদ্মপত্রং স্থিতমপি সরসি প্রাবৃষাং বাম্বুপাতৈঃ
কিং ক্লিন্নং পাংশুজালৈঃ স্থবিমলনভসো যৎ স্বতোনির্মলত্বম্।
কিং ছিন্নং স্যাদুদারাম্বুধিবিপুলবপুঃ সান্তদিক্ চক্রবালৈঃ
কিং ক্ষুব্ধং বা গভীরান্ত উরসি লহরীমন্দ্রিতাৎ সিন্ধুমৌনং
(স্ফালনাৎ)
কিং খিন্নং স্যাৎ স্বভাবে চিরনিরতমনস্তদ্বদাভাসিতেঽপি॥

সরসীর নীরে, পদ্মপত্র ভাসে নিরন্তর, বর্ষাবারি তার অঙ্গে হয় বরিষণ;
তবু তো কমলপত্র, কখনও তো লিপ্ত নয়, পেলব অঙ্গটি তাহার
আর্দ্র নয় তো কখন!
স্থবিমল ঐ নভোদেশ, কত ধূলিঝঞ্ঝা লাগে গায়ে তার,
তবু হারায় না তো কভু স্বত নিরমল রূপটি তাহার!
অসীম উদার, মহাসিন্ধু দিগন্ত বিতান, কভু কি সীমিত দৃষ্টি দিক্-
চক্রবালে, হ'য়ে যায় সরোবর!
তার যে সমাধিমৌন, অগাধ গভীর অন্তরাশিরূপে,
সে কখনো কি ক্ষুব্ধ হবে তার বুকে চঞ্চল লহর-আস্ফালনে?
তাই বলি শোন, যার মন নিয়ত স্বভাবের সৌম্যে সমাহিত,
সে মন কি সত্যি খিন্ন হ'ল, বাহিরেতে আভাসিক খেদের
লক্ষণে?

মা কার্ষীঃ সংশয়ং ভো বচসি ভগবতঃ শ্রীমুখাদীরিতং যন্
নেমং লোকং পরং বা গময়তি কৃপণং সংশয়াত্মানমিষ্টম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri
যুঞ্জীত স্বীয়বুদ্ধ্যা স্ফুরিতবিকিরিতং ভাসমাত্রং তদ্বরেণ্যং ।
ভর্গো দেবস্য কর্মক্রতুজনিতফলং চার্পিতং স্যাৎ তদগ্নৌ ॥

শ্রীভগবান পাঞ্চজন্য মুখে,
যে অমরবাণী জীবে কানে শোনাইলা,
কদাপি সংশয় ক'রোনা তারে—
শুনি মর্ত্ত্যধূর্ত্তি মুখে শত ধূর্ত্ত ছলা-কলা।
এই ইহলোকে কাম্য ঘাটে, অথবা ঐ ওপারেতে,
যেবা দিব্যলোক, যেবা দীপ্তধাম, পরাণের মৃগ্য ইষ্ট তব।
সংশয়াত্মা হ'লে কভু সে শুভ কামনার.
তরণীটি সেথার ভেড়ানো তো না হবে সম্ভব।
"নায়ং লোকোঽস্তি নাপরঃ সংশয়াত্মনঃ"—শোনো তাঁর নিজ মুখে
উদাত্ত এ মঙ্গলভৈরব শঙ্খরব !
আপন বুদ্ধিতে যে চপল সংশয়-আকুল,
আভাসের আলেয়ার বিস্ফুলিঙ্গ চলে চকিত-বিকিরিত।
তারে, ঐ তুচ্ছ খদ্যোতছটাটিরে, যুক্ত হ'তে প্রচোদিত প্রবর্ত্তিত
প্রসারিত হ'তে দাও—
সেই আদি পরমদেবতার বরণীয় ভর্গে বিনিশ্চিত ॥
বাগিন্দ্রিয় মন আর প্রাণের স্রুবায়,
দিনযাম, এই তব শিবহীন সত্য মধুচ্ছন্দহীন যত সব আসুর আহুতি,
সে মিথ্যা অভিচার কর্মযাগে, সত্য কর্মযোগ করে লও,
তাঁহারি চরণে, সব নিষ্ফলা ফলবাসনার,
হোক্ সমর্পণ-সমাপনী পূর্ণসফলা পরম-আরতি ॥

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহালয়া

সুষুপ্তৌ বিশ্রান্তং সবিষয়মনো যৎ সকরণং
মহালীনত্বং কিং পুনরবসরস্তৎ-সমুদয়ঃ।
স্থিতং ন্যাসাদ্ধেতৌ ফলনমিতরদ্ বা কর্মজনিতং
তবেচ্ছামাত্রৈকপ্রতিফলনমেবাস্তু জননি!॥ ১
(তবেচ্ছামাত্রৈকর্পণপরস্থথং মেহস্তু জননি!)
কালাত্যন্যান্ নিমিত্তাৎ ফলতি বিরমতি স্বীয়কর্মণ্যপূর্বং
বীজং ক্ষেত্রং দ্বয়ো র্ন ব্যভিচরতি পুনঃ সংস্থতৌ হেত্বপেক্ষা।
যামাবস্থা কলানাং সকলবিলয়নী সা পুনঃ স্থয়তে তা
মাতর্যাচে তবৈকং স্বস্থতবিভরণেহঙ্কে লয়ং তং মহান্তম্॥
যাবৎ কর্মনিমিত্তকুট (চক্র) বলয়ো গচ্ছেল্লয়ং লীলয়া
নাভৌ জালমিবোর্ণনাভরচিতং তাবং স্বপূর্বেণ কিম্।
নেমিস্থেহস্থরদেবপক্ষযুগলে নিত্যং তয়োর্বিবাদো
দেবীপক্ষ-মহালয়ার্থবিদুষা সন্ধিস্তয়োঃ সাধ্যতাম্॥ ৩
যাবন্নাহং লয়ং যামি যাবন্নাস্মি স্থিতো লয়ে।
তাবন্নহি দেবীপক্ষো বিজয়ায়ৈ মহালয়া॥ ৪
জয়তু জয়তু মাতা জ্যোতিরেকং চ রাত্রি
র্জয়তু জয়তু মাতা সৌম্যসারা চ রৌদ্রী।
জয়তু জয়তু মাতাহ মঙ্গলে মঙ্গলা যা
জয়তু জয়তু দুর্গা মাহিষো যত্র দেবঃ॥ ৫

সুষুপ্তির সময়ে মন তার নিজ ইন্দ্রিয়াদিকরণ এবং শ্রবণ মননাদি বিষয় সহ বিশ্রান্ত হয় বটে, কিন্তু চিত্তের সে লয় তো নৈমিত্তিক, সাময়িক লয়, 'মহালয়' তো নয়; কেননা সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, এমন কি সমাধিভঙ্গের পরও দেখি—ব্যুত্থান অথবা চিত্তবৃত্তির উদয় যথাপূর্ব্ব ক্রমে ও রীতিতেই হইতেছে। অতএব, কর্মজনিত যে সংস্কার ও সম্বেগ, সেটা ঠিকই বজায় আছে; কর্মের বা বৃত্তির পেছনে হেতু বা নিমিত্ত কূট; তাদের ঘরোয়া শক্তিবিন্যাস দেশকালাদিক্ষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
পরিস্থিতি সহকারে যা কিছু ঘটাবার তা নিয়মমাফিক ঘটিয়ে থাকে। তারা কখনো কখনো অবচেতনায় গূঢ় লয় পেলেও, তাদের টাইমফিউজ ইত্যাদি যেন ঠিকই সে সবেতে দেয়া থাকে। কিন্তু, সকল নিমিত্তের মুলে বা কেন্দ্রে তুমি মা যখন অধীশ্বরীরূপে রয়েছ, তখন, তোমার আপন ইচ্ছায় যদি এই আমার 'নিজেকে' পুরা সমর্পণ ক'রে শান্ত ও স্থখী হ'তে পারি, তবে, মাগো, আমার সেই 'লয়'ই তো সত্যকার 'মহালয়'! নয় কি? ১॥

তাই, আবারো বলি—কর্মজন্য যে 'অপূর্ব' (বা ফলপ্রদান সামর্থ্য), সেটা তো কাল এবং অপরাপর নিমিত্ত পরবশ হ'য়ে, কখনো ফলছে, কখনও বা চুপ ক'রে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে আছে। বীজ, আর ক্ষেত্র, আর পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে যে ধরাবাঁধা নিমিত্তাপেক্ষা, তার ব্যভিচার তো কই দেখিনা। 'বীজের' ফলন বা অফলন—দুই-ই নিয়ম-শৃঙ্খলাধীন হ'য়ে স্থিতই আছে দেখি। কিন্তু হে আমার জননি! নিয়তির পথে অবিরত ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যাকুল কাতর এ সন্তানে তোমার স্নেহাঞ্চলে বসাইয়া তাকে অবিরত নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাত থেকে বাঁচাবে না তুমি? তুমি মহামায়া সেইজন্যই না আজ 'মহালয়া' রূপে আসিলে? একান্ত আর্ত্ত আমি, তাই যে ঐ অঞ্চলাশ্রয় ভিক্ষা করি! ২॥

কিন্তু, এই যে তোমার অমাবস্যা মহালয়া, সে কি শুধুই হবে তোমার এই আর্ত্ত বাছাটাকে আপন আঁচলে কিছুক্ষণ 'ঘুমিয়ে' জিরেন পাবার জন্যে? ঘুম ভাঙ্গলে যখন আবার আমি খেলার বায়না ধরবো, তখনি পাঠাবে আমাকে নিয়তির নির্মম কুস্তি কসরতের আখড়ায়? তা তো নয়! ঊর্ণনাভের নাভিতে তার রচিত তন্তুজাল যখন সে গুটিয়ে নেয় তখন সে জালে তো কেউ বাঁধা পড়ে না। ঠিক। কিন্তু সে 'অপূর্ব' বশেই আবার জাল বিস্তার করে। প্রকৃতি বা নিয়তি সম্বন্ধেও এই কথা। কিন্তু এই নিয়তিজালের নাভিতে অধিষ্ঠাত্রী যে মহামায়া, তিনি আপন 'লীলায়' জীবরূপী সন্তানকে আপন লীলাপ্রতিযোগী ক'রবেন ব'লেই, এই 'জাল' গুটিয়ে যখন তাকে কোলে টেনে নেন, তখন সেই অমাবস্যা মহালয়া থেকেই শুরু হয়—দেবীপক্ষ। তখন প্রাকৃত কর্মজন্য 'অপূর্ব কলা' গুলোর হয় 'বিকলন'। আর, 'সংকলন' হ'তে থাকে শ্রীদুর্গারূপে মায়ের আমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়ী আপন লীলাবিভূতি—যাতে, স্থরাস্থর পক্ষযুগলের নিরন্তর বিরোধ বিদূরিত হ'য়ে যায়, আর, অস্থর ও স্থর একসঙ্গে মায়ের অনন্ত সামরস্য-মহিমায় সন্ধিবন্ধনে বাঁধা হ'য়ে যায়! মায়ের অর্চনা বিশেষ ক'রে, 'সন্ধিপূজো' এই জন্যেই। তাই আত্মকৃপা, গুরুকৃপা এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাতৃকৃপা—এই কৃপাত্রয়ীর ত্রিবেণীতে অবগাহন ক'রে আগে দেবীপক্ষ—মহালয়া এ দুয়ের রহস্যানুভূতিটি লাভ কর ॥ ৩

আচ্ছা, 'মহালয়া'='মহা'+'লয়া' আর 'মহা+আলয়া'—এ দুইরকমেই নিতে হবে তো ? তাই, না 'আমি' (এই 'কাঁচা আমি') লয়ে যতক্ষণ আছি আর যতক্ষণ 'পাকা আমিটি হয়ে লয়ে স্থিত না হচ্ছি, ততক্ষণ জেনো, সত্যিকার দেবীপক্ষও নেই আর, সে পক্ষের 'পরিসীমা' যে 'বিজয়া' তাও নেই।

যে মা একাধারে 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধা 'রাত্রি', সে মায়ের জয়, জয়। যে মা আমার একসঙ্গে 'অতিসৌম্যা' এবং 'অতিরৌদ্রা' সে মায়ের জয়, জয়। যে মা আমার অমঙ্গল আর মঙ্গলে, দুয়েতেই 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা,' সে মায়ের জয়, জয়! সেই মা আমার শ্রীদুর্গারূপে আজ আবির্ভূত হ'য়ে দৈত্য যে মহিষ, তারও দেবত্ব বিধান করলেন! সে মা দুর্গার জয়, জয়, জয়!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীসীতারাম ওঁকারনাথ-মৌন-ব্যাখ্যানম্

সীতারামেতি পূর্ণ স্বকলনরুচিরা চন্দ্রিকা পৌর্ণমাস্যা
ওঁকারে সা বিলীনত্রিতয়বিকলনো নাদভানু র্হ্যনন্তঃ।
বীণাতন্ত্রীস্বনৈ র্যদ্ বিপুলপুলকজং 'রামরামেতি' লাস্যং
তানানাং মূর্চ্ছনান্তে তদপি নিজরসং নাদলীনং হি মৌনম্ ॥১

(স্বলসিতমপিতন্)

অলসিতোরসো নাম্না বিলাসোল্লাসভাগ্ ভবেৎ।
নাম্নি নাদলয়ং যাতে তূষ্ণীং স্থলসিতে রসে॥

(তূষ্ণীং ভূমরসে স্বকে ॥) ২

পূর্ণসকল কলায়,
রুচিরা চন্দ্রিকাসুধা ক্ষরে পৌর্ণমাসী।
'সীতারাম' এই মহানাম,
জপনে কীর্ত্তনে, অমিয় প্লাবনে,
বিশ্বেতে যতেক গ্লানিরাশি, যেন তৃণসম
কোথা যায় ভাসি॥
ওঁকারের শুদ্ধ ব্যাহরণে,
মাত্রাত্রয় গ'লে যায়, অখণ্ডৈক-নাদ-বাহিতায়,
তখন অখণ্ড সে নাদভানু
আপন বরেণ্য জ্যোতীরসে,
ভাসে অনন্ত মহিমায়॥
'রাম রাম' নাম, যেন
দেবর্ষিবীণায়, অপরূপ ছন্দে সুরে,
রাগভাবময়ী তন্ত্রীর ঝঙ্কার,
যে মধুর ঝঙ্কারে, এই বিশ্বব্রজে,
প্রতি রেণুটিও পায় তার লীলালাস্য ছন্দ অনুপম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে বীণায় প্রাণারাম যত তানের মূর্চ্ছনা,
যবে পেল মৌননাদ-লয়রূপ উপরম,
তখন, সে নাদব্রহ্মলীনতায়,
শুধু, মৌন রস সমাধি পরম।
যে মৌনেতে বিশ্বপ্রাণী,
তার হৃদয়ের বিষমস্পন্দনে, পুনঃ ফিরে পায়
মিত্রছন্দটি সুষম ॥ ১॥

ওগো নাম!
তুমি প্রাণে অলসিত রসে,
ক'রে নাও উল্লাস বিলাস মধুরিমা।
আর, তুমি যবে,
অখণ্ডৈক নাদে পেলে লয়,
তখন যে তূষ্ণীরূপ,
সে তো কভু শূন্য নয়, রিক্ত নয়, ছেদ মাত্র নয়—
সে যে ভূমার স্বরসভরা, উল্লাস-বিলাস-উপরম,
এক ভাবসমাধি ঘনন পরিসীমা ॥ ২

কীর্ত্তন লহরী-লাস্যৈ র্নামাব্ধি র্যশ্চ চঞ্চলঃ।
মৌনসমাধিমেঘঃ স উষরেষ্বপি বর্ষতি ॥ ৩

করুণাবরুণালয় নাম—
অবিরাম ভজন কীর্ত্তন লহর লাস্যেতে চঞ্চল।
সেই সিন্ধু বিন্দু বিন্দুরূপে
উর্দ্ধে সমুদিত হ'ল দিগন্তপ্রসারী মৌনমেঘমালা।
উষর প্রান্তরে, রুক্ষ শিলাতলে,
অকৃপণ বরষিবে ব'লে তার আকূতি আকুল।
সাগর সন্ধানে ক্ষীণা যে সরিৎ,
কৃচ্ছ্রপদে চলিয়াছে, তার বুকে দিতে স্নেহরাশি
প্রাণঢালা ॥ ৩॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ-রাধা

ধত্তে মুর্দ্ধ্নি 'ষ'কারবর্ণমপি কঃ স্বানন্দপূর্ণঃ পুমান্
স্বাভিব্যঞ্জকবেণুবাদনতৃষাকৃষ্টা স্বয়ং হ্লাদিনী।
শীর্ষ্ণা শশ্বদৃণং ধৃতং তব ময়া মৎপ্রেমসর্ব্বস্ব! কঃ
(মূর্দ্ধ্না)
স্বাঙ্গীকার বচো বদেদিতি গলৎ-কৃষ্ণেতি-নামামৃতম্॥
কালিন্দীজলদর্পণে নিপতিতাং যালিঙ্গ্যমানা ছবিং
প্রাণেশস্য স্বতৃপ্তিলেশবিরহা ধারাবিবর্ত্তেচ্ছুকা।
কালীয়স্য ফণোপরি প্রিয়পদাজ্ঞন্যাসলাস্যাস্মৃতৈ
গোঁপান্ রাতিকৃতঃ করৌ স্বচরণে রাধা দধৌ মানিনী
(হপ্যধান্) (মানদা)॥

কং সুখ ভূমা তুমি কৃষ্ণ! আনন্দঘন শ্যাম
বল তুমি কেন তব 'কৃষ্ণ' নাম মাঝে ধরিলে 'ষ' কারে?
নিজ মাধুর্য্যের অভিব্যঞ্জনা দিলে যারে,
সেই 'ক'কারে ফুকরি মোহন বেণু.
তব রসতৃষাতুরা শ্রীমতী রাধারে,
আকর্ষিলে হ্লাদিনী সারাৎসারা বধূটিরে!
এমনও করিয়া নিজশিরে,
রাখিলে কি সেই চির-'ঋণ',
তব প্রেম সর্ব্বস্বজনার,
পরিশোধিবে কেমনে—ভাবনায় হ'লে প্রেমাধীন!
'কৃ+ঋ+ষ্+ণ' এই চারিটি অক্ষরে,
স্বাক্ষরিলে নিজ সেই 'ঋণ' অঙ্গীকার,
বল দেখি—ওগো কৃষ্ণ! তব নামাক্ষর সুধার
এই নয় কি নির্গলিত সার?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর, তুমি রাধা, তব নামে কি গোপন মধু বারতা বহিলে ?
যমুনা পুলিনে নীপশাখে বঁধূয়ার ছবি,
ফলিত দেখিয়া কালিন্দী মুকুরে,
তুমি আত্মহারা ভুলে গেলে—ছায়া কায়া নয় ;
তবু প্রেম পাগলিনী কাঁকে হ'তে ঘাঘরি ফেলিয়া ;
ঝাঁপাইলে তুমি শ্যাম ছায়া আলিঙ্গিবারে ;
যে ছায়া বুকে, যমুনার ধারা উছলিয়া বয় !
পিতমেরে বুকে-পাওয়া তারে,
সরিতে দিবে না ব'লে তুমি,
ধারারে ফিরালে তারি পানে,
ধারার 'বিবর্ত্তে' 'রাধা' হ'লে তুমি !
আবারও কালীয়হ্রদে,
ফণোপরি পিতমের সুধাসঞ্জীবন ;
সেই মোহনিয়া যাহুকরে ;
তার নিজ ডুটি করে,
তোমার চরণদুটি ধ'রে সাধাইবে ব'লে,
তুমি রাধা মানদা মানিনী !

—:—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিতাভস্মবিলাসিনি শবশিবে মৃত্যুঞ্জয়ে
ক্ষরজ্‌জীবনশোণিতমদিরমত্তা কালিকা।
মুদা নৃত্যপরো মধুরমুরলী-সঞ্জীবন
সুধাসিঞ্চনকৃদ্ গলিতগরলে কালীয়কে ॥১
ক্ষরং জীবনং যৎ তস্যাক্ষরায়ণং
চিদানন্দরূপং দাতুং মহেশ্বরী।
মৃতে মূর্চ্ছনং যৎ তস্যামৃতায়নং (তচ্চেতনায়নং)
রসাস্বাদদোহং দাতুং ব্রজেশ্বরঃ ॥২
'ল' ইতি কৃষ্ণবীজে যা হ্লাদিনীধামলাবণী।
(পূর্ণিমা)
'র' ইতি কালিকায়াং সা সংবিদৈশ্বর্য্যপূর্ণভাঃ ॥৩
(ভামতী)
অখণ্ডাদ্বৈততত্ত্বায় সচ্চিৎসুখাত্মনে নমঃ ॥
কালীকৃষ্ণায় বিশ্বস্য নাট্যসূত্রধরায় চ ।৪

মহাশ্মশানে চিতাভস্মে যার বিলাস সেই মৃত্যুঞ্জয় শবশিব হইয়া পড়িয়া আছেন, আর তাঁর বুকে বিশ্বের জীবন শোণিত মদির-পানে মত্তা হইয়া মা কালিকা আমার আনন্দে নাচিতেছেন। আবার তিনিই কালীয় হ্রদে কালীয়নাগের বিতত ফণার উপরই উল্লাস নৃত্যপর হইয়া তাঁর মধুর মুরলী সঞ্জীবনী রস সিঞ্চনে গলিত গরল পানে মূর্চ্ছিত তাঁর প্রিয় গো-গোপ-গোপীজনকে আবার আনন্দ সংবিৎ দান করিতেছেন।

যিনি কালী মহেশ্বরী তিনি এই অনিত্য চপল জীবন রুধিরকে যেন পান করিয়া তাঁর চিদানন্দরূপ যে অক্ষরভাব সেটি তাকে দান করেন। আর ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে কি লীলা প্রকটন করিলেন? ইহা সংসারের বিষপানে যে মৃত্যুরূপ প্রগাঢ় মূর্চ্ছা সে মূর্চ্ছার অমৃতায়ন করিলেন, যার ফলে মূর্চ্ছাটিও হইল তাঁর গাঢ় রসাস্বাদঘন যে আনন্দ, তাই!

কাম বা কৃষ্ণবীজে যে 'ল' কার সে 'ল' কারের সবিশেষ ব্যঞ্জনা কি তা জান? ভগবানের স্বরূপ হ্লাদিনী শক্তির ছটা অথবা লাবণী যে পূর্ণিমা তাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর কালিকার বীজের যে 'র' কার সেটির কি ব্যঞ্জনা ? ভগবানের অথবা ভগবতীর যে স্বরূপ সংবিৎ শক্তি সে শক্তির যে ঐশ্বর্যময়ী পরিপূর্ণতা, তাহাই। এক কথায়, আগেরটিকে যদি বল রোচিষ্মতী তবে অপরটিকে বল জ্যোতিষ্মতী বা ভামতী।

এমন যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অখণ্ডাদ্বৈত তত্ত্ব কালীকৃষ্ণ যিনি এই বিশ্ব মহানাট্যের একমাত্র নাট্যকার এবং সূত্রধর তাঁকে প্রণাম করিতেছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লীলা পঞ্চতয়ী

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনবেণুস্বনসুধা
সমাকৃষ্টা যূথাদিব মৃগবধূর্যাতি পুলিনম্।
কদাচিৎ প্রেষ্ঠালীবদনকমলস্বাদমধুপ-
মধূচ্ছিষ্টং মক্ষীব মধুলষিতা যাতি মধুরম্॥১
(চিরলষিতং)
কদাচিন্ মালত্যা ললিতনববল্লীষু রহসি (নিভৃতং)
স্বয়ং শ্যামো রাধাকনকলতিকালিঙ্গনসুখঃ।
কদাচিদ্রাধাভাবসুবলিতগৌরো ব্রজমণে
র্ভাব্ধৌ কালিন্দীভ্রমবিচলিতো লম্ফনমদাৎ॥২
কদাচিচ্ছ্রীরামো জনকতনয়াপাণিকমল-
মবাপ্তুং সাধিষ্ঠং ত্রিনয়নধনুর্ভগ্নমকৃত।
কদাচিচ্ছ্রীকৃষ্ণঃ পশুপললনাকৌলকুলিশং (কবচং)
বভঞ্জ জ্যাকৃষ্টভ্রূযুগলশরৈর্মন্মথমথঃ॥৩
কদাচিচ্ছ্রীরামো দশবদননীতাং বরবধূং
বিমোচ্যাদৌ তাং বহ্নিশুচিকৃতৌ শুদ্ধিমনয়ৎ।
কদাচিচ্ছ্রীকৃষ্ণঃ স্মরদহনশান্ত্যৈ স্বশিরসি
প্রিয়াপাদাম্ভোজস্রুতহিমপয়ঃ সিঞ্চনসুখঃ॥৪
(সুধা)
ইদং চিত্রং লীলারসবিলসনং পুংসি পরমে
স্বরূপা যা শক্তির্হ্যঘটনকরী পুংসি রমতে।
(স্বরূপা যা শক্তি র্নহি তদিতরলীলাপরিচয়া।)
অতো যাচে মাতর্ভুবনজননি! স্বীয়করুণা
সুতং মোহাবিষ্টং পরমপদভাগ্যং হি নয়তু॥৫
সুতে পাদভ্রষ্টে পরমপদভাগ্যায় ভবতু॥৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বনের হরিণী হরিণের পালে, চরিয়া বেড়ায়।
শ্বাপদের ভয় শুষ্ক শষ্পদল, বারিরত্তি নেই যায় তার তৃষ্ণাটি জুড়ায় ॥
একদিন মেঘ মেদুর অম্বর, সন্ধ্যাতারা মুখখানি ঢেকেছে যে তার,
কনক (সোনালি) ওড়নায়।
চকিতা হরিণী, কান পেতে শোনে, যমুনাপুলিন বনে, কেবা বেণুস্বন-
সুধাস্বাদে ডাকিল তাহায় ॥
অমনি ব্যাকুলা, যূথছাড়া ধেয়ে যায়, বনের হরিণী, জনমে জনমে
যে তার পিতম, তারি মধুসঙ্গলালসায় ॥
এই যে পিতমবঁধু, নীপমূলে ত্রিভঙ্গিমঠাম, বিম্বাধরে বাঁশী,
"কৈ কোথা মোর প্রিয়া, কৈ"—বলি ফুকরিয়া যায়!
ঐ তো এসেছি বঁধূ, ঘর ডর সব ফেলে, তোমারি আবেশে মুগ্ধা,
মোর এই কালো হরিণ চোখজুটি, তোমা ঐ মনপ্রাণ চোরা
আঁখিযুগে যাচাইব এই গোপন আশায় ॥
ওদিকে আবার, ঘরের মক্ষিকা, ময়লার মাঝ হ'তে মুখ তুলি তার,
আচম্বিতে পেল' বুঝি—কোন্ এক প্রিয়মুখকমলমধুতরপিত,
মোহনিয়া ভৃঙ্গরাজ মুখ হ'তে ঝ'রে পড়া, মধুপরিমলমাখা সমীরের ছোঁয়া ॥
"তাই তো—এই মধু চেয়েছি, খুঁজেছি যে জনম জনম"—অন্তরের
হাতছানি পেয়ে মক্ষী মোর, ধেয়ে যায়—দূর মধুমালতীর
অঙ্গবাসে লেপা সেই চির-চাওয়া মধুর নেশায় ॥১॥
কুহকিনী মালতীর বাস, হ্যাঁ—ঐ মধুমালতীর ললিত নববল্লরী
আড়ালে সুগোপনে,
শ্যামলসুন্দর, শ্রীমতীর কনকলতিকা জিনি ঢল' ঢল' অঙ্গের লাবণী,
নিজ অঙ্গে আলিঙ্গন সুখেতে বিভোরা।
আর, এক চিত্রে দেখো,—গৌরসুন্দর আমার, রাধাভাবসুবলিত তনু,
পুরী সিন্ধুতটে কোনো এক নিশি চাঁদিনী প্লাবনে কালিন্দীর
জলে কেলিরত পিতমেরে, বক্ষে আলিঙ্গিতে, যেন রাই
উন্মাদিনী, ঝাঁপ দিলা, ব্রজনীলমণি তরে,
সাগরের উত্তল তুফানে ! ॥২॥
আরও দেখো—শ্রীরাম জনক দুহিতা জানকীর পাণিকমল পাবো ব'লে,
অবলীলায় ভাঙ্গিলা বজ্রদৃঢ়, ত্রিলোকেতে সবার অধৃষ্য
যে হরধনু, তারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
আর, ব্রজেন্দ্র দুলাল সেই ননীচোরা ! তার বঙ্কিম নয়নে ভ্রূযুগল চাপে
অনঙ্গের পঞ্চবাণ যুড়ে, যারা গোপবালা, তাদের যত কুলশীলমান
বরজ বাঁধন, সে সবি টুটিয়া, ঘর ছেড়ে যমুনার কূলে টেনে নিল,
সম্মোহন আকর্ষণে—
সেই ঠাঁই, যেথা ত্রিভঙ্গিমঠাম, অধরে মুরলী শ্যামরায়—
মন্মথ মন্মথ, মদনমোহন ! ॥৩॥

আরও যে অদ্ভুত ! দশানন হরিলা বরবধূ সীতা, সে সীতারে রাক্ষসের
গ্রাস থেকে অগ্রে করি বিমোচন, শ্রীরাম তাঁরে যে আবার জলন্ত
আগুনে, যার নামে সব শুদ্ধি তারে, নিজ হাতে বসাইলা ;
আর, শ্রীকৃষ্ণ সেই দুটি করে, নিজ স্মরদহন জ্বালা জুড়াইতে,
মানিনী রাধার সেই 'স্মরগরল খণ্ডন' পা-দুটি রাখিলা যে নিজ
শিরে, সে চরণগলিত হিমসুধাবারি সিঞ্চন আশায় ! ॥৪॥
এই সব সৃষ্টিছাড়া লীলাখেলা দেখে কি ভাবিলে বলো দেখি !
এই যে মহারঙ্গমঞ্চ, এ রঙ্গমঞ্চে কোন্ পরমপুমান্ নিত্য বিচিত্র
কত না লীলায় রসিক !
ঠিক ; তবু সে পরমপুরুষে চিররমন উৎসুকা, তারি আপন অচিন্ত্যা
শকতি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ কতই না নামে,—
তার সাথে, অবিনাভাবেতে, লীলাসম্বন্ধ না পাতালে,
হয় কোন্ অন্তরঙ্গ লীলাপরিচয় !

সে রমণ তুমি বা রমণী ! অথবা মুখচেপে ধরিবে আমার,
তোমা ছুয়ে ল'য়ে যদি মুখ ফোটে গো আমার !
তাই, এই সাফ জবাব আমার, অচিন্ত্য ভেদাভেদরূপা তোমা ছুয়ে,
পরাণের একান্ত গোপনে ছিপাইয়া—ভাবি—আমি সুত,
তুমি মাতা মহামায়া ভুবনজননী, তব মাতৃকরুণাটি
ক'রেছি সম্বল—
তাই ডাকি মাগো, মোহাবিষ্ট, ও রাঙা-চরণদুটি ভ্রষ্ট মোরে,
সে পরমপদভাগ্যটি মিলাও, সব আর্ত্তি, সব প্রীতি,
সব সাধ, সকল আকুতি, সকল সংবিৎ—ভাষাহীন
বাধহীন, দ্বন্দ্বহীন, ওর হীন মৌন এক মহাভাব উদ্দেশ্যে
পুরাও !
(অসীমে মিশাও !) ॥৫॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বংশী বংশীবদনাধরসুধাতায়নী বিশ্বহ্লাদিনী
সা কিং কালী-রুধিরলিপ্তদতাং গূঢ়হাস্যে গোপায়িতা
(সে) (সংগোপিতা)
চূড়া বর্হীন্দুচয়চারুরুচি র্মালতীমালালিঙ্গিতা
সা কিং মুক্তচ্-চিকুরদামরুচা ব্যোমকেশস্যাপ্যায়নী। ১
বিশ্ববিলসনে রসশ্চিত্রং বিমোহনং
বিশ্বনিরসনে ভবেদ্ গম্ভীরগূহনম্।
বিশ্ববিরচনে চিরং ছন্দঃ সুশৃঙ্খলং
বিশ্ববিলয়নে পুনর্ব্যোম্নি ব্যাবাধিতম্॥২

আম্নায়-গ্রন্থাগার
সমিতি, কবীর
বারাণসী-১

বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা বিতায়নী যে বংশী সে বংশী বিশ্বহ্লাদিনী, এখন সে বংশী বংশীর যে হ্লাদিনী শক্তি সে শক্তি কি কালীর রুধিরলিপ্ত দন্তাবলীর গূঢ় হাস্যে আপনাকে লুকাইল? আবার শ্রীকৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছের শত চন্দ্রমা যে কান্তি এবং মালতীমালার আলিঙ্গন জন্য যে শোভা, সে শোভা কি মুক্তকেশীর মুক্ত চিকুরদামে নিজেকে আলুয়িত করিয়া যিনি ব্যোমকেশ, তারই আপ্যায়ণী হইল?

এই যে বিশ্ব, তার রূপাদি—বিলসনে রস আপনাকে বিচিত্র বিমোহনরূপে ফুটাইল। আবার, সেই বিশ্বেরই নিরসনে রস যেন আপনাকে কোন অগাধ গম্ভীরে লুকাইল। আবার, এই বিশ্বশিল্পের বিরচনে ছন্দঃ সদাই তো বেশই সুশৃঙ্খল দেখি, অর্থাৎ ছন্দ কত না সুষম, অথচ অনড়বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বের যখন বিলোম বিলয় হয়, তখন ছন্দসকল বিশেষ বাঁধনহারা হইয়া অসীম ব্যোমের মতই যেন আপনাকে অবাধ সমতায় ছড়াইয়া দেয়। এইবার প্রথম শ্লোকটিতে দ্বিতীয় শ্লোকের ভাব যোজনা করিয়া বুঝিয়া দেখ কৃষ্ণ-কালী রহস্য।

কালীতত্ত্বে যে 'হাস্য', সে হাস্য বহির্বিচিত্র লাস্যময় নয় যেমন শ্রীকৃষ্ণে। সে 'গূঢ়' এবং 'সংগোপিত'; যথা, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—'গম্ভীরাস্তঃ স্মিতা জগৌ'। আবার, 'অট্ট অট্টহাস্য' ও আছে, যেটি অসুর সংহারে প্রকট।

—:—

১১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিলোল-কালিন্দী-তট বিপিনবিহারী কৃষ্ণঃ
সমাধিনৈঃস্পন্দ্যাশ্রয়াবপুষি নটন্তী কালী।
একো গলে মালাং ললিত-কুসুমবাসোৎফুল্লাং
প্রচণ্ডচণ্ডদে র্গলিতরুধিরলিপ্তাং চান্যা ॥১

ব্রজকিশোরের জলকেলি কৌতুকে সদা বিলোলা যে কালিন্দী তার তট বিপিনবিহারী (দ্বিভুজ মুরলীধর) শ্রীকৃষ্ণ আর মহাসমাধি শয়নে যে নৈঃস্পন্দ্য, এবং সে নৈস্পন্দ্যের আশ্রয় সচ্চিদেক ব্রহ্মস্বরূপ যে শব শিব, সেই শিববক্ষে নৃত্যপরা কালী। এক (কৃষ্ণ) তাঁর গলে পরিয়াছেন বৃন্দাবনের যত ললিত-সুরভি কুসুম, সেই কুসুমদলের বাসে উৎফুল্ল চারুমালিকা; অন্যে (কালী) তাঁর গলে ধরিয়াছেন প্রচণ্ড চণ্ডমুণ্ডাদির রুধিরলিপ্তা ভয়াল যে মুণ্ডমালা, তাই। কালী চতুর্ভুজা, খড়্গ-মুণ্ড বরাভয় করা।

একা শ্যামা ভুবনমখিলং স্বাত্মসংগৃহ্যমাণং
সর্ব্বং ব্রহ্মেত্যনুভব ভব-ব্রহ্মকৈবল্যদাত্রী।
অন্যঃ শ্যামো রসিকহৃদয়ং বেণু পীযুষলোলং
কালিন্দীরোধসি লসয়তি ব্রহ্মগোপালবেশম্ ॥২

শ্যামা ও শ্যাম এ দুয়ের মধ্যে যিনি শ্যামা তিনি কি করেন? বিলোমক্রমে অথবা সংবরণী ছন্দে এই অখিল ভুবন আপনাতেই তিনি সংগ্রহ করিয়া লয়েন। সেটি সাক্ষাৎ অনুভবে আসিলে কি হয়? এ সকলই ব্রহ্ম—এই প্রকার অববোধ বা নিশ্চয়বোধ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্যামা ব্রহ্মকৈবল্যদাত্রী। আবার অন্য যে শ্যাম তিনি কি করিলেন? সকল রসলিপ্সু হৃদয় আপনার বংশী পীযুষলালস করিয়া কালিন্দী পুলিনে সেটিকে রাস রসে উল্লসিত বিলসিত করিলেন। ইনি হইলেন গোপাল বেশধারী ব্রহ্ম।

এ দুটি শ্লোকের মর্মার্থ এই যে শ্যামা ও শ্যাম—কালী কৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন ব্রহ্ম বস্তু। সুতরাং কালী কৃষ্ণে ভেদ নাই। বিলোম বা বিলয় দৃষ্টিতে যিনি অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মকৈবল্যদায়িনী কালী, তিনিই আবার অনুলোম এবং বিচিত্র বিলসিত রসাস্বাদ দৃষ্টিতে গোপাল-কৃষ্ণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নীলোৎপলদাম কুঞ্জায়তে কিং
মধুমঞ্জরীশ্রী রাকায়তে কিম্।
পীযূষলুভা চকোরায়তে কিং
চ্যুতবিন্দুলোলো ভৃঙ্গায়তে কিম্ ॥১
নীলাঞ্জনচয়শ্যামাম্বুদে কিং
রঞ্জনং চাতকে চকোরে ন কিম্।
মেঘোঽপি বদনেন্দুদ্যোতনায়
ভৃঙ্গসংতোষণং পদাব্জে দ্বয়োঃ ॥

নীলোৎপলদাম কি লতিকাটির মত লেলায়মানা হইয়া আমার শ্যাম ও শ্যামার তনুবল্লরী নির্মাণ করিল? আর সেই নীলোৎপলরুচি বল্লরীতে মুখরূপশশী মধুমঞ্জরীর মত বিকশিত হইয়া তার শ্রীতে ঢলঢল রাকা কৌমুদী রচনা করিল? আর সেই রাকা কৌমুদীক্ষরিত যে সুধা সে সুধা লৌল্যে আমার মনটি কি চকোর হইল এবং সেই সুধার বিন্দু মধু হইয়া যে পদে পতিত হইল তারই লোভে আমার প্রাণটি কি ভৃঙ্গ হইল?

আমার শ্যামসুন্দরের বেলা এটা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমার শ্যামা সৌদামিনীর বেলায় কি? সেখানে দেখি মা আমার নীলাঞ্জনচয় মেঘমালা রূপটি ধরিয়াছেন। তবে কি মা আমার শুধুই তৃষ্ণাকাতর চাতকটির জন্য বারিবর্ষণ করিবেন? ওগো তাইতো শুধু নয়! মায়ের আমার মহামেঘপ্রভাঘোর যে রূপ সেটি মেঘের অবগুণ্ঠণে একটুখানি লুকাইলেও সে যে শতকোটি ইন্দুচ্ছটায় সমুজ্জল। তাই ঐ চাতক ও চকোর তোমরা দুজনেই তোমাদের প্রাণের পিপাসা মিটাও। আর শেষকালে শ্যাম ও শ্যামা এ দুজনেরই যে শ্রীপাদপদ্ম সেটিতে আমার হৃদয় ভ্রমরের সংতোষণ, কিনা, পূর্ণ পরিতোষে রসাস্বাদ!

কিং ফাগকুঙ্কুমদ্রবরক্তরাগে
প্রেষ্ঠালিভিঃ সুকোমলরঞ্জনং তে।
কিং রক্তবীজনিঃসৃতরক্তরাশৌ
রক্তাম্বুদপ্রভা তব কৃষ্ণ! কালি! ॥১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

কোমলবনতৃণকুসুমবিচিত্রিতে

বিহরসি শ্যাম সুন্দর! যমুনাতটে।

মৌক্তিক রজত ধবল ধব বক্ষসি

কলয়সি শ্যামদামিনি! সকলাং কলাম্॥ ২

অহনি গুঞ্জিতং মধুনি বাঞ্ছিতং, ভ্রমর! তব মৃগ্যমরবিন্দম্।

নিশি সুগোপিতং, দৃশি নিমীলিতং, রহসি তব মর্মমধুসুপ্তম্॥৩

স্বাপমিতো ভ্রমরোঽপি মধূৎসবে

গুঞ্জন্ মুদা মুরলীমধুনীচ্ছুকঃ।

রূপরসাদিবিচিত্ররসোৎসুকো

মাতুরুরোঽমৃতমগ্নসুশায়িতঃ॥৪

হে কৃষ্ণ! তোমার প্রিয়তমা গোপবধূদের দেওয়া ঐ ফাগকুঙ্কুম দ্রব রক্তরাগে তোমার ঐ পীতবাস এবং শীতধরায় সুকোমল রঞ্জনটি হইয়াছে কি? আবার হে কালি! শত সহস্র রক্তবীজনিঃসৃত যে রক্তরাশি তারই অনুরঞ্জনে তুমি কি রক্তমেঘপ্রভা ভীমকান্তা হইয়াছ?

হে শ্যামসুন্দর! তুমি তো কোমল নবতৃণাঙ্কুর কুসুমবিচিত্রিত যমুনাপুলিনে বিহার করিতেছ! আর তুমি শ্যামা সৌদামিনী মুক্তারজতধবল তোমার পতির বক্ষে নৃত্যপরা হইয়া কামাদি সকল কলাই কলন করিতেছ।

অয়ি ভ্রমর! মধু আকাঙ্ক্ষায় দিনমানে তোমার যে গুঞ্জন সে গুঞ্জন খুঁজিতেছে কি বলতো? ফুল্ল অরবিন্দ। আবার যখন রাত্রিতে অন্ধকার নামিয়া আসে এবং দৃষ্টিতে অরবিন্দ নিমীলিত এবং সুগোপিত হইয়া যায় তখন নিরালা নিভৃতে তার মর্মমধু শয়নে ঘুমাইয়া পড়'না কি তুমি?

এই শ্লোকের ভাবটি আমার খুলিয়া বলা হইতেছে—মধুলিপ্সু ভ্রমর যে জাগরণে মুরলীমঞ্জীর বিগলিত মধূৎসবে কত না আনন্দে গুঞ্জন করিয়াছে। এখন দেখি সে তো ঘুমঘোরে লুটাইয়া পড়িল। কোথায় লুটাইয়া পড়িল? সে মধুরসের যে নিবিড় কেন্দ্র সেখানে? সেইরূপ ওগো! তুমিও দেখিতেছি বাহিরে রূপসরাদি বিচিত্র রসে উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছ; এসো, এইবার তোমার মায়ের বুকে যে স্তন্যসুধা সে সুধাতে মগ্ন হইয়া সুখশায়িত হও!

করোতি কঃ কদম্বকালীয়কেলিং

স্বমাধুরী বিমুগ্ধ গোগোপগোপ্যঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরস্য কা রবীন্দুভাসং স্বভাসা (স্বধাম্না)
স্বরূপতো নিমগ্নতূষ্ণীং বিধত্তে ॥
বিধূয় কা বহিঃপ্রকাশেন্দ্রজালং
মহানিশা পরা স্বরূপে বিভাতি ॥৫ (স্বরূপে সুষুপ্তিঃ)
(নিগূঢ় দীপিকা)

সর্ব্বমাধুর্য্যসীমা কৃষ্ণে রূপলীলা
কংসকালীয়রিপুরোষশ্চিত্রে চারুলেখা ।
খড়্গমুণ্ডাস্থিকৃতভূষা কালী কালরাত্রি
নীলকান্তদ্যুতিপদা সা নিত্যা পৌর্ণমাসী ॥৬

যমুনাতটে কদম্বমূলে এবং কালীয় নাগশিরে কেলি নৃত্যপর হইয়া কে বলতো ব্রজের গো-গোপ গোপীগণকে আপন মাধুরীতে বিমোহিত করিলেন ? কেই বা আবার বলতো দিনের রবি আর রাত্রের চন্দ্রমা ছটাকে আপন ছটায় নিরস্ত করিয়া স্বরূপ শয়নে যে নিমগ্ন তূষ্ণী সেই তূষ্ণীতে সমাহিত করিলেন ? অথবা কেই বা বলো বহিরিন্দ্রিয়ের প্রকাশে যে বিশ্বেন্দ্রজাল সে ইন্দ্রজাল বিধূনন করিয়া পরমা মহানিশারূপে নিগূঢ় দীপিতা, স্বরূপে চিদানন্দরূপা সুষুপ্তি হইলেন ?

কৃষ্ণের যে অপরূপ রূপলীলা সেটি তো সর্বমাধুরীর পরিসীমা ; কিন্তু সে লীলায় কংস কালীয়াদি রিপুতে তাঁর যে রোষ দেখিতে পাই সেটিই বা কি ? সেটি হইল মাধুর্য্যরসিকের দৃষ্টিতে চিত্রে চারুলেখাবলী। এদিকে কালী কালরাত্রিরূপে খড়্গমুণ্ডাস্থিভূষণা হইয়া দৈতদলনী হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁর নীলকান্তমণিপ্রভা যে পদচ্ছটা সে ছটায় লুণ্ঠিত যার মন প্রাণ, তার তরে তিনি কি হইলেন ? তিনি হইলেন নিত্যউদিত সর্ব্বকলা পৌর্ণমাসী ; অর্থাৎ তাঁতে-ভুক্তি মুক্তি ভাবভক্তি সকল কলাই সদা পূর্ণ বিকশিত !

—০—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যশোমতীবক্ষঃ সুধাং পিবন্ নন্দনন্দনো
ব্রজে কিশোরঃ ক্রীড়তি প্রফুল্লাস্যপঙ্কজঃ।
মুদা বিষক্ষীরস্তনাং মৃষাছদ্মপূতনাং
(বেশ)
গৃহাঙ্গণে স্তন্যাকৃষ্টাসুকাং ভূরি ভাবয়ন্ ॥১
যা কালী মহিষাদিদৈত্যদলনে কালাগ্নিদীপ্তোজ্জ্বলা
(চ্ছটা)
যা ভীমা সমরে নিহন্তি রভসা শুম্ভাদিদৈত্যেশ্বরান্।
খড়্গাসৃক্ক্ষরিতানুলিপ্তমহসা ত্রৈলোক্যভীতিপ্রদা
সা মুণ্ডাস্থিচয়ং গলে কটিতটে ধৃত্বা লসদ্ভূষণা ॥২

বৃন্দাবনে যশোমতীর বক্ষসুধা পান করিয়া নন্দনন্দন কৃষ্ণ কিশোর প্রফুল্ল পঙ্কজের মত সুন্দর হাসিমাখা মুখে খেলা করিতেছেন। এমন সময় যশোদার গৃহাঙ্গনে স্তন দুটিতে বিষক্ষীর মাখাইয়া মিথ্যা কপট স্নেহময়ী তনা আসিয়া কৃষ্ণকিশোরকে তার বক্ষে তুলিয়া লইল এবং তাঁর মুখে আপন স্তনবৃন্তটি দিল। কিন্তু কিশোর যে আমার মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি। তিনি পুতনার স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটিও আকর্ষণ করিয়া লইলেন। এতে পুতনার হইল কি? সেকি শুধু মরিয়াই গেল? তা তো নয়! সে পাইল এক বিপুল ভাবময় লীলারসপূর্ণ দিব্যজীবন! ওগো মর্ত্তের প্রাণি! তুমি তো দেখিতেছি ভগবৎ বিদ্বেষী! কিন্তু তিনি স্বয়ং যদি তাঁর অহেতুক প্রেমে তোমার বুকটিতে আসিয়া প্রাণটি কাড়িয়া লন তবে তোমার দশা কি হয় বলতো? সে যে তাঁরই লীলাসুধারসে ভরপুর মরণহীন এক মহাজীবন!

কৃষ্ণ তাঁর আপন বিদ্বেষীকে যে কিভাবে প্রেমে আপন করিয়া লন তা তো দেখিলে; এইবার দেখ মা কালী আমার কি করেন! যে কালী চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ মহিষাদি দৈত্যদলনে সাক্ষাৎ কালাগ্নির মত দীপ্তোজ্জ্বলা এবং যিনি আপন অমোঘ তেজোদ্বারা শুম্ভাদি দৈত্যেশ্বরদিগকে সমরে নিধন করেন, তিনি সেই দুর্জ্জয় রিপুদের কি গতি করেন, সেটিও কি চাহিয়া দেখিলে না? তাঁর সমুদ্যত খড়্গের যে শোনিতানুলিপ্ত করালচ্ছটা সে ছটা ত্রৈলোক্যের ভীতিপ্রদা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তো বটে কিন্তু তাঁর সেই খড়্গে ছিন্ন যে সব মুণ্ডাস্থিনিচয় সে সব তো তিনি ঘৃণায় দূরে ফেলিয়া দেন না; পরন্তু সে সবই কতনা আনন্দে এবং যত্নে গাঁথিয়া প্রিয়ভূষণরূপে আপন গলে কটিতটে পরিধান করেন। তাই মায়ের আমার ক্রোড়ে এবং বক্ষদেশে যারা তাঁর একান্ত বিদ্বেষী কুসন্তান তাদেরও স্নেহসুধা মাখা বিরামের ঠাঁইটি তো ঠিকই রহিয়াছে!

বিশ্রুতঃ শ্রুতিষু ভূমা রসো বৈ
বিন্দবো মধুনি বিশ্বে ক্ষরন্তঃ।
মূলতোঽপ্যখিলধারো রসো যঃ
কোরকেষু মধুবিন্দুর্লতাসু ॥১
রসঃ কিমীহো মধু মঞ্জরীষু
ভূমাঽপ্যকামো মধুকৃৎকুলায়ী।
রসঃ কিমাশো মধুরাসলোলো
ভূমা সকামো রসসারপায়ী ॥২
প্রপঞ্চোপশমং সচ্ চিদাকাশমাত্রং
ব্রজে রাসরসোল্লাস আভাসিকশ্চেৎ।
মৃষা বেণুরবাকৃষ্ট গোপীবিমোহনং
বৃথাভাসবচঃ কৃষ্ণপাদাব্জলুণ্ঠিতে ॥৩

শ্রুতি সমূহে বিশেষভাবে শ্রুত আছে "রসো বৈ ভূমা" অর্থাৎ ভূমা অখণ্ডৈকরস সামগ্রী। আবার বেদের মধুমতী ঋকে শ্রুত আছে যে, সেই রসভূমা বস্তু যেন ঘণীভূত হইয়া মধু হইলেন এবং সেই মধু বিন্দু বিন্দুরূপে বিশ্বের সর্ব্বত্র ক্ষরিত হইল। যেমন বাহিরে লতিকার দৃষ্টান্তে দেখি যে মূল হইতে অখণ্ড রসধারা লতিকার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াও তার পুষ্প কোরকে মধুবিন্দুরূপে ঘনীভূত হইতেছে।

এখন বল—রস কিসের চেষ্টায় লতিকায় পুষ্পমঞ্জরীতে এমনধারা মধু হইয়াছে? আবার ভূমা নিজে অকাম হইয়াও কেনই বা সে লতানুকুঞ্জে তার আপন মধুচক্র রচনা করিতেছে। পুনশ্চ, অখণ্ডৈক যে রস সে কিসের আশায় মধুর রাসলীলা লোল হইল এবং ভূমা অকাম হইয়াও সকল রসের সার যেটি সেই লীলারস পানে সকাম হইল!

আচ্ছা, তুমি মায়াবাদী বৈদান্তিক, তুমি বলিতে চাও যে সদ্‌বস্তু শুদ্ধ চিদাকাশমাত্র, যাতে নামরূপাদি নিখিল প্রপঞ্চের একান্ত উপশম হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে তুমি কি বলিবে যে ব্রজে যে রাসরসোল্লাস আস্বাদন হইয়া থাকে সেটা শুধুই আভাসিক, মায়িক—যথা গগনে গন্ধর্বনগর? আবার ইহাও তুমি বলিবে কি যে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট গোপীজনের যে প্রাণমনো বিমোহন সেটি কেবল মিথ্যা সম্মোহন মাত্র? তুমি যদি তাই বলিতে চাও তো বল; কিন্তু ইহা স্থির জানিও যে, তোমার এইসব মিথ্যা আভাসাদির কথা একান্তই তার কাছে বৃথা যে জন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আপন মনপ্রাণ সর্বস্ব লুটাইয়া দিয়াছে!

বিনু তুঝে জো জীবন মরুমরীচী সমানা।
মিলি তুঝে তাকো মৈ মানসরোবর মানা ॥১
মধু বিনু ভৌরা, বিনু সুধা 'রোত' চকোরা।
কমল কুমুদ অব দোনো খিলে দোন্যোকে দিল্ পিয়ারা ॥২
ভৌঁরা ঢুঁড়ত বুঁদ শহদ্ (মধু) চকোবা চওড়া চাঁদ।
এ্যায়সা তাঁকো নাম জপো, জিসে দোনো মিলে একহি ছাঁদ ॥৩
যব মিলে নামরস বিন্দু গভীরা, তব চকোরা হোত ভৌঁরা।
যব নামরসসায়র নাহান, তব ভেঁারা হোত চকোরা ॥৪

(তুফান)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে পিতম বঁধুয়া,
তব বিনে যে জীবন মোর মরু মরীচিকা ঘোর,
তোমা বুকে পেলে,
সেই মরু মম মানসসরোবর লোর !
বিনা এক মধু বিন্দু,
বিনা সুধাসায়রসিয়ান রোয়ে ভ্রমর চকোর,
তোমার মিলনে বঁধু,
কমলকুমুদ তাঁয় ফুটি ছুটিকেই করে যে বিভোর
ভ্রমর চাহিছে মধুবিন্দু,
চকোরের প্রাণ সুধাকর
হে প্রেমীসাধক !
কেনই বা শুধু তাঁরি প্রিয় নামে,
একি ছাঁদে না মিলাবে ও দুয়েরি ওর !

———

আনন্দময়ী—সঙ্ঘাশ্রম, কনখল, হরিদ্বার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকজ্জলোজ্জল নেত্রবামাবলোকনং
ভ্রূযুগ্মকার্মুকমুক্ত-চেতোজসায়কম্ ।
তমালগোপিতগোপবালাং মৃদুস্মিতা
ঋজুক্রমেণ ন যাতি তস্মাৎ ত্রিবঙ্কিমম্ ॥

সকজ্জল ও উজ্জল নেত্রযুগলে বাম ('সাচিপ্রসার' বিল্বমঙ্গল) অবলোকনটি 'চেতোজসায়কম্' (যিনি মন্মথমন্মথ তাঁর নিক্ষিপ্ত শর। সে সায়ক নিক্ষিপ্ত হইতেছে কোন্ ধনুঃ থেকে ? তাঁর ভ্রূলতাযুগলরূপ কার্মুক থেকে। কিন্তু যে 'তরুণী হরিণী' তাঁর মৃগ্যা, সেই গোপবালা মৃদুমধুর সুহাস্যা হইয়া তাঁর রাসলীলা বিলাসস্থল তমালের অন্তরালে গোপিতা (যেন লুকাইয়াছে)। তাঁর নয়নের অনঙ্গবাণ তো ঋজুগতিতে সেখানে যাবে না ! তাই সে হইয়াছে 'ত্রিবঙ্কিম' (বঙ্কিম ভ্রূলতা থেকে বঙ্কিম চাহনি বঙ্কিম লক্ষ্যেই ধাবিত) !

সকজ্জলোজ্জল = বিশুদ্ধোজল রস (শুদ্ধ জ্ঞানাঞ্জন + শুদ্ধ + প্রেমাঞ্জন) বাম = সুন্দর = প্রাণমনোভিরাম। চেতোজ = শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জিত চিত্তে কৃষ্ণকাম। সায়ক = রসিক প্রেমিকের মর্মবেধনক্ষম তাঁর হ্লাদিণী-সন্ধিনী শক্তির আকর্ষণ। ভ্রূযুগল ধনুঃ = ভক্তরসিক সহ লীলাবিলাস। যুগ্ম = রসিক + রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। তমালগোপিত = কৃষ্ণের রাসলীলা বিলাসিনী যে যোগমায়া, তিনি ভূয়ৈক রসবস্তুকে বিচিত্র বিলসিত করিয়া রসরাজ এবং ব্রজরসিকাতে 'লুকোচুরি' খেলার মাধুর্যবিতান করেন ; যেমন, মুরলীতে সপ্তস্বরের অপরূপ আলাপন। ঋজুক্রম = রস বা স্বর কেবল 'ঋজু' হইয়া রহিলে তো তাতে প্রেমবিলাস অথবা গমকমূর্চ্ছনাদি তান বিতান সম্ভবে না ! ত্রিবঙ্কিম = তাঁর হ্লাদিনী-সম্বিৎ-সন্ধিনী এই স্বরূপশক্তি ত্রিতয় বিলাসে তিনি বঙ্কিম (বাঁকে বিহারী) হইয়াছেন !

বিনতীঃ প্রভো যে জরীগৃহসে কিং
প্রণতীশ্চ পাদে পনীপত্যমানাঃ।
হৃদয়ে কষায়ং মরীমৃজ্যসে কিং
রসনা যতো নাম্নি লালস্যমাণ্যা ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ললিতেঽপি লাস্যে চ লালস্যমানে
রহসি প্রিয়ায়ৈ নরীনৃত্যসে কিম্ ।
তব কেলিকুঞ্জে ক্ষরদ্রাগরূপ (লসদ্ রাগরূপ)
যমুনাতটে যে নরীনৃত্যসে কিম্ ॥

হে আমার প্রভো, তোমার কাছে আমার যতবার বহু বিনতি, তুমি কি ততবারই সে সব গ্রহণ করিতেছ। (পৌনঃ পুণ্যে গৃহে র্যঙ্) অথবা, কোনবার কর, কোনবার কর না ? আবার চরণে বারবার পতিত হইয়া (পণীপত্যমানাঃ) যে সব প্রণতি, সে সবই তুমি গ্রহণ করিলে ?

হে মুরারে ! (মুর=‘আমি, আমার’ রূপ ভগবদ্‌বৈমুখ্যজনজ যে অভিমান ; মুংরাতি ইতি মুরঃ) তোমাতে বৈমুখ্যজনিত আমার যে সব বিমতি, সে সব কি তুমি বারংবার মার্জ্জন করিতেছ যার ফলে, তোমাতে স্মরতি সমূহ (বৃন্দাবনে বৃন্দাবিশাখা ললিতাদি লীলাসহচরীদের মত ‘স্বভাবা,’ অর্থাৎ ততভাবে ভাবিতা হইয়াছে (অথবা, সলাজকধুরা), এবং তুমি তাদের নিজ মুরলী প্রভৃতির আকর্ষণে বারংবার নিজ লীলায় আকর্ষণ করিতেছ (চরীকৃষ্যমানঃ) ?

এরূপ আকর্ষণে কি ঘটে ?

তোমার ললিতলাস্যে যখন যখন অভিলাষ হয় (লালস্যমানে), তখন তখনি নিভৃতে তোমার রসিকাপ্রিয়ার তরে পুনঃ পুনঃ বিমোহন নটনৃত্য কর ?

সাধারণ ভক্তেরও হৃদয় কষায় বারবার মার্জনা করতঃ তার রসনাকেও নামরসে লালস্যমানা কর !

রাগানুগ ভক্তের অন্তর লীলাকুঞ্জে লসদ্রাগরূপা যে যমুনা, সেই আমায় মনোযমুনাতটে তুমি মদনমোহন নৃত্যটি বারংবার কর ?

কথময়ি নলিনাক্ষ ! লোচনং নিমীলিতং তে
তব মুখশশি-চারু-চন্দ্রিকাং ন রোচতে কিম্ ।
তিলককুমুদদাম কৌমুদীং সমীহতে (মভীপ্সতে) চেন্
ন সিতদশনধাম, কিং সহোদিতৌ রবীন্দূ ॥

হে কমললোচন (নলিনাক্ষ) কৃষ্ণ ! তোমার ঐ (গোপীজন মনোবিমোহন) উজ্জল নয়নতারা অমনধারা নিমীলিত দেখিতেছি কেন ? চোখটি মেলিয়া চাহিতে কি শঙ্কা হইতেছে ? কেন, কিসের শঙ্কা ? কমলিনী তো চাঁদের চন্দ্রিকা ভালবাসে না, দিনমণির কিরণেই তার রূপরস বিলাস। তাই তুমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তোমার আপন মুখ শশীর চারু চন্দ্রিমায় নলিন নয়ন নয়ন মুদিয়াছ! তোমার ভালে ও কপালে (যে দুটি আবার ঢলঢল লাবণীয় সুধা সরোবর) অলকা তিলকের কুমুদিনীদাম তো তোমার মুখ শশীর কৌমুদীই কামনা করে দেখিতেছি। কিন্তু মুকুতাধবল তোমার (ঈষৎ স্ফুট) দশন পাঁতি? তারা তো দিনমণির সমুজ্জল আভাকেই আপ্যায়ণ করে। তবে কি বলিব—হে আমার পিতম বঁধুয়া! তোমার ঐ মদনবিমোহন শ্রী মুখখানিতে শশিভানু সদাই যুগল সমুদিত!

ধীকমল-বিকাশায় জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
ভাবকুমুদরুচ্যর্থং রোচিষাং রোচিরেব তৎ॥

প্রেমের চোখে যেটি দেখিলে, ধ্যানের দৃষ্টিতে সেটি দেখিয়া লও। শ্রীকৃষ্ণের বদনে যে যুগোদিত রবি শশী দেখিলে, সে দুটি কি জান? গায়ত্রীর মন্ত্রে যে সবিতার বরেণ্য জ্যোতির কথা শুনিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণবদনে চির সমুদিত রবি হইল সেই জ্যোতির জ্যোতি, যাতে আমার ধীরূপ কমলিনী বিকশিতা হয় ('ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ')। আর, আমার নিভৃত হৃদয় সরোবরে ভাবের কুমুদিনী ফুটাইবে কে? তাঁর ঐ নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্রমার চন্দ্রিকা—যেটি নকল রোচনার রোচনা তাঁর স্বরূপ হ্লাদিনী শক্তি। রবি সংবিৎ। আর এ দুয়ের যুগলোদয় সন্ধিনী শক্তি।

হৃদয়মুকুরমিদং মে মরীমৃজ্যসে ন কিং
রবিশশিযুগলভাতিন র্দেদীপ্যতে ভৃশম্?
অনিশমিহমুকুরে মে পনীপত্যতাং ছটা
তব যুগলমাধুরীয়ং নরীনৃত্যতাং মুদা॥

(বিষয় ভোগাদিতে মলিন) আমার এই যে হৃদয়মুকুর, সেটি শুধু একটিবার নয় বারবারই তুমি মার্জন করিবে না? তোমার শ্রীঅঙ্গের ঐ অপরূপ রবিশশিযুগলভাতি এ মুকুরে কি সাতিশয় দেদীপ্যমান হইবে না? আবার, তোমার করুণায় পরিমার্জ্জিত এ মুকুরে কি অপরূপ যুগল ছটা, শুধু একটিবার নয়, বারবারই পতিত হইবে না? আর, তোমার এই যুগল মাধুরী সে মুকুরে, শুধু একটিবার নয়, বারবার আনন্দউচ্ছল নৃত্যপর হইবে না?

অয়ি নয়ন খঞ্জন! মৃদুলসিত-নর্ত্তন!
সুকোমলাধরবিম্ববিহারলালস!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পতগতিমোদিতং নসি লসিতমৌক্তিকং
স্থধারসাশ্রয়লুণ্ঠিততন্নং প্রসাদয় ॥

যমুনা পুলিনে নীপতরুমূলে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া সখী ললিতা বলিতেছেন—ঐ চাঁদমুখের নয়নটি তো দেখিতেছি মৃদু মধুর নটন এক খঞ্জন পাখী। তাই বলি—অয়ি নয়ন খঞ্জন! তুমি মৃদুলসিত নৃত্যপর বটে, কিন্তু চঞ্চল হইয়া কি যেন খুঁজিয়া সারা হইতেছ। শ্রীকৃষ্ণের স্থকোমল বিম্বাধরে যে স্থধা সেই স্থধারসে বিহার করিতে তোমার লালসা দেখিতেছি! শোন—সে অপার্থিব সান্দ্র স্থধায় বিহার তো তোমার মতো চটুল চপলের দ্বারা হবার নয়। ঐ দেখ—খগরাজ (কাজেই, তোমারও রাজা) যে নাসিকায় আপন উপমা এবং সম্মোদন রাখিয়াছেন, সেই নাসায় নবমৌক্তিক কি করে দেখিতেছ না? সে নবমুক্তাও দোদুল চঞ্চল বটে, কিন্তু ভুলেও একটিবার স্থধারকের যেটি আশ্রয়, তাকে ছাড়িয়া থাকে না, সে সেই মধুরের মধুতেই নিজেকে চিরলুণ্ঠিত রাখে! অতএব হে চপল খঞ্জন, তুমি সেই নব মুক্তারূপিণী কৃষ্ণপ্রেম রসিকাকেই প্রসাদন কর!

ন খলুচপলরত্যা লভ্যতে যঃ স্থধাশ্রয়ঃ।
ত্বয়ি স্থনিবিড়রাগঃ কেবলং বলী মাধব!

চপল রতি দ্বারা যিনি নিখিল স্থধার আশ্রয়, তাঁকে লাভ করা যায় না; হে মাধব! তোমাতে স্থনিবিড় যে অনুরাগ বা প্রেম, সেই প্রেমই কেবল একমাত্র 'বলী', কিনা, সমর্থ। আর সবই কি যেন এক অজানা স্থরভিতে আকৃষ্ট হইয়া আসে, আবার কিছুক্ষণ অবুঝ অসার গুঞ্জন করিয়া অন্যত্র উড়িয়া যায়। নিবিড় মধুমর্মকোষে বসার ভাগ্য তার তো কৈ হয় না!

ময়ি মনসি তব রহসি মধুমিলনময়ি মাধব!
শৃণু বিরহবিষবিধুরমিহ রুদিতমপি চান্তরম্।
হৃদি লসসি যদি রসিক নট! রহসি বরবান্ধব!
বদ তুদসি কথমনিশমিহ কুলিশমিব পঞ্জরম্॥

অয়ি মাধব! তুমি আমার মনের অথবা মানস-নিকুঞ্জে নিভৃতে আমায় সাথে চিরমিলন পাশে আবদ্ধ হইয়াই আছ; তবু শোন তোমায় বিরহ বিষ বিধুর আমার এই অন্তর যে তোমারই তরে কাঁদিয়া সারা হইতেছে। আবার হে রসিক নটবর! আমায় বয়বান্ধব! আমার অন্তরের নিভৃতে যে অহরহ রাসবিলাস করিতেছ, তবে বল আমার এই হৃদয় পঞ্জর কুলিশের মত নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙ্গিয়াই বা দিতেছ কেন?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitized by eGangotri

চলসি যদি নাথ ! হৃদয়পুররঞ্জন !
গলসি মম নেত্রাযুগাকলিতজাঞ্জন !
ত্যজসি মম ভৃঙ্গ ! সরঃ স্ফুটললিত গুঞ্জন ! (প্রিয় !)
গরলমিহকূপপয়ো ভবগরল ভঞ্জন !
মম হৃদয়পুররঞ্জন ! হে আমার নাথ !
তুমি যদি তব পুর ছাড়িয়া চলিলে ;
হে বঁধুয়া ! তুমি নিজ করে,
এ দুটি নয়নে যে প্রেমাঞ্জন পরাইলে,
আজ যদি মিছে কান্না দিয়ে,
সে অনুরাগ অঞ্জনেরে মালিন্যের ধারে মুছে নিলে ,
(পাঠান্তর) তব ঐ দুটি মোহন নয়নপাতে কাজল পরিয়া
যদি মনপ্রাণ সবি কেড়ে নিলে,
তবে, কোন ছলে, মোরে ছলিবারে,
সে উজল কাজল আঁখি ধুয়ে ফেলে, বঙ্কিম দিঠি ফিরাইলে,
কেনই বা উদাসীর ভঙ্গীটি ধরিলে।
হে আমার প্রিয়ভৃঙ্গ,
মম এই সরসীতে যদি,
তব স্ফুট ললিত গুঞ্জন শুনিবারে
ভাগ্য কেড়ে নিলে ;
তবে, তব নিজ বিলাসের পুরী, কুঞ্জ তব নিতি বিহারের,
তব লীলাকেলি কৌতুকী সরসী আমার—
সবি হ'ল—গরলভরা কালীয় কুপপয়োরাশি !
তবু তায় মরণ আর্ত্তি ল'য়ে প'ড়ে আমি,
হে কালীয়দমন, ভবগরল ভঞ্জন !
ঠাঁই মোরে দেবে নাক', ঐ চির অমিয় আশ্বাস-মাখা শ্রীচরণতলে।

কাঽসৌ দৃষ্ট্বা নবজলধরং পশ্যতি শ্যামমেকং
কালিন্দ্যাং বা প্রতিফলনদং নীপশাখাসু কৃষ্ণম্।
শ্রুত্বা কেকয়িতশিখিরুতং গুঞ্জনং ভৃঙ্গরাজো
বংশীমঞ্জীর ললিতস্বরাতায়নং কা শৃণোতি ॥১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বাদে তস্যৈবমধুররসং সৌরভং তস্য গন্ধে
স্পর্শে চাঙ্গে স্ফুরিতপুলকং তস্য পীতাম্বরস্য।
ভাবে চান্তর্বিলসনরসং দেহগেহেষু লাস্যং
(বিভবন)
প্রাণেষু প্রাণপতিরমণং কেবলং স্বাদয়ন্তী ॥২

শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপা যে শ্রীমতী তাঁর ভাবটি এই দুটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—গগনে শ্যাম নবজলধর দেখিয়া তিনি তাঁর ঘনশ্যাম সুন্দরকেই একমাত্র দেখেন; আবার কালিন্দী সলিলে প্রতিফলিত নীপশাখায় উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবিটি দেখিয়া তিনি সেটিকে প্রতিচ্ছবি দেখেন না পরন্তু যমুনাজলে নৃত্যপর লহরীমালার সঙ্গে কেলি কুতুকী শ্রীকৃষ্ণরূপই দেখেন! তাই না তিনি কাঁকের ঘাঘরী ফেলিয়া অগাধ যমুনা সলিলেই ঝাঁপাইয়া পড়েন তাঁর পিতমের নিবিড় আলিঙ্গন লালসায়! আবার বৃন্দাবিপিনে শিখিবর যখন কেকারব করে নিকুঞ্জে ভৃঙ্গরাজ গুন্‌গুন্‌ করে তখন তিনি সেসব শুনিয়া শুধুই শোনেন তাঁর পিতমের বংশীবর আর তাঁর চরণমঞ্জীরের মঞ্জু নিক্কণ! সকল রসের আস্বাদে তিনি তাঁরই মধুর রস, সকল গন্ধে তাঁরই শ্রীঅঙ্গের সৌরভ, সকল স্পর্শে তাঁর পীতাম্বর পিতমের স্পর্শজনিত অঙ্গে রোমাঞ্চপুলক, অন্তরের সকলভাবেই তাঁর বিভব বিলাসের রস, বাহিরের দেহ গেহ সবকিছুতেই তাঁর ভুবনবিমোলনলাস্য আপন প্রাণে সেই প্রাণপতিরই রমণসুধা—কেবল এই একান্ত কৃষ্ণসাযুজ্য সুখই তিনি আস্বাদন করিয়া থাকেন!

নানামূর্ত্তৌ দ্বিভুজমুরলীধারিণং কাঽপি পশ্যেৎ
গৌরো রাধারঞ্জিতরুচির্বিগ্রহে শ্রীমন্দিরস্থং ।
রত্যা যস্যাস্ত্যজতি চতুরো বাসুদেবোঽপি দোষঃ
কৃষ্ণে স্বেচ্ছাতনুবিলসনী শক্তির্যা চ স্বকীয়া ॥

নিত্য বৃন্দাবনে কে সেই কৃষ্ণস্বরূপাভিন্না সমর্থা নায়িকা যিনি ভগবানের নানা মূর্ত্তিতে একমাত্র দ্বিভুজ মুরলীধর তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পিতমকেই দর্শন করেন; যেমন আয়ানের ঘরে তাঁর উপাস্য দেবতা কালীমূর্ত্তিতে? শ্রীরাধা সেখানে পূজারিণী হইয়া বসিয়া কই তো অসি মুণ্ডমালা আর অস্থি মেখলা দেখিতেন না। তিনি দেখিতেন তাঁর পিতমের গলে বনমালা করে মুরলী আর কটিতটে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পীতবাস। তাই না মায়ের মূর্ত্তির সামনে পূজায় বসিয়া তিনি মনে মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছেন—আমার ধরম করম সকলি যে গেল,

শ্যামাপূজা আমার হ'লো না হ'লো না!
দিতে পুষ্পাঞ্জলি ও রাঙ্গা চরণে,
ত্রিবঙ্কিম ঠাম পড়ে সখি মনে………"

আমরা সখীভাবানুগভাবে বলি—না রাধে! শুধু মনেই তো নয়! তোমার মনপ্রাণ ইন্দ্রিয় সব কিছুতেই।

আবার সেদিনও নদীয়ায় গোকুল-কৃষ্ণ যখন আসিলেন রাধাভাব স্ববলিততনু গৌরসুন্দর রূপে; তখনই বা শ্রীক্ষেত্রে মন্দিরাভ্যন্তরে গরুড় স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে কোন রূপটিই বা দেখিয়াছিলেন তিনি! কার এমন সমর্থা রতি যার প্রভাবে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভূর্জ নারায়ণও তাঁর চারিটি বাহু সংবরণ করিয়া দ্বিভুজ মুরলীধর নন্দনন্দটি হইয়া থাকেন?

আচ্ছা, এই অত্যাশ্চর্য্য সমর্থা নায়িকাটি স্বরূপে কি বলতো? পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন ইচ্ছায় বিচিত্র তনু এবং বিবিধ লীলা বিলসনের যে স্বরূপশক্তি রহিয়াছে, আর যে স্বরূপশক্তি তাঁর স্বরূপ হইতে একান্ত অভিন্না; সেই তাঁর স্বকীয়া শক্তিই হইলেন শ্রীরাধা। কাজেই শ্রীরাধার ইচ্ছাই হইল রাধারমণের ইচ্ছা। শ্রীরাধার ইচ্ছাতেই রাধারমণ বিচিত্র নাম ও রূপে বিলাস করেন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই তিনি এইসব বিচিত্র লীলাবিলাসের মাঝখানে দ্বিভুজ মুরলীধররূপে অচ্যুতই রহেন!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমুদ্রমন্থনোত্থিত কালকূট-
স্বকণ্ঠভূষণাঞ্জন নীলকণ্ঠঃ।
ভৃগোঃ পদাঙ্কোঽঞ্জনমপ্যুদারে
হৃদি হৃদীপি কৌস্তুভকান্তকৃষ্ণে ॥১

স্থানে ভূষণং চেৎ স্বভাবদর্শনং
গ্রাহ্যে দূষণং কুগ্রহীতুরীক্ষণম্।
ফুল্লে পঙ্কজে কৃষ্ণভৃঙ্গভূষণং
গৌরাঙ্গভালে চাঞ্জনানুরঞ্জনম্ ॥২
(কৃষ্ণবিন্দুয়োচনম্ ॥)

সমুদ্র মন্থনে যে কালকূট হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, সে হলাহল শঙ্কর আপন কণ্ঠভূষণ করিয়াছিলেন এবং সেই বিষভূষণের অঞ্জনে তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। আবার দেখ কৌস্তুভ মণিপ্রভায় যাঁর বক্ষোদশ কান্তোজ্জ্বল, সেই কৃষ্ণ যখন সুশায়িত ছিলেন তখন তাঁর উদার বক্ষে ভৃগুমুনি পদাঘাত করিলেন; কিন্তু তাঁর হৃদয় এমনই উদার যে পদাঙ্ক তিনি আপন বক্ষে চিরোজ্জ্বল চিহ্নরূপে ধারণ করিলেন এবং ভৃগুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আপনি কি আমার বজ্রাধিক কঠোর বক্ষে পদাঘাত করিয়া আপনার কোমল চরণযুগলে ব্যথা পাইলেন? অর্থাৎ ক্ষমা এবং প্রেম এই দুই গুণের আশ্রয় তিনি ভৃগুর আপন বক্ষে পদাঘাতটি শুধু ক্ষমা করিলেন না, পরন্তু সেটিকে কত না আদর করিয়া কৌস্তুভ মণির পার্শ্বে ঠাঁই দিলেন! অতএব দেখিতেছি ঠিকভাবে লইলে অতি দূষিত যে দূষণ সেও কেমনধারা অতি শোভিত হইয়া থাকে।

তাই দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইতেছে, যদি স্বভাবে স্বরূপে দৃষ্টিটি থাকে তা হইলে ভূষণও ঠিক তার স্বভাবে স্বরূপে বজায় থাকে। যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে তার যদি নাম দাও গ্রহীতা; তবে বিষয় বস্তুটি হইল গ্রাহ্য। এখন গ্রহীতার ঈক্ষণ বা দৃষ্টি সুষ্ঠুভাবে বা বিপরীতভাবে হইতে পারে। বিপরীতভাবে হইলে তার বিষয়বস্তুতে দূষণই প্রতিভাত হয়। যেমন দেখ প্রফুল্ল পঙ্কজে যে কাল ভ্রমর বসিয়াছে সেটিকে পঙ্কজের ভূষণ বলিবে না দূষণ বলিবে? আবার গৌরসুন্দরের হেমকান্তি যে ভালদেশ সে ভালদেশে একটি কৃষ্ণাঞ্জনের তিলকবিন্দু দেখা যাইতেছে। সেটিকেই বা কি বলিবে? ভূষণ অথবা দূষণ?

বরবর্ণিণীনাং তিলোত্তমানাং
তিলকৃষ্ণবিন্দুর্বিম্বাধরাধঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসিকেন্দ্রচূড়ামণিশ্চকোরাঃ
ধরচুম্বনার্থং বিরজ্যতে কিম ॥৩

এইবার ব্রজে যে অপূর্ব্ব মধুরভাব, সেই মধুর ভাবাপ্লুত নেত্রে দেখ—ব্রজবধূগণ সকলেই বরবর্ণিনী তিলোত্তমা তুল্যা। তাদের মধ্যে কারুর বিম্বাধারের নীচে (আর, বামে) যদি এক কৃষ্ণ তিল বিন্দু থাকে তো, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি আমার কৃষ্ণকিশোরচকোর তার বিম্বাধরে চুম্বনে বিরাগী হবে?

ব্রজের যে অপূর্ব মধুরভাব, সেই ভাবাঞ্জন দৃষ্টিতে এই শ্লোকের মধুর ছবিটি দেখিতে বলিয়াছি। দেখ জীবন্মুক্ত পরমহংসদের অগ্রণী যে শ্রীশুকদেব, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে মধুররসের সারাৎসার যে দশম স্কন্ধ (যাতে লজ্জাকেও লজ্জা দেয় এমন এমন যে সব গোপীবস্ত্রহরণাদি লীলা অতি কোমল-কান্ত বর্ণে চিত্রিত আছে) সেটি ভাবে প্রত্যক্ষ এবং ভাষায় প্রকটিত করার প্রেরণা দিলেন ব্যাসকে। অতএব, সাধারণী নায়িকার দৃষ্টিতে দেখিও না; 'সমর্থা'য় সমর্থা শ্রীমতী ছাড়া আর কে তাতো জানি না! তবু 'সমঞ্জসা'র ভাগ্য মিলাইতে পার কি-না, তাই দেখ! পরের শ্লোকে এই সমঞ্জসা দৃষ্টি—আগের শ্লোকে 'রসিকেন্দ্র চূড়ামণি চকোর' আর 'কৃষ্ণ', কথা দুটি আছে লক্ষ্য করিও। এ দুটিতে প্রাকৃত সম্ভোগদৃষ্টির অপসারণ। সাধারণ রসিক ও রসিকার যে মিলনসুখ, সেটি অভিপ্রেত নয়।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণিঃ কৃষ্ণঃ পরমঃ পুমান্ যঃ
রসসান্দ্রবিম্বাধরঃ লৌল্যং পরমানুরাগে।
ক্রয়মূল্যমেকং তদেবান্যন্ ন, বিনা তদেক
মিতি সূচনার্থং লসং কৃষ্ণাঞ্জন-কৃষ্ণবিন্দুঃ ॥৪
(চুম্বৎ কৃষ্ণোৎসুক-)
(লসৎ কৃষ্ণপ্রিয়কৃষ্ণবিন্দুঃ)

যিনি একেশ্বর পরম পুরুষ, তিনিই রসিকেন্দ্র চূড়ামণি কৃষ্ণ। সে কৃষ্ণে যে পরানুরক্তিরূপ লৌল্য, সেই লৌল্যই হইল কৃষ্ণ রসিকার রসসান্দ্র বিম্বাধর। ভাগবত বলেন—সেই লৌল্যই 'একল' ক্রয়মূল্য, যদ্ দ্বারা সে পরম রতনটি কেনা যায়, আর কিছু দিয়াই সেটি কেনা যায় না। এই যে ঐকান্তিক কৃষ্ণরসবিলাস-লৌল্য, সেইটি (চিহ্নে) দেখাইবার জন্য তদেক রসিকার 'বিম্বধরাধঃ' ঐ চিরসুন্দরেরও বিমোহন কৃষ্ণতিলটি রহিয়াছে! বামে কেন? সে মোহনিয়া বঁধু যে আমার 'বাঁকে বিহারী,' বাঁকাই ভালবাসে!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুঞ্জা ভৃঙ্গী কমলমধুনঃ স্বাদমগ্না দিনান্তে
তস্মিন্নেব প্রমুদিতদলে যাতি তুষ্ণীং সুষুপ্তিম্।
অন্যা কাচিৎ কমলমভিতো গুঞ্জনাস্তে চ শেতে
স্তোকং স্তোকং কৃত পরিচরা মক্ষিকান্যত্র যাতি।১

শ্রীরাধা— যমুনাম্বু কল্লোল-কেলিকুতূহলী ক্রীড়তি সখি! মাধবঃ।
ললিতা—সলিলে স রাধাঙ্গ-সঙ্গসুধালুভা, লুণ্ঠিতত্তগুবৈভবঃ॥
বিশাখা— সলিলে বিমুগ্ধে ন, নীপতরৌ তটে, পশ্য মুরলিকাকরং
মধুমঞ্জরী—সখি! নন্দগোপেন্দু-ছদ্মসুগোপতিং গোকুলমনুধাবনম্॥২

উদার স্বচ্ছ সরোবরে এক ফুল্ল অরবিন্দ তার শতদল মেলিয়া রহিয়াছে দেখিতেছি। হয়তো বা তার আশেপাশে অন্য সব জলজ পুষ্প ফুটিয়াছে। এক ভ্রমরের রাণী সেখানে সেই প্রফুল্ল পঙ্কজেই শুধু আপন মধু বিলাসটি করিতেছে, আর সেই নিবিড় মধুরস অস্বাদে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। এতো গেল দিনমাসের সমাচার! দিনমণি অস্তমিত হইলে সে প্রফুল্ল পঙ্কজ তার শতদল মুদিত করিয়া লয়, তখন সে ভৃঙ্গরাণী কি সেখান থেকে সরিয়া যায়? না, তা তো সে যায় না! সে সেই মুদিত পঙ্কজের নিরালায় মৌন রসাস্বাদ গাঢ়তায় যেন বিভোর আত্মহারা হইয়া যায়। এটা হইল তার মধুরসে আত্মসংবিৎহারা সান্দ্র সুষুপ্তি। আবার ঐ আর একটি ভ্রমরী দেখিতেছি সেই অরবিন্দেরই কাছে উড়িতেছে কখনও বা তার দলের অঞ্চলে একটিবার বসিতেছেও এবং নিশায় যখন পঙ্কজ মুদিত হইয়া যায়, তখনও সে দেখি তা থেকে দূরে সরিয়া যায় না, তার কাছেই কোথাও হয়তো বা পদ্মের পাতায় লুটাইয়া শুইয়া থাকে, আর ঐ যে চটুল মধু মক্ষিকাটি দেখিতেছি ওর স্বভাব কি? সে এক আধবার একটুখানি সে মধুসঙ্গ করিতে আসে বটে কিন্তু পরক্ষণেই কিসের লালসায় অন্যত্র উড়িয়া যায়।

আগে যে ভৃঙ্গরাণীর কথা হইল সে হইল মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা। তাঁর রতি সমর্থা রতি। পরে যে ভ্রমরীর কথা হইল সে হইল মহাভাবানুগা রতি; যেমন ধর—ললিতা বা বিশাখা। এঁরা কি করেন? এঁরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধাশ্যামের যুগলবিলাসের কুঞ্জরচনাটি সারিয়া কাছেই কোথাও সেই মিলনরস অনুরঞ্জিত মনপ্রাণে ব'সিয়া থাকেন। এ হইল সমর্থানুগা রতি। এ রতি সমঞ্জসার চাইতেও আরও অস্তিকা রতি। আর শেষকালে যে চটুল মধুমক্ষিকাটির কথা হইল তার রতি যে কি প্রকার তা কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে?

আগেকার এক শ্লোকে শ্রীমতীকে তাঁর কাঁকের ঘাঘরী ফেলিয়া যমুনাজলে কেলিপর তাঁর শ্যাম বঁধুয়ার সঙ্গলালসায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছ। এইবার দেখ তিনি একা নন তাঁর সঙ্গে আর তিন সহচরীও যমুনায় জল ভরিতে গিয়াছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই দেখিলেন–যমুনার জলহিল্লোলে কেলি কুতুকী শ্যামসুন্দরের প্রতিচ্ছবি। দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন সখি! ঐ কি আমার মাধব, যমুনা সলিলে ক্রীড়া করিতেছেন? তা শুনিয়া ললিতা বলিলেন না সখি! তোমার শ্যাম তো যমুনা সলিলে তাঁর অঙ্গ ডুবাইয়া জলকেলি করিতেছেন না! তাঁর বনমালা, পীতবাস, চরণমঞ্জীর এবং দুটি করে মোহন মুরলী এ সবই তো দেখা যাইতেছে; তবে তো তিনি যমুনার জলে নামেন নাই। যমুনার বীচি হিল্লোলে তাঁর শ্যাম অঙ্গটি লুটাইয়া শ্রীঅঙ্গস্থখের যে সুধা তারই লালসায় কেমনধারা শুইয়া আছেন তাই দেখ। একথা শুনিয়া বিশাখা বলিতেছেন—তোমরা দুটিতে বিমুগ্ধার মত ও কি কথা বলিতেছ? ঐ দেখ, যমুনার তটে যে কদম্বতরু তারই শাখায় কি অপরূপ ঠামে বসিয়া আছেন মুরলী করে আমাদের গোপীমনচোরা শ্যামসুন্দর! তোমরা দুটি তাঁর প্রতিচ্ছায়া দেখেই কি এত সম্মোহিত হইলে? মধুমঞ্জরী নামে আর একটি সখি এদের এইসব কথা শুনিয়া বলিল সখি! নন্দগোপের ঐ শ্যামচাঁদ ছেলেটি কত না কপট সাজে আমাদের ভুলাইতে পারে তা কি ভুলিয়া গেলে? এই না নীপতমাল কুঞ্জে কত না তার লুকোচুরী খেলা! আবার গোঠে গিরি গোবৰ্দ্ধনে কত না তার গোধন এবং গোপবালকের প্রমোদ বিচরণ! শ্রীমতী এবং তাঁর তিন সহচরীর তিন রকমের দেখা! হে কৃষ্ণরসিক! তুমি ভাগমতে চিনিয়া লইও। প্রথম দুটিতে প্রতিচ্ছবিতে প্রতিচ্ছবি বোধই নাই। তবে তফাৎ এই যে শ্রীরাধার দেখায় বাহিরের চাইতে ভিতরের গাঢ়তায় দৃষ্টি বেশী। তিনি কৃষ্ণকে শুধু বাহিরেই ভাসিতে দেখিতেছেন না। অন্তর বাহির সকল ঠাঁই জুড়িয়া তিনি বিলাস করিতেছেন। আর ললিতার দৃষ্টিতে তিনি যেন তাঁর মাধুরী প্রকাশ্যেই লুটাইয়া রাখিয়াছেন;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নেপথ্যের সমাচার এতে তেমন নাই। বিশাখার দৃষ্টিতে বিম্ব আর প্রতিবিম্ব এ দুয়ের ভেদটি ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। তাই তিনি যমুনার জল থেকে তাঁর চোখটি ফিরাইয়া উপরে কদম্ব তরুশাখার পানে চাহিতেছেন। এ দৃষ্টিতে ভগবানের হ্লাদিনী এবং সংবিৎ এই দুই স্বরূপ শক্তির মাঝে যে অভিন্ন সন্ধিনী দৃষ্টি সেটি মিলে নাই। আর শেষকালে মধুমঞ্জরীর যে দৃষ্টি সে দৃষ্টি শ্যামসুন্দরকে গোপীমনচোরারূপে গুপ্ত এবং ব্যক্ত সকল লীলার মাঝেই খুঁজিয়া যাইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চন্দ্রে কলঙ্কঃ কবেৰ্ম্ম দূষনং
কিংবা মনোজ্ঞা মৃগীব ভূষণম্ ।
কামে কলঙ্কঃ সুরেশদূষণং
ভাবে ভবেশে মৃগাঙ্কভূষণম্ ॥১
(ভালে মৃগাঙ্কো ভবেশ ভূষণম্ ॥)
(শম্ভোর্ললাটে স্মরেষুভঞ্জনম্ ॥) (স্মরস্ত দূষণম্)
নেত্রে কলঙ্কোঽঞ্জনং হি ভামতাং
সুরেরপশ্যন্ নিরঞ্জনং চ যৎ । (সদা)
দেবাদিদেবে হি ভস্ম ভূষণং
ভস্মাসুরাদৌ তদেব দূষণম্ ॥
(ভস্মানুলিপ্তে শুনীহ দূষণম্ ॥) ২
ভূষা কলঙ্কোঽপি গোপযোষিতাং
দুর্ব্বাসরোষঃ শকুন্তলাদিষু ।
রাসেষু লীলা চ নন্দনন্দনে
কোপোঽপি কংসে সদৈব ভূষণম্ ॥ ৩

চন্দ্রে যে কলঙ্কলেখা দেখা যায় কবির কল্পনায় কখনও সে কলঙ্ক দোষের বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যেমন কবি কোন সুন্দর মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা দিতে যাইয়া নিষ্কলঙ্ক এই বিশেষণটি দিয়া থাকেন। বিদ্যাপতি শ্রীরাধার রূপলেখাটি আঁকিতে যাইয়া বলিতেছেন—"কনকলতা অবলম্বনে উয়ল, হরিণাহীন হিমধামা" অর্থাৎ শ্রীমতীর অঙ্গখানি যেন একটি কনকলতা, আর সেই কনকলতা অবলম্বন করিয়া উদিত হইয়াছে তার মুখরূপ রাকাশশী কিন্তু রাকাশশীতেও হরিণীর যে কলঙ্কলেখা লক্ষিত হয় শ্রীরাধার বদনে সে কলঙ্কলেখার লেশটুকুও নাই। আচ্ছা, বিদ্যাপতি যে এই চাঁদে হরিণীর ছবিটি দেখাইলেন, সেই ছবিটি কি শুধু কলঙ্কেরই ? তা তো নয় ! কবি-কল্পনা সেই হরিণীটিকে লইয়া কত না মনোজ্ঞ বিভূষণ রচনা করিয়াছেন চন্দ্রমায় চন্দ্রিকায় ! পুরাণের উপাখ্যানে শুনি যে একসময় সুরেশ্বর ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যার প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলেন। যার ফলে তাঁর দেহে কত না কলঙ্কচিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল ! অর্থাৎ পর নারীতে কাম তাঁর পক্ষে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একান্ত দূষণই হইয়াছিল। আবার ভাব এবং ধ্যানদৃষ্টিতে যে জন দেখিতে জানে সে দেখে ভবেশের ললাটে সেই মৃগাঙ্করূপ কলঙ্ক কি অপরূপ ভূষণই না হইয়াছে! তাই না শিবশম্ভু চন্দ্রশেখর এই নামটি কত না প্রসন্নতায় বরণ করিয়াছেন! তাই আমরা আর্ত্ত হইয়া ডাকি—"চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহিমাং, চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাং।" বিশেষতঃ, দুর্নিবার যে মন্মথ, সেই মন্মথের স্মরগরল খণ্ডনে এবং পঞ্চশর বিভঞ্জনে শিবভালে ঐ সোমার্দ্ধ-ভাতি অমোঘ!

বেদ মন্ত্রে শুনিতে পাই যাঁরা সূরি তাঁরা সেই বিষ্ণুর যে পরমপদ সে পদটিকে ব্যোমবৎ সর্ব্ব ব্যাপিনী দৃষ্টিতে নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। আচ্ছা, সূরিগণ এই প্রকার নিরঞ্জনী দৃষ্টি কি করিয়া লাভ করিলেন? চন্দ্র সূর্য্য তারকা এবং অগ্নির যে সব ভাতি সে সব ভাতিতে যে কলঙ্ক বা অপকর্ষ রহিয়াছে সেই কলঙ্কই তাঁদের চক্ষুতে জ্ঞানাঞ্জন হইয়াছে। সেই জ্ঞানাঞ্জন নেত্রে তারা দেখিয়াছিলেন, "ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যো, ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ" ইত্যাদি; "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। আবারও দেখ দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গে যে ভস্ম, সে ভস্ম তো গুহ্যাতিগুহ্য ভস্মবিভূষণই বটে; (যেমন ভস্মজাবাল ভস্মোপনিষৎ প্রভৃতিতে শুনিতে পাই)। কিন্তু আবার পুরাণাদিতে কথিত যে ভস্মাসুর বা ভস্মলোচন (যার দৃষ্টিপাতে সবই ভস্মীভূত হইয়া যায়), অর্থাৎ যার দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের এই অপূর্ব সৃষ্টি ছারে খারে যায় তার সে ভস্ম মহাদূষণই বটে ভূষণ কদাপিও নয়! আবার সাধারণ দৃষ্টান্তে ঐ যে কুকুর ছাইগাদায় পড়িয়া আছে, সে ছাইও তো তার পক্ষে ভূষণ নয়! এই দৃষ্টান্তে সাধারণ সংসারী জীবের অবস্থাটি বলা হইল।

বৃন্দাবনে গোপবধূদের যে কৃষ্ণ কলঙ্ক সে কলঙ্ক তো রসিক সুজনের দৃষ্টিতে অনবদ্য ভূষাই! আবার কোপন স্বভাব অথচ ব্রহ্মজ্ঞ সে দুর্ব্বাসা তাঁর শকুন্তলাদিতে যে কোপ সেটিও তো ভাবরসিক এবং কাব্যরসিকের দৃষ্টিতে দূষণ নয় পরন্তু ভূষণই হইয়াছে। আর নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণে যে রাসলীলা এবং কংসাদি রিপুর প্রতি কোপ এ দুই-ই তো সর্ব্বসময়েই একান্ত মনোহর ভূষণই বটে!

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরঞ্জনং ব্যোম কিমু নেত্রাঞ্জনং তব
যতোঽম্বরে নীলপট-চিত্রাঙ্কনং লসৎ।
স্বয়ং প্রকাশে স্বলসিতে শুদ্ধ বস্তুনি
ত্বদীয়-নেত্রোজ্জলরুচে দীপমালিকা ॥১
রসোঽপি ভূমাঽ বিচল-মৌনঃ সমাহিত
শুবস্মিতাস্যস্য কিমু পীযূষলালসঃ।
মুদা বহন্তী কলনিনাদা যথা সরিৎ
সরিৎ পতে রালিঙ্গনলুভা ধাবমানা ॥২
স্বরঃ কথং তে মুরলিকায়াং স্বরায়ণং
কথং রূপং বিলসিতাশেষশোভনম্।
বয়ং বদামঃ স্বলসনানন্দনন্দনম্!
তবৈব সচ্চিৎ সুখঘনস্য স্বতায়নম্ ॥৩

শ্রুতি এবং আত্মপ্রত্যয়ে প্রসিদ্ধ যে ব্যোম নিরঞ্জন, সে নিরঞ্জন কি—হে কৃষ্ণ! তোমার ঐ নয়নের অঞ্জন, যে অঞ্জনে অম্বর রূপ নীল পটে এমন বিচিত্র বিলসিত চিত্রাঙ্কন দেখিতেছি! আবার শ্রুতি এবং স্বানুভব প্রসিদ্ধ যে স্বয়ং প্রকাশ স্বলসিত এবং শুদ্ধ বস্তু সেটি কি তোমার ঐ নয়নের উজ্জ্বল রুচিতে অপরূপ দীপমালিকা হইয়াছে?

আবার যে রসভূমা, কাজেই অবিচল মৌন সমাহিত, সে রসও কি তোমার ঐ স্মিত মুখশশীর পীযূষ লালসায় অখিলে বহমানা আনন্দে কলনিনাদা সরিৎ হইয়া সরিৎ পতির আহিঙ্গনালোভে ধাবমানা হইল!

হে কৃষ্ণ। তুমি বলিবে কি তোমার মুরলীতে স্বর কেন নিজেকে এমনধারা বিশ্ববিমোহন স্বরায়ণে লীলায়িত করিল? রূপই বা কেন নিজেকে এমনধারা অশেষ বিলসিত শোভা সম্ভারে বিচিত্র করিল? এসবের উত্তরে তুমি নিজে কি বলিবে তা জানি না; তবু শোন আমরা বলি—হে সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আপন যে স্বলসিত আনন্দ তাকে আরও নন্দিত করিবে বলিয়াই এমনধারা অপরূপ বিচিত্র বিতায়ন করিয়াছ!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ ,,	বিশ্বেসে	বিশ্বেশে
৫ ,,	ক'য়ে	কয়ে
৮ ,,	মুথরং	মুখরং
৯ ,,	সংঘর্ষেরে	সংঘর্ষের
১০ ,,	মতসে	যতসে
১০ ,,	শৌ (ন্ধ)	শৌ (হ্ব)
১২ ,,	পাদম্ভোজ	পাদাম্ভোজ
১২ ,,	পাপ	পাপ্
১৪ ,,	কিসর্থম্	কিমর্থম্
১৪ ,,	মেহস্তি	মেঽস্তি
১৪ ,,	মামি	যামি
১৬ ,,	নিষ্টৈক	নিষ্ঠৈক
১৬ ,,	কেয়লং	কেবলং
১৮ ,,	ক্লেদ	ক্লিন্ন
২০ ,,	সরিৎ	সরিদ্
২২ ,,	শিশ্লো	শিশ্নো
২৩ ,,	কচির্নাম্নি	ক্বচির্নাম্নি
২৩ ,,	তদীয়ং	ত্বদীয়ং
২৪ ,,	রোচকে	রোচতে
২৪ ,,	এোটনস্	এেটনম্
২৪ ,,	খাঢ়ং	গাঢ়ং
২৫ ,,	সদাসুকূলাঃ	সদানুকূলাঃ
২৫ ,,	শান্তাম্বোধৌ	শান্তাম্ভোধৌ
২৫ ,,	যন্নৈক্ষল্য	যটন্নক্ষল্যং
২৬ ,,	কিন্	কিম্
২৭ ,,	কথমাপ্তুং	কথমাপ্তুং
২৭ ,,	তদাখে্ৗ	তদাঙ্খৌ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৩১ ,,	কুরুষ	কুরুষ্ব
৩১ ,,	বৈদ্যাং	বেদ্যাং
৩১ ,,	ইপেক্ষ	ঽপেক্ষ
৩১ ,,	ধারি	বারি
৩১ ,,	সে	মে
৩৪ ,,	লখীয়সো	লঘীয়গো
৪২ ,,	মর্থণম্	মর্যণম্
৪২ ,,	মুলতো	মূলতো
৪২ ,,	তুজগ	ভুজগ
৪৩ ,,	বীড	বীত
৪৩ ,,	হ্যাবয়ো	হ্যাবয়ো
৪৪ ,,	পুমরপি	পুনরপি
৪৫ ,,	মৃতুং	মৃত্যুং
৪৯ ,,	শক্তিরাপিং	রাশিং
৪৯ ,,	সখ্যঞ্চ	সখ্যং
৪৯ ,,	ঊর্ধমূলযধঃ	ঊর্ধমূলমধঃ
৫৫ ,,	কুলশত	কুশলত
৫৫ ,,	জন্ন	জয়
৫৫ ,,	পঙ্খ	শঙ্খ
৫৭ ,,	বশোদা	যশোদা
৫৭ ,,	মাভস্ত্বয়া	মাতস্ত্বয়া
৫৯ ,,	কুলিশখন	কুলিশঘন
৬২ ,,	বিবমসি	বিরমসি
৬৮ ,,	কৃপাঙ্গি	কৃশাঙ্গি
৭১ ,,	লিলয়ে	নিলয়ে
৭২ ,,	কদাপি চ	কদাপি চ পুনঃ
৭৩ ,,	নৈকতম্	সৈকতম
৭৯ ,,	গুরোং	গুরোঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৭৯ ,,	তুভাং	তুভ্যং
৭৯ ,,	পীমুষ	পীযূষ
৮১ ,,	খনা	ঘনা
৮২ ,,	লখে	লভে
৮৩ ,,	বিচলিতষী	বিচলিতধী
৮৩ ,,	ণ্মাত	ধ্মাত
৮৪ ,,	নাতা	মাতা
৮৪ ,,	সর্ব্বস্বং	সর্ব্বস্ব
৮৫ ,,	করালম্বনৎ	করালম্বনং
৮৫ ,,	বকু	বতু
৯৫ ,,	মুভৃতা	সুভৃতাং
৯৫ ,,	যোপ্যন্তসা	যোপ্যন্তসাং
৯৬ ,,	নক্তং	রাত্রি
১০৫ ,,	প্রাণদঃচেৎ	প্রাণদশ্চেৎ
১০৫ ,,	স্মরে কি	স্মরে কিং
১০৯ ,,	স্যাভাম	স্যাতাম
১০৯ ,,	জগত্থ্য়লর্লো	জগদুদয়লয়ৌ
১১৩ ,,	শ্মশানোল্মত্তাং	শ্মশানোন্মত্তাং
১১৫ ,,	যন্দেঽপি	বন্দেঽপি
১২০ ,,	সিন্ধোঃ	সিন্ধোঃ
১২৭ ,,	পাটবক্ষ	পাটবঞ্চ
১৩০ ,,	করাজ্যাং	করাভ্যাং
১৩২ ,,	স্তযা	স্তথা
১৩২ ,,	বাখিতমম্	বাধিতম্
১৩৫ ,,	সিন্ধো	সিন্ধো
১৩৯ ,,	সমীরে	সমীরৈ
১৪৯ ,,	সুয়তে	সূয়তে
১৪৯ ,,	বিবাদো	দ্বন্দ্বতা
১৫২ ,,	স্থলসিতে	স্খলসিতে
১৫৮ ,,	ভ্রু	ভ্রূ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय
भरतनिधि,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi